কন্যাদায়

প্রণেতা

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

কলিকাতা,

১১৪নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "নববিভাকর যন্ত্রে"

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০।



উৎসর্গ পত্র।

বিবাহ ব্যাপার লইয়া বঙ্গ সমাজ বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছে বলিয়া সকলেই শঙ্কিত হইতেছেন। কিন্তু ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগ আবশ্যক, সংসারগ্রস্ত সামাজিকগণের অধিকাংশেরই নিকট হইতে তাহা আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। উন্নতিশীল যুবক বৃন্দ এখনো সম্পূর্ণরূপে সংসার-বিষ-দুষ্ট হন নাই, তাঁহাদের মনোরাজ্যে স্বভাবতঃ ভাবুকতা এবং উদারতা প্রবেশ লাভ করে এবং তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত পাত্র। এ কারণ বিবাহ সম্বন্ধীয় কতিপয় যুক্তি, তর্ক, চিন্তা, বিচার প্রভৃতি একত্রিত করিয়া নাটকাকারে এই পুস্তক বঙ্গীয় যুবকগণের নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

আজ ১৭।১৮ বৎসর অতীত হইল এই নাটকখানি লিখিত হইয়া রহিয়াছে। বিবাহে বরপক্ষীয়দিগের অর্থলাভেচ্ছা বলবতী হওয়াতে ভদ্রসমাজে যে কি বিষম আঘাত লাগিতেছে তাহা তৎকালে যেরূপ অনুভূত হইয়াছিল প্রধানতঃ তাহারই প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল, এবং প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও দেখাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমাদিগের সংস্কার চেষ্টা অধিকাংশ স্থলে অকিঞ্চিৎকর ও আন্তরিকতাশূন্য।

মনে হইয়াছিল কালক্রমে উক্ত অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবে, কিন্তু প্রায় বিংশ বৎসরের মধ্যে বর্ণিত সমাজের অপকর্ষ ভিন্ন উন্নতির ভাব দেখা গেল না। বিবাহ সঙ্কট উত্তরোত্তর আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান কালেও এই নাটক খানি অসাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ যদি মুহূর্ত্তের জন্যও অনন্যচিত্তে সমাজের কল্যাণ ও নিজ নিজ দায়িত্ব চিন্তা করেন, তবে লেখকের পরিশ্রম সফল হইবে। ইতি

গ্রন্থকারস্য—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

গোপাল বাবু ... ... শিক্ষিত যুবক।

রাম বাবু ... ... কন্যাদায়গ্রস্ত জনৈক ভদ্রলোক।

নবীন বাবু ... ... গোপালের বন্ধু।

রাজবল্লভ বাবু ... ... গোপাল বাবুর প্রতিবেশী ভদ্রলোক।

রামশঙ্কর বাবু ... ... নবীনের শ্বশুর।

ধীরেন ... ... রামশঙ্কর বাবুর পুত্র।

সুরেন ... ... রাজবল্লভ বাবুর পুত্র।

রেধো ... ... রামশঙ্কর বাবুর চাকর।

ভদ্রলোকদ্বয়, চাটুয্যেমশাই, দাঁড়ী, মাঝি, নবীনের পিতা, নবীনের মাতুল, প্রতিবেশী, বরযাত্রীদ্বয়, সহচর, ইয়ার, ঘটক, বালক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সুশীলা ... ... রাম বাবুর কন্যা।

সুরবালা ... ... গোপাল বাবুর ভগ্নী।

হরসুন্দরী ... ... রাজবল্লভ বাবুর স্ত্রী।

বরদা ... ... রাম বাবুর দূরসম্পর্কে পিশি।

বামা ... ... ঐ

রাম বাবুর স্ত্রী, গোপালের মা, নবীনের মা, নবীনের দিদি, ঝি, রামশঙ্করের স্ত্রী, নবীনের স্ত্রী, নবীনের শালী, বয়স্যা ইত্যাদি।

কন্যাদায়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কলিকাতার রাজপথ।

গায়ক সম্প্রদায়ের প্রবেশ।

গীত।

তুফান্ ভারি তুফান্ ভারি
সামাল্ রে নেয়ে।
দেখে গোলমেলে ঝড় দিস্‌নে রে রড়্
সাম্‌নে থাক্ চেয়ে॥
শক্ত ধরিস্ হাল তোর অনেক রে জঞ্জাল্
টলিচিস্ কি, মরিচিস্ কি
রাখরে ঠিক্ দিয়ে।

(ঔ) তোর চড়ন্দার গুলো বোকে বোকেই মোলো
কেবল বাক্যি আর আছে কি
সব গেছে ফুরিয়ে ॥
শত্তুর শালা চোর লায়ের উপর তোর
টেঁকে আছে বসিয়ে।
কথা কথায় ছলে নিচ্চে কাঠ খুলে
তার বদলে কলে বলে
দিচ্চে উলু ছেয়ে ॥
এখন সমিস্তে ভারি শক্ত মাঝি গিরি
না সামলান, পাড়ী জমান
পাজীর মুখে ছাই দিয়ে ॥
গায়কগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য—গড়পার।

রাজবল্লভ বাবুর বাটীর উঠান।

সুরবালা ও অপর দুইটী বালিকা খেলাঘরে খেলা লইয়া ব্যাপৃতা।

(নেপথ্যে দরজার কড়া নাড়িতে নাড়িতে) "ওগো বাড়ীতে কে আছ গা" ?

সুরবালা। "যাচ্চি গো যাচ্চি" (ছুটে যাইয়া দ্বার উদ্ঘাটন)।

দ্বিতীয়া বালিকা। বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুটিয়া) "ও ঝি! বাইরে কে বাবু এসেছে" !

(বহির্দ্দেশ হইতে রাম বাবুর প্রবেশ)।

রামবাবু। (সুরবালাকে লক্ষ্য করিয়া) বেশ ফুটফুটে মেয়েটী ত! আরে পাগ্‌লী তুই কাদের মেয়ে গা? (সুরবালাকে ক্রোড়ে উথাপন; সুরবালা কুণ্ঠিত ভাবে নিরুত্তর)।

(রামবাবু স্বগত) আহা কি স্বর্গীয় ভাব! এ কচি মনে কি যে 'কিন্তু' হ'ল তা ওই জানে! নেচে নেচে হাসিতে হাসিতে এসে দ্বার খুলিল; আর কোলে লয়ে আদর কোরে জিজ্ঞাসা কচ্চি, এতে মার কথা নাই!

(প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা তুমি কথা কইতে শেখনি?

(অভ্যন্তর হইতে ঝির প্রবেশ)।

ঝি। (স্বগত) আর পারি না!

(প্রকাশ্যে) কাকে খোঁজ গা?

রামবাবু। বাবুর সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব গো!

ঝি। (বৈঠকখানার ছিগলীটা ঝনাৎ করে খুলে) বোসো।

২য় দৃশ্য—রাজবল্লভ বাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

হরসুন্দরী ও ঝি দণ্ডায়মান।

হরসুন্দরী। কে র‍্যা ঝি?

ঝি। সেই যে গো বোঁড়শে থেকে মাঝে মাঝে আসে!

হরসুন্দরী। সুরেণের বের কথা বুঝি?

ঝি। তা বৈ আর কি? যেমন মিনুষের গড়ন!

হরসুন্দরী। হ্যাঁ! আমার সুরেণকে ডেঙ্গো ডোক্‌লার ঘরে দেবো! আয়্‌লা সায়্‌লা হবে না! তেমন তত্ত্ব-তাবাস হবে না! ওতো আমি হ’তে দোবো না।

ঝি। হ্যাঁ মাঠাক্‌রুণ! তুমি একটু শক্ত হও, নইলে কর্ত্তার সঙ্গে পার্‌বে না।

হরসুন্দরী। ঢের ঢের কর্ত্তা দেখিচি, তুই নে!

ঝি। তোমার কিছু কত্তে হবে না, দেখ না আমিই ও মিন্‌ষেকে ভাগাচ্চি!

হরসুন্দরী। বামুনকে কি বলে এলি?

ঝি। বৈঠকখানা খুলে দিয়িচি, বোলেছি “বোসো”। আবার দু তিনবার ‘ও ঝি! ও ঝি!’ কোরেচে। এখন কর্ত্তাকে ডাকে কে?

হরসুন্দরী। তা একবার তামাক দিতে বোলিচিস্‌?

ঝি। তোমার দরকার হয় বলগে।

(খন্‌ খন্‌ করিতে করিতে ঝির প্রস্থান)।

হরসুন্দরী। মাগীটাও কিন্তু বড় বাড়্‌’য়েছে।

(হরসুন্দরীর গৃহমধ্যে প্রস্থান)।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বড় বাজারের ঘাট।

নৌকা প্রান্তে আসীন মাঝি ও একজন দাঁড়ী।

দাঁড়ী। গীত।

মা গো গঙ্গে অধম তারিণী
তার মা অধমে পাপ নাশিনী।
আমার দিন যে গেল, কোলে তোল,
ও মা শিব শির বিহারিণী।
আমি শুনে তোর কুল্ কুল্ রব, হই মা নীরব,
তনু হোক শব; রাখ কাছে আমায় জননী।
মা আমি তোর অবোধ ছেলে, মায়ে পেলে আর কাহারে চাহিনি।

(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) "ওরে এঁদের দুজনকে ডেকে নে!

(দুইজন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রবেশ)

মাঝি। আসুন মশাই আসুন! এই নৌকো।

প্রথম ভদ্রলোক। আর মশাই ভদ্রস্থ নাই!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। চাক্‌রি বাক্‌রির কথা আর বল্‌বেন না!

(উভয়ের নৌকা আরোহণ)

প্রথম ভদ্রলোক। পেটের ভাত গেঁঠের সোনা হ'য়ে উঠ্‌লো!

(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) "আর দুজন যাচ্চেন।"

মাঝি। এইদিকে এইদিকে মশাই!

(গোপাল বাবু ও নবীন বাবুর প্রবেশ)

নবীন। এখন নৌকায় উঠ্‌লে কতক্ষণে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান যাবে?

গোপাল। তার ঠিক কি? আগে লোক জমুগ, দশজন পুরো না হ'লে ত আর ছাড়বে না! ছাড়লেও দু ঘণ্টার বেশী হয় ত লাগ্‌বে। ভাঁটা প'ড়ে এল।

(উভয়ের নৌকারোহণ)

প্রথম ভদ্রলোক। (মাঝির প্রতি) তামাক সাজ্‌রে!

(দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রতি) না চাকরিতে আর সুখ নাই!

দাঁড়ি। এই টিকে ধরাচ্চি মশাই।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ও কথা আর কিছু বোল্‌বেন না। এখন মানে মানে পরিবারদের সকলকে এক মুঠা খেতে দিতে পাল্লে হয়!

প্রথম ভদ্রলোক। সাহেব ব্যাটারা ত এমনি হোয়েছে যে বাঙ্গালীকে "উকুন হ'লে নখে তুলে মারে"।

(নেপথ্যে) ওরে চাড়ুয্যে মশাই যচ্চেন।

(চাড়ুয্যে মশাইএর প্রবেশ ও নৌকারোহণ।)

চাড়ুয্যে মশাই। কিরে কত দেরি?

মাঝি। এই আর জন দুই তিন হোলেই হয়।

প্রথম ভদ্রলোক। সাহেবদেরই বা দোষ কি?

দিতীয় ঐ। কেন?

প্রথম। যে একদল সর্ব্বনেশে হুজুগে সম্প্রদায় উঠেছে !

দ্বিতীয়। সর্ব্বনেশে সম্প্রদায়ই বটে !

প্রথম। কেবল সাহেবদের খোঁচাবে। যাদের হাতে এক মুঠা খেতে পাবি ! তাদেরি দিবি খোঁচা ? তারা তোদের কে যে এত সইবে ?

দ্বিতীয়। ঠিক বলেচেন, "উদ্ খেতে খুদ্ নেই চাট্‌গেঁয়ে বরাৎ।"

প্রথম। হাঁ ! আরে তোর গাঁয়ের দুর্দ্দশা দেখ্‌গে ! কাহার দিনান্তে জোড়ে, কাহার বা জোড়ে না ! ছেলেদের দুধ যোগাতে না পেরে এরারুট খাইয়ে মানুষ কত্তে হচ্চে ! এল্, এ, বি, এ, পাশ কোরে ২৫৲ টাকার জন্য লালায়িত ! আর তুই যাস্ কিনা এজিটেশন (Agitation) কোত্তে ! কিনা গলাবাজি কোরে সাহেব-দের ভাগ'য়ে দিবি।

নবীন। এত রাগ কেন মশাই ?

গোপাল। আপনি আর কেন যোগ দেন ? দক্ষিণেশ্বরে আর এক দিনও গিয়াছিলেন নাকি ?

নবীন। হ্যা ! পরমহংস মহাশয়ের সহিত মাঝে মাঝে দেখা কোত্তে হোয়েছে বৈ কি ?

দ্বিতীয়। বাছাধনেরা টের পাবেন যখন দুটী একটী করিয়া কন্যা সন্তান জন্মাবে !

প্রথম। তাই বলি, কাজ নেই বাবা তোদের বুড়ো সা

বাপকে খাইয়ে। নিজেরা সংসার চালিয়ে আর নাকে কান্না না কেঁদে মেয়ে গুলোকে পার কোরে যাস্।

দ্বিতীয়। কত ধানে কত চাল্ যে দাঁড়’য়েছে তখন জান্তে পার্ব্বেন !

মাঝি। (হুঁকা লইয়া) নিন তামাক ইচ্ছে করুন্ মশাই।

প্রথম। (হুঁকা লইয়া) চাড়ুয্যে মশায় আসুন।

চাড়ুয্যে মশাই। না, ধরান না।

প্রথম। (দ্বিতীয়ের প্রতি) তবে আপনি ধরান।

চাড়ুয্যে মশাই। কাল, ক্রমেই শক্ত হয়ে আস্‌চে বটে !

দ্বিতীয়। এই সময় কি হাঙ্গাম হুজ্জুত গুলা করা ভাল ?

প্রথম। চাকরির বাজারটা ত একেবারে মাটি করে দিলে।

চাড়ুয্যে। কে ?

প্রথম। এই হুজুগে ব্যাটারা।

চাড়ুয্যে। এ অতি অন্যায় কথা হয়।

প্রথম। কিসে ?

চাড়ুয্যে। সকলেই এখন চাকরি প্রার্থী হোয়ে উঠ্‌ছে, কাজেই চাকরির বাজার গরম হোচ্ছে। আপনারা যখন চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখন কটা লোক লেখা পড়া জানতো ? মার্জ্জস্পেলিং পোড়েছে শুন্‌লে সাহেবরা তখন মোটা মাহিনার চাকরি দিত। কাজেই, কি করে ? অক্ষর পরিচয়ই অনেকের ছিল না। যাহাদের ছিল তাহাদের লইয়াই সাহেবরা কোন গতিকে কাজ চালাইয়া লইত। এখন ত আর সেকাল নেই ?

প্রথম। এখন আর কি কাল পোড়েছে ?

চাড়ুয্যে। এখন সকলেই লেখা পড়া শিখ্‌চে।

দ্বিতীয়। তাতে ত সকলি এসে গেল !

চাড়ুয্যে। ওকথা বল্‌বেন না। এখন ছেলেরা সভ্য হোয়েছে। নিজেদের পড়াশুনা লয়েই থাকে। সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল ভাব্‌তে শিখ্‌ছে। দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। তাদের বয়সে আমরা সব কি কোরে কাল কাট্‌'য়েছি একবার ভাবুন না ! যদি ভবিষ্যতে দেশের কিছু ভাল হবার আশা থাকে তবে নব্য সম্প্রদায়দিগের দ্বারাই হবে।

প্রথম। হাঁ ! ফুক্কুড়িতেই দেশ উদ্ধার হবে !

চাড়ুয্যে। সকলেই কি শুধু ফুক্কুড়ি করে ? তবে বাওয়াজীদের অনেককেই দেখা যায় বটে মুখে যত কাজে তত নন্ ! আপনি না বিবাহের কথা তুলেছিলেন ?

প্রথম। হাঁ বোল্‌ছিলাম যে মেয়ের বে দোবার সময় বাছাধনেরা টের পাবেন মজা !

চাড়ুয্যে। মুখে মুখে অনেক বাওয়াজীর কাছে শুনেছি "বিবাহে অর্থ গৃধ্নু হওয়া বড় পাপ" কিন্তু বিবাহের সময় উপস্থিত হোলে কেমন যে অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা হয়, কিছুতেই নিবারণ কোত্তে পারেন না। তখন ভাবেন বোকা হোলেই ঠক্‌তে হয় ! কাজেই শিয়ানা ছেলের মত নিজের বিবাহে টাকা কড়ী যাহাতে বরং কিছু বেশী

লাভ হয় তাহারি চেষ্টা করেন। ঈশ্বর করুন এদোষ যেন তাঁহাদের সম্প্রদায়গত না হয়।

দ্বিতীয়। তবেই দেখুন না, সুধু বাক্যের ঝুড়ি তৈয়ার হোচ্চে বৈত নয়!

চাড়ুয্যে। বিবাহে টাকা দেঁড়ে মুষে লওয়াতে শুধু ত ছেলেদেরই দোষ নয়, তাহাতে আমাদেরও দোষ আছে। ছেলে এক আধটা পাশ কোল্লে মনে মনে যেন "কার কি লব, কার কি লব" ভাবখানা এসে দাঁড়ায়! এইটাই হোয়েছে বিষম আপদ্!

দ্বিতীয়। আচ্ছা যেন আমাদেরই দোষ। কিন্তু বাবুরা ত প্রায় সকল কাজেই আমাদের ডোণ্টিকেয়ার্ কোরে দেন। ওটাতেও সেইরূপ কোল্লে ত কোত্তে পারেন!

চাড়ুয্যে। সে কথা অনেকটা ঠিক্। অনেক বাবাজীই এখন প্রাপ্ত বয়স্ক হোয়ে বিবাহ করেন। বেশ বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মায়, বুঝাইবার ক্ষমতাও জন্মায়, বিবাহের উদ্দেশ্য আদির কথা ২০০।৫০০ জানা হয় ও মুখে বলা হয়। কিন্তু নিজের বেলাই টাকা! তখন একেবারেই গোবেচারি। যেন বাপ মার কথা ঠেল্‌তে না পেরেই টাকার ঝুড়ির দিকে হুমড়ি খেয়ে পোড়্‌তে হোলো!

প্রথম। ঠিক্ বোলেচেন!

চাটুয্যে। হোক্। তাবলে কি চিরকালই এইরূপ থাক্‌বে? এখন কথাতেই বেশীর ভাগ উন্নতি দেখা যাচ্চে বটে, কখন কথায় কাজে সামঞ্জস্য হোতেও ত পারে! আমরা

যে সেকালে কথাতেও ছিলাম না, কাজেতেও ছিলাম না।

গোপাল। (নবীনের প্রতি জনান্তিকে) চাটুয্যেমশাই বেশ কথাগুলি কোচ্চেন না!

নবীন। (গোপালের প্রতি জনান্তিকে) Much can be said on both sides of the question.

প্রথম। কিহে মাঝি নৌকা ছাড়্‌বে না?

মাঝি। এই যে মশাই ছাড়ি। ঐ যে আরো তিন জন আস্‌চেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সন্ধ্যাকাল। বীডন গার্ডেন।

নবীন বাবু আসীন।

গীত।

না জানি কত প্রেম উথলিবে,
প্রেম পুতলি যবে 'নাথ! নাথ! নাথ!' কবে।
আনিবে প্রণয় রাশি, কবিত্ব মাথায়ে হাসি
রবে অক্ষয় পূর্ণিমা নিশি জীবনে।
রমণী সুখের খনি! যারেই করি প্রণয়িনী,
সেই মোরে সেই মোরে সুখ স্রোতে ভাসাবে।

গীত শেষ।

(গোপাল বাবুর প্রবেশ)।

Good evening গোপাল বাবু!

গোপাল বাবু। (নবীনের হস্ত ধারণ করিয়া) কতক্ষণ ?

নবীন। এই আস্‌চি। খানিকক্ষণ এখানে বোস্‌বেন্ ত ?

গোপাল। বোস্‌বো বৈকি (উপবেশন)।

নবীন। বেশীক্ষণ থাকা হবে না। একটু পরেই যেতে হবে। আবার Examine ঘুনিয়ে এল। What a pernicious system !

গোপাল। আপনাদের Associationএর খবর কি ?

নবীন। এবার Lecturer ছিলাম আমি। Subject ছিল National congress. But my poor self could not do full justice to so important a subject. Nevertheless it was a delight to have my humble voice raised in favour of an institution which is at once so grand and so useful in its nature.

গোপাল। আপনার Lecture খুব ভালই হোয়ে থাক্‌বে। কারণ আপনার ইংরাজী কথা বেশ আসে।

নবীন। Ilbert Billএর পর থেকে খুব agitationটা চোলেছে যাহোক্ !

গোপাল। হ্যাঁ !

নবীন। এবার Municipal Electionএর সময় আপনি খুব Interest নিয়ে ছিলেন যে শুনিছি।

গোপাল। ও সময় যে না কোল্লে নয় ! গ্রামের লোক Representative system কাকে বলে তাই জানে

না! এর উপর আবার ভুঁড়ো ভাঁড়া জন কতক মাথাল লোক আছেন তাঁদের ত কেবল চেষ্টা যে 'সাত চোরে মশারি বাঁটা' করেন। মহা মুস্কিল!

নবীন। হা হা! হা হা হা! বলেন কি?

গোপাল। এতে আর আশ্চর্য্য কি?

নবীন। আপনার Congress সম্বন্ধে Opinion কি?

গোপাল। উহাতে সম্পূর্ণ Sympathy আছে, কিন্তু—

নবীন। "কিন্তু" রাখেন যে?

গোপাল। Congress আমি ভাল বই মন্দ বলি না। কিন্তু আপনি রাগ কর্ব্বেন না আমার ভরসা নাই যে congressএর মুখপাত্র বাঙ্গালী ভায়াদের এ উৎসাহ স্থায়ী হবে।

নবীন। আপনার এ বিশ্বাস বড় Erroneous. বলেন কি! সমুদায় Rising generation এই বিষয় লয়ে মেতে উঠেছে, আর ইহার কোন Effect হবে না? Anti-corn Law Leagueএর কথা জানেন ত? Perseverenceএ না হয় কি মশায়?

গোপাল। ঈশ্বর করুন সুফলই হউক। আশাও ত তাই! কিন্তু সেদিনকার চল্‌তি নৌকার কথা মনে পড়ে?

নবীন। বুড়োদের কথা ছেড়ে দিন।

গোপাল। কেন কথাগুলো কি বড় তেতো লেগেছিল?

নবীন। শেষে যিনি কথা কইলেন তাঁকেই একটু Sensible বলা যায় বটে।

গোপাল। বাস্তবিক তাঁর কথাগুলি যেন প্রাণে লাগে। আমাদের উন্নতির মধ্যে যে কেবল ফাকিই বাড়্‌ছে তাহাতে আর কি কিছু ভুল আছে ?

নবীন। ও কথা বোলবেন না। এখন কাজে উন্নতি হচ্চে।

গোপাল। কিসে ?

নবীন। এই Congress হচ্চে ! Public service commission বসে গেছে ! Legislative councilএর Reform করবার জন্য তুমুল কাণ্ড চলেছে ! বিলাতের ভিতর Indian question সব নিয়ে Lecture দেওয়া হোচ্চে ! আর চান্‌ কি ?

গোপাল। তা বৈকি ? অভাব আর কিছুই থাক্‌বে না ! সুধু যা এক দুঃখ থাক্‌বে অন্ন বস্ত্রের ! ঢের Battery বসান হোচ্চে Electric light বানান হবে। আর সূর্য্য দেবকে আলো দোবার জন্য কষ্ট পেতে হবে না !

নবীন। আপনি কি একেবারে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চান্‌ নাকি ? একে একে হোচ্চে।

গোপাল। হোতে ত কিছু দেখ্‌লাম না মশায়। হ্যাঁ যদি National congress successful হয় তবে কতকটা কাজ হোতে পারে বটে। আর যদি Bengal Banking corporationএর মত হয় তবেই ত গিয়াছি !

নবীন। Bengal Banking corporation Schemeটার Failure হোলো তাতে আর বিশেষ কি এসে গেল ?

গোপাল। ওকথা বোলবেন না নবীন বাবু ! একটা

National Enterprise এত সব উপযুক্ত লোকের দ্বারা supported হোয়ে শেষে Total failure!

নবীন। সকল Nationএর Historyতেই অমন failureএর কথা পাওয়া যায়। South Sea Bubble কি হোলো?

গোপাল। তুল্য মূল্য বটে! ঐ বুদ্ধি অনুসারে ছুরিকা খণ্ডকে তরবারি ফলকের স্বরূপ স্থির করিয়া আপনার Congressionistদের উচিত Arms Actএর বিপক্ষে একটীও কথা না বলা।

নবীন। Banking corporationটা থাকা উচিত ছিল বটে।

গোপাল। বলেন কি! বাঙ্গালার আশা, ভরসা, মাথাল লোকের হাতে বিশ্বাস কোরে কত লোক কত টাকা রাখিল। শেষে একটা পয়সা ফেরত পেলে না! বাঙ্গালার ত এক চির কলঙ্ক আছে বাঙ্গালী Joint Stock company খুল্‌তে পারে না। পারে না, তার কারণ কি? বিশ্বাস বড়ই কম। আর দরিদ্র বলিয়া সঙ্কীর্ণ মন। তাহার উপর কাজ শেখে না, জানে না, অথচ একেবারে কাজের লোক হোয়ে বস্‌তে চায়!

নবীন। তাই বটে।

গোপাল। দুশ Joint Stock Company উঠিয়া যাক্ তাতে আমি তত ক্ষতি মনে করি না। কিন্তু এমন একটা কাজে ছেলেমানুষি হোলে বড়ই আক্ষেপ হয়।

নবীন। আক্ষেপের কথাত বটেই।

গোপাল। Bengal Banking Corporation Fail হওয়াতে সমস্ত বাঙ্গালায় একটা আঘাত লাগিয়াছে। প্রথম থেকে Corporationএ যাঁহাদের নাম ছিল তাঁহাদের অপেক্ষা বিশ্বাসের পাত্র আর কোথায় পাবেন? তাঁহাদের নিকটও টাকা জমা রাখিয়া যদি এক পয়সা ফিরিল না তবে আর Public faith, created হয় কি কোরে?

নবীন। Managerরা হয় ত বড়ই Lightly বিষয়টা ভাবিয়াছিলেন। হয় ত তাঁহারা বোঝেন নি Banking Corporation সুধু যে একটা Enterprise তা নয়। ইহা Nationএর একটা Trainingএর স্বরূপ হইত।

গোপাল। আমি একথা বলিনা যে গোড়াগুড়ি তাঁহাদের ঠকাইবার মতলব ছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে নিজের সর্ব্বস্বান্ত কোরেও বিশ্বস্ত দিগের অর্থরক্ষা কোর্ব্বে এরূপ ভাবে কর্ত্তাদের কেহই কার্য্য করেন নি। আপৎকালে 'কাজ নাই, প্রাণ বড় ধন' বলিয়া যাঁহারা সরিয়া পড়িবেন তাঁহাদের আর Public spirit কেন? সকল Agitator মহাশয়ই যদি মনে মনে 'যা শত্রু পরে পরে' ভাব গোপন রেখে Experiment কোত্তে বসেন তা হলে ত উন্নতি এগ্'য়ে এসেছে! সাধারণের বিশ্বাস জন্মান কি জোর করে বা Lecture দিয়ে ঘটে?

নবীন। গোপাল বাবু ও Pointএ ঢের Discussion চোল্‌তে পারে। আপনি যা বলেন কতকটা Truism বটে!

গোপাল। যা মুখে বলা যায় তা কাজে কোরে না দেখালে লোকে শুনবে কেন?

নবীন। হাঁ!!!

গোপাল। এই বিবাহের কথাতেই দেখুন না। কত শিয়ানা ছেলের সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। 'বিবাহে অর্থগৃধ্নু হওয়া বড় অন্যায়' এ কথা যেখানে সেখানে। কিন্তু নিজের বিবাহের সময় আসিলেই আর কাজে কথায় মেলে না।

নবীন। আচ্ছা গোপল বাবু! বিবাহে টাকার কামড়টা যে বাড়্‌ছে ইহাতে কি কেবল বর পক্ষেরই দোষ?

গোপাল। আমি এমন কথা বলি না। বর পক্ষীয়েরা ভদ্র-ব্যবহার করেন জানিতে পারিলে অনেক কন্যাকর্ত্তাও ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেন।

নবীন। Hindu Law তে কন্যা ত পিতার বিষয়ের কোন ভাগই পায় না! এক বিবাহের সময় কন্যা যাহা কিছু আদায় করিল তাহাই তাহার চূড়ান্ত লাভ!

গোপাল। সে কথা ঠিক! পুত্র ও কন্যার প্রতি অসদৃশ ব্যবহার করাই আমাদের সমাজের এক বিষম রোগ। কন্যা-দায়ের কথা ভুলিয়া যাঁহারা 'হা হতোস্মি' করেন বাস্তবিক তাঁহাদের অনেকের মনের ভাব এই যে, কন্যার বিবাহে যে অর্থ ব্যয়টা হইল সেটা অতি অপাত্রেই পড়িল।

নবীন। তবেই দেখুন না বরপক্ষীয়েরা জোর করে আদায় না করিলে কন্যার অবস্থা কত শোচনীয় হয়!

গোপাল। অধিকাংশ স্থলে কিন্তু জোরের মাত্রা অত্যধিক

বাড়িয়া যায়। তাই সমাজে 'প্রাণ যায়'! 'প্রাণ যায়'! শব্দ।

নবীন। কন্যার বিবাহে অবস্থোচিত খরচ পত্র করিতেও কি ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ রাজী হয়? এক পয়সা খরচ করিতে হইলেও চীৎকার, আর দশ টাকা খরচ করিতে হইলেও চীৎকার! সুতরাং 'প্রাণ যায় শব্দ' অবশ্যম্ভাবী! তাহার ভয়ে আর বরকর্ত্তার মিছে ঠকা কেন?

গোপাল। নবীন বাবু! বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা বলিয়া আমরা যে ভেদ করিতেছি সেইটাই বোধ হয় ভুল হইতেছে!

নবীন। কেন?

গোপাল। কন্যাকর্ত্তা সাজিয়া অবস্থোচিত খরচ পত্র না করিবার প্রবৃত্তি যে নীচতার এক দিককার পরিচয়, বরকর্ত্তা সাজিয়া ভাবী বৈবাহিককে অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করাইবার প্রবৃত্তি সেই নীচতারই অপর দিককার পরিচয়। একই লোক কখনও কন্যাকর্ত্তা আর কখনও বা বরকর্ত্তা হইতেছে না কি? আমাদেরই মধ্যে ত কাহার কন্যা জন্মাইলে সেই কন্যাকর্ত্তা হইয়া উঠিব, এবং কাহার পুত্র জন্মাইলে সেই বরকর্ত্তা সাজিব এবং পরস্পর পরস্পরের নীচতা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

নবীন—Mutual sympathy নাই!

গোপাল—তবেই ত, যে জাতি মধ্যে অভদ্রতা ও নীচতা এত প্রবল, তাহার আবার কোন Progress হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া মনে করা কি একটী মস্ত ভুল নয়?

নবীন—তা বোলে Improvement হবে না নাকি? চেষ্টা করাত চাই!

গোপাল—শিক্ষিত যুবকেরাও যদি কার্য্যতঃ কেবল ফক্কোড় হইলেন, তবে চেষ্টাটা কি মুখের কথায় হইলেই যথেষ্ট হইল?

নবীন—কাজে কি কিছুই হোচ্চে না? এই Female Education আরম্ভ হইয়াছে, ইহা হইতেই ক্রমে দেখিবেন কি অবস্থান্তর হয়!

গোপাল—হাঁ! কন্যার Education না হইবার দরুণ বাঁটা ধরিয়া লইলে, আর Educated young men টাকার লোভে বড়মানুষের বাড়ীর মানিনীদের ঘরে আনিবার চেষ্টায় ফিরিলেই Female Educationএ খুব একটা Impetus দেওয়া হইল!

নবীন। (স্বগত) আমার বড়মানুষের বাড়ী সম্বন্ধ হোচ্চে গোপাল বাবু কি শুনেচেন নাকি? তা বলে কে ঠকে বল!

(প্রকাশ্যে) অনেক রাত হোলো! এই বার যাওয়া যাক।

(প্রস্থান।)

গোপাল। (স্বগত) নবীনও বাগ্‌লো না। যাক্ এর ফল ভুগতে হবে। টাকার লোভে কি বিবাহেই উদ্যোগী হোয়েচেন! গান হইতেছিল কি? "রমণী সুখের খনি যারেই করি প্রণয়িণী"! যারে তারে প্রণয়িণী করিলেই যদি সুখের সংসার হইত তাহা হইলে আর বর্ত্তমান

বঙ্গসমাজে ঘরে ঘরে হা হুতাশ শুনিতে হইত না। ভাল বধূটী ঘরে আনিব এ ইচ্ছা থাকিলে অত অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে চলে না। ধনের অপেক্ষা গুণের আদর অধিক করিতে শিখিতে হয়!

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য—রামশঙ্কর বাবুর বাটী—বিবাহ সভা।

বরবেশে নবীন বাবু আসীন।

নবীনের পিতা, মাতুল, ভাবী শ্বশুর ও জনৈক প্রতিবেশী।

শ্বশুর। আপনাদের আসিবার সময় কোন বাধা বিঘ্ন ত হয় নাই?

পিতা। না, ঈশ্বরেচ্ছায় এখন নির্ব্বিঘ্নে বিবাহটা সম্পন্ন হইলেই হয়।

শ্বশুর। বরযাত্রী যত গুলি আসিবার কথা ছিল সকলে এসে পৌছান নাই ত?

মাতুল। সব ক্রমে ক্রমে আস্‌চেন। আপনার পাছে বেশী খরচ হয় সেই ভয়ে তবু অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই।

প্রতিবেশী। বোঝার উপর শাকের আঁটিটা চাপালে আর বেশী উৎপীড়ন কি হইত?

পিতা। উৎপীড়ন মনে হোলে এখনো ত তার পন্থা আছে।

প্রতিবেশী। পন্থা আর ক্রমে থাক্‌চে কৈ?

মাতুল। তবে চুপ দিয়ে যান। এখন ত আর গডাচরের বে নয় যে সুপুরি দক্ষিণেতে সারা হবে?

প্রতিবেশী। না, না, এখন শ্রীল শ্রীযুক্ত বাণীযুক্ত অধমতারণ অনন্যশরণ কলেজ-ভুষণের বিয়ে। তাই যেন হো'ল, তা বোলে ত আর মায়া রাক্ষসের মায়া কান্না কাণ পেতে শোনা যায় না।

পিতা। কি গো বাবু! তোমাদের দেশে ছেলের বে দিতে এসে কি অপমান হব নাকি?

শ্বশুর। আমি কি কোর্ব্ব বলুন। আমি ত এসব ভদ্র-লোককেও নিমন্ত্রণ করে এনেছি, তবে এঁরা আমার বাড়ী এসেছেন। আমার কি সাধ্য যে কাঁহাকে কিছু বলি?

প্রতিবেশী। অপমানটা কিসে হোল, কথার বুঝি জবাব দেবার নাম অপমান করা!

মাতুল। (নবীনের পিতার প্রতি) বুঝতে পাচ্চেন না। পাড়াগেঁয়ে লোকে ত আর পাশ ফাসের ধার ধারে না। লেখা পড়ার মর্য্যাদাও জানে না। তাই দুতিন হাজার টাকা খরচ কত্তে হোলেই হাঁপ্‌য়ে সারা হয়!

প্রতিবেশী। লেখাপড়ার মর্য্যাদা জানুগ না জানুগ পাশের কদরটা পাড়াগাঁয়েই বজায় রেখেচে!

পিতা। রাখ্‌বার দরকার?

শ্বশুর। যাক্ ও সব কথা এখন ছেড়ে দিন, কথা বাড়ালেই কথা বাড়ে। লগ্ন হোয়ে এল, অনুমতি করুন কন্যাকে পাত্রস্থ করা হউক।

নবীন। মামা একবার এদিকে আসুন।

মাতুল। কেন বাবা! তোমার Class friendরা সব এসে পৌছায় আর কি? (নবীনের নিকট গমন)

নবীন। (জনান্তিকে) ফাঁকি দেবে নাত? টাকা কড়ি যে এখনও উপস্থিত করেনি!

মাতুল। (জনান্তিকে) টাকা গুনে নিয়ে তবে বর উঠাতে দেব, অমনি নাকি?

নবীন। আচ্ছা এখন যান।

পিতা। কত বাজ্‌লো?

মাতুল। কেন বাজ্‌বার খবর কেন?

পিতা। না, এই যে লগ্ন হোয়ে এল বোল্‌চেন তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

মাতুল। এখনি লগ্নের কি? এখনো টাকা কড়ি জিনিষ পত্র কিছুই সভাস্থ করা হয়নি, এখনি পাত্রস্থ করবার কথা কেন?

শ্বশুর। এ্যাঁ!!

প্রতিবেশী। পাড়াগেঁয়ে লোকেরা এখনো এত জুচ্চুরি শেখেনি, ফর্দ্দের সব মিল্‌য়ে পাবেন এখন! ভয় নেই!

পিতা। বেশ ত সব ব্যবস্থা মত হোলেই ত ভাল! ভয় ভরসার কথা ত কিছুই হয় নাই, আপনি রাগেন কেন?

প্রতিবেশী। কথাটা বড় সোজা হোয়েছে! টাকা হাজির করা হয়নি ত লগ্নের কথা কেন? এ কোন্ দেশী ভদ্রতা?

মাতুল। আপনি সকল তাইতে কথা কন্ কেন? আমাদের আপনা আপনি বোঝা পড়া হোচ্চে আর পাঁচ জনের মাথা ব্যথা কেন?

প্রতিবেশী। লোকের জানা উচিত এ সকল কর্ম্ম সামাজিক কাজ!

শ্বশুর। (প্রতিবেশীর প্রতি) কাজ কি ভায়া আর কথা বাড়িয়ে? তুমি একবার বাড়ীর ভেতর যাও টাকা কটা একটা থালা কোরে আন্তে বল, আর সব জিনিষ পত্র সভায় শীঘ্র শীঘ্র পাঠ্য়ে দাও। (প্রতিবেশীর প্রস্থান)

মাতুল। আগেই ত বোলেছিলুম যে কুটুম্বিতায় সুখ হবে না!

শ্বশুর। পরে কে কি বলে বোলে আমার উপর চোট্‌লে হবে কেন?

নবীন। (স্বগত) যাহোগ্ শ্বশুর ব্যাটা খুব clever chap!

মাতুল। কন্যাকর্ত্তাকে সকল দিক সাম্‌লে চোল্‌তে হয়।

শ্বশুর। অসামাল্ কি এখনো হোয়েছি?

মাতুল। যাক্ কথায় বলে, লাখ্ কথা না হোলে বে হয় না।

শ্বশুর। তা বৈ কি।

মাতুল। কত টাকা আন্‌তে হবে বলে দিলেন না?

শ্বশুর। (স্বগত) এ্যাঁ!!!

(প্রকাশ্যে) না উনি জানেন যে হাজার টাকার কথা আছে।

পিতা।' সেকি কথা ?

শ্বশুর। কেন তাইত কথা আছে! (ট্যাঁক হইতে ফর্দ্দ বাহির করিয়া পাঠ) "নগদ টাকা হাজার এক।"

পিতা। তাই বলুন! শুধু হাজার বোল্‌ছিলেন যে ?

শ্বশুর। তাই হোক। এক টাকার ভুল! সর্ব্ব রক্ষে!!

মাতুল। আহা, হাজার টাকা বোল্‌লে যে ছেলের অকল্যাণ হয়! জোড়া টাকা কি এসব কর্ম্মে নাম কোর্ত্তে আছে ?

নবীন। (স্বগত) মামাও ফেলা যান্ না!

শ্বশুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শাস্ত্র বাক্যটা একে বারেই ভুলে গিয়েছিলাম!

(প্রতিবেশীর পুনঃ প্রবেশ)

শ্বশুর। কি ভায়া সব প্রস্তুত ত ?

প্রতিবেশী। হ্যাঁ! একবার এখন বরকর্ত্তা দেখে শুনে নিয়ে অনুমতি দিলেই হয়।

পিতা। দেখে শুনে আবার নোয়া কি ?

মাতুল। ভাল কথা, সে কথাটা বলা হোয়েছে ?

প্রতিবেশী। আবার কি কথা ?

মাতুল। ফর্দ্দের ভিতর একটা ভুল হোয়েছে ?

শ্বশুর। এখন এমন সব অন্যায় কথা উপস্থিত কোল্লে চল্‌বে কেন ?

প্রতিবেশী। কি কথাটাই শুনা যাক্ না ?

পিতা। কথাটা সামান্য। যে এত ব্যয় কোত্তে বোসেছে তার পক্ষে সেটা কিছুই নয়!

প্রতিবেশী। অত যদি সামান্য তবে আপনাদের সেটা উত্থাপন করাই উচিত হয় না। লওয়া ত ঢের হোলো! আর কেন?

পিতা। তা হয় না, সে কথা রদ্ হবার যো নাই!

প্রতিবেশী। কেন বেদ বাক্যি নাকি?

পিতা। বেদ বাক্যের চেয়েও বেশী, ব্রহ্ম বাক্যের চেয়েও বেশী। ছেলের গর্ব্ভধারিনীর নিজের আবদার।

প্রতিবেশী। ও বাবা! রত্নগর্ব্ভার আবদার! তবে ডাক্ ছেড়ে পলাতে হয় বলুন।

মাতুল। আপনার যেরূপ কথা বার্ত্তা গোড়াগুড়ি শুন্‌চি, আপনি হোলে নিশ্চয়ই ডাক্‌ছেড়ে পলাতেন বটে! রামশঙ্কর বাবু এত দিচ্চেন, আর কখানা দান সামগ্রী রূপার কোরে দিতে পারেন না?

প্রতিবেশী। (জোড়হাতে) মাপ কোর্ব্বেন মশাই! রামশঙ্কর বাবু আমাদের—কি বলে? আর টেনে তুইবেন না।

মাতুল। আপনার কেন মাথা ব্যথা?

শ্বশুর। কি আশ্চর্য্য, এমন কোরে পীড়ন কোল্লে চল্‌বে কেন? সম্বন্ধের সময় ত বল্লেই হ'ত, তা হোলে আমি বুঝ্‌তুম যে পার্ব্বো কি না?

পিতা। এ আর কি বেশী কথা? পার্ব্বেন এখন দেখুন না।

শ্বশুর। এযে ভারি অন্যায়!

মাতুল। তা আর কি হবে বলুন?

প্রতিবেশী। কি হবে? চালাকি নাকি?

মাতুল। চোখ রাঙ্গানর কি ধার ধারি ?

প্রতিবেশী। ভদ্রের সঙ্গে ভদ্রতা কর্ত্তে হয়। অভদ্রের সঙ্গে কি আস্তে কথা চলে ?

মাতুল। 'অভদ্র'! 'অভদ্র'! আমরা কি ছেলের বেতে অপমান হোতে এসেছি নাকি ? নবীন! ওঠ, কাজ নেই এমন ছোট লোকের গ্রামে বিয়ে করে।

প্রতিবেশী। বরকে উঠ্য়ে নে যাওনা দেখি! ভদ্রতা কাকে বলে একবার শিখ্য়ে দি! রেধো! সদর দরজাটা বন্দ কর্‌তো।

মাতুল। মার্‌বে নাকি ?

প্রতিবেশী। না রেৎ কোর্ব্বে ? বর্‌কে ওঠাও দেখি ? এক এক জনকে থামে বাঁধ্‌বো, আর বর্‌কে তুলে নে গে বে দেবো! আর এক পয়সা দেব না!

মাতুল। (দরজাভিমুখী হইয়া) হাঁ! আচ্ছা! "পুলীশ!" "পুলীশ!" মেরে ফেল্লেরে! বাবারে! গুমী খুন! পুলীশ! পুলীশ!

নবীন। (স্বগতঃ) এ!! ক্রমে যে ভারি Bitter হোয়ে উঠ্‌লো!

প্রতিবেশী। রোধো শীঘ্র বামুনের মুখটা বেঁধে ফেল্‌তো ?

(রেধোর সসজ্জ প্রবেশ)

মাতুল। মেরে ফেল্লেরে বাবা ও পুলীশ!!

শ্বশুর। (রেধোর প্রতি) তুই ব্যাটা সত্যি সত্যি যে এলি যা নিজের কাজ দেখ্‌গে।

(প্রতিবেশীর প্রতি জনান্তিকে) আর কাজ নাই ভায়া। আর, ওদেরি সঙ্গে ত এর পর কুটুম্বিতে কত্তে হবে!

প্রতিবেশী। (জনান্তিকে) রূপার দান সামগ্রী কি তবে দিতে হবে নাকি?

শ্বশুর। (জনান্তিকে) আর সামান্য বিষয়ের জন্য মিছা মিছি কেলেঙ্কারি ভাল দেখায় না! শ্যাম বাবুর বাড়ীতে বোধ হয় এক প্রস্তুত রূপার বাসন আছে। সেইটা আনাইয়া দাও।

প্রতিবেশী। আচ্ছা যাই কিন্তু কথাটা ভাল হোল না!

শ্বশুর। (মাতুলের প্রতি) আর চেঁচামেচি কর্ব্বেন না লোকে বোল্‌বে কি? আমার ঘাট হোয়েচে। আপনারা থামুন। রূপার দান সামগ্রী না হোলেই নয়? ত হবে। তা আর কি কোর্ব্ব?

পিতা। দেখ দেখি ভদ্রলোকের কথা!

মতুল। আহা! কন্যাকর্ত্তার ত কোন দোষ নাই! যত এই পাঁচ ব্যাটা ফোড়েতেই ত সর্ব্বনাশ পাকায়!

শ্বশুর। আর ত কোন আপত্তি নাই?

পিতা। আপত্তিই বা হোয়েছে কবে? আপনার জামাই, আপনার মেয়ে, স্বচ্ছন্দে নে যান।

মাতুল। এমন জামাই কিন্তু কার হবে না! রাম বাবু! কাচের দামে কাঞ্চন পেলেন! জিত আপনারি!

শ্বশুর। তা বৈ কি?

নবীন। (স্বগতঃ) "পাঁটা বেচা" In the true sense of

the term! দর হোয়েচে এই বার পাঁটা উঠলেন! এত গড়াবে তা ভাবিনি!

২য় দৃশ্য বিবাহান্তে কন্যোৎসর্গের দালান।

একটী মাত্র প্রদীপের আলোকে আলোকিত।

নবীনের পিতা, মাতুল ও দুইজন বরযাত্রী আসীন।

মাতুল। কেমন মজাটা করা গেছে!

পিতা। আমি ভাবিলাম এইরে গড়ায় বা!

১ম বরযাত্রী। গড়াবার বাকিই বা রৈল কি?

পিতা। এমন বকাবকি সকলের বেতেই হয়!

২য় বরযাত্রী। সে যা হোক, সব আলো গুলো নিয়ে গিয়ে একটা পিদিম্ বস্য়ে দে গেল। কেন বল দেখি?

১ম বরযত্রী। আহা ভাব খানা বুঝ্তে পাল্লে না? তোমাদের টাকা কড়ি সব মিল্য়ে ত পেলে; আর কিসের সম্পর্ক!

২য় বরযাত্রী। কন্যাকর্ত্তার এ কাজটা ভাল হয় নি।

মাতুল। কন্যাকর্ত্তার কি দোষ, পাঁচ ব্যটাতেই ত খেলে!

পিতা। রামশঙ্কর বাবু কিন্তু অতি ভদ্রলোক!

মাতুল। ভদ্রলোক ত বটেই!—

১ম বরযাত্রী। যদি ভদ্রলোক বোলেই ঠিক হোলো। তবে ভদ্রলোকের বাড়ী এসে এমন ঢলান কেন!

মাতুল। আ হে! 'বে ফুরুলে ছাঁদলায় লাথি!' এই সময় যা টেনে টুনে নোয়া যায়!

২য় বরযাত্রী। যাক্ এখন তোমাদের টানাটানিতে "উলু খড়্কের প্রাণ যায়"! যে গতিক দেখ্‌চি, আজকে রাত্রে এসে কেউ শোবার টোবার কথা জিগ্যেস্ কোর্ব্বে তাত আর বোধ হয় না।

১ম বরযত্রী। খুব জব্দটা কোল্লে যা হোক্।

২য় বরযাত্রী। এতেই ত বলে "ঘরের শত্রু হয় যে বরযাত্রী যায় সে"।

মাতুল। ভারি ত জব্দ? আরো হাজার টাকা ঢেলে দিয়ে গিয়ে এ পিদিমটাও নিব্‌য়ে দে যাক না!

পিতা। যা বোলেছ!

১ম বরযাত্রী। সে যেন হোলো; কিন্তু আমাদের এ "বেঁধে মারে না সয় ভাল "কেন বল দেখি?

২য় বরযাত্রী। বাবারে বাবা! যত কলাবুনে, বাঁশবুনে মশা এসে মনের সাধে হুল্ ফোটাচ্চে। বাজ্‌ল কত?

১ম বরযত্রী। একটা বেজে গেছে দুটো বাজে।

২য় বরযাত্রী। তবে একটু মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে চোকটা বুজলে যে হোত।

পিতা। আর এখন কি ঘুম হবে?

মাতুল। হোতে পারে, একটু শোয়াই যাক্!

পিতা। শুলে যদি ঘুম আসে? সুমুখে এ টাকা গুলো রোয়েছে।

১ম বরযাত্রী। আপনারা টাকা আগুলে বসে থাকুন আমরা এই খানেই একটু গড়াই। (পতন ও নিদ্রা)

মাতুল—"দ্যাখ ভায়া একটা গোল কিন্তু রোয়ে গ্যাল!

পিতা—কি গোল্?

মাতুল—সোনার গহনা কখানা একবার ওজন কোরে আর কোষে নিলে হোত!

পিতা—সঙ্গে এক ব্যাটা স্যাগ্‌রাকে বরযাত্রী সাজায়ে আন্‌তে যদি বোল্‌তে?

মাতুল—আমি যে দিক্‌টা না দেখ্‌বো তা আর ত হবে না।

পিতা—দ্যাখ! কাল সকালে যদি কোন রকম বুদ্ধি যোগাতে পার?

মাতুল। দ্যাখা যাক্ এখন আমারও যে চোক ঢুলে আস্‌চে!

পিতা। তবেই ত কি করা যায়?

মাতুল। এক কর্ম্ম করা যাক্! টাকা গুলা চাদরে বেঁধে সেইটাকেই বালিশের মতন কোরে দুজনে মাথা দিয়ে শোয়া যাক্।

পিতা। আচ্ছা তাই কর।

মাতুল। (চাদর বিছাইতে বিছাইতে) তাই কি ছাই একটা পাত্রে কোরে দিয়েছে? মান পাতে কোরে কাঁড়ি কোরেছে! এক খানাও নোট নেই। তাই না হয় সব টাকা দে! তা নয় পয়সাইত ঝুড়ি ৩।৪ দিয়াছে। এ সব সেই শালার পরামর্শ!

পিতা। তুমি না বোল্‌ছিলে যে মানপাতায় কেন দিচ্চেন?

মাতুল। শালা বোল্লে "আপনারা টাকা পয়সা ভালবাসেন, তাই দেওয়া হোলো। আবার পাত্রে কেন?

পিতা। আমি বলি আবার বা ঝগড়া বাঁধাও!

মাতুল। তায় খুব ঠিক আছি! সব আদায় ত হোয়ে গেছে। আর ঘাঁটাতে যাব কেন?

পিতা। খুব মজাটা কোরেছ যাহোক!

মাতুল। অমন না হোলে কি এ ক্ষেত্রে আদায় হয়!

পিতা। চাদর ত বিছুলে এখন কি করে তুলবে?

মাতুল। কেন গুনে গুনে তোলা যাক না?

পিতা। উঁ! হুঁ! তা হলে কেবল শব্দ হবে, যদি কেউ শোনে ত বল্‌বে 'সমস্ত রাত্রি ধরে এরা টাকা গুনেছে'।

মাতুল। মিছে নয়! তবে পাতা খানা আস্তে আস্তে তুলে চাদরের উপর রাখা যাক।

পিতা। আচ্ছা এস দেখি। (উত্থাপন উদ্যোগ)

মাতুল। কিন্তু ঠকা গেছে।

পিতা। কেন?

মাতুল। আরো একটু মোড় দিলে আরো কিছু জেয়দা হোতে পাত্তো।

পিতা। বটে?

মাতুল। ও দিকটা ধোরেচেন ত?

পিতা। হাঁ!

মাতুল। উঠান্। (উত্থাপন ও পত্র ছিন্ন হইয়া টাকা পয়সা ঝনৎকার শব্দে পতন)।

(নেপথ্যে উগ্ররব) মিলা হায়। মিলা হায় হো!

(রেধোর বেগে প্রবেশ)

রেধো। সর্ব্বনাশ কোল্লেন মশাই! ডাকাত পোল্লো। টাকা সাবধান করুন।

(রেধোর বেগে প্রস্থান)

মাতুল। ও রাধু ও রাধু! আমাদের একা ফেলে যেওনা বাবা।

পিতা। কেন মোত্তে একেবারে তুল্‌তে গেলুম এঁ্যা!

(পিতা ও মাতুলের রেধোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

প্রতিবেশী ও জনৈক সহচরের ছদ্মবেশে আগমন।

প্রতিবেশী। বান্দো, পাক্‌ড়ো, মু'মে কাপড়া দেকে চাপো!

সহচর। আর হিন্দি বাতে কাজ নেই, কাজ এক হাঁকেই হাসিল হোয়েছে। আর কেন এই দুই ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙ্গাও!

প্রতিবেশী। আহা একটা মশারি আনাইয়া টাঙ্গাইয়া দে যেয়ো।

সহচর। তা হবে। এখন টাকা গুলোর কি উপায় কোর্ব্বে?

প্রতিবেশী। (দুইটা থলিয়া বাহির করিয়া) একটা থলেতে টাকা গুলো, অপরটায় পয়সা গুলো রাখ। চল এখন নিয়ে যায়ওয়া যাক্। কাল সকালে দেওয়া যাবে।

সহচর। খুব মজাটা হোয়েচে!

প্রতিবেশী। এমন না কোল্লে মানুষ গুলা শোয়ও না যে!

সহচর। তুমি যে না শোয়ার যোগাড় কোরে দিলে!

প্রতিবেশী। জোগাড় ঠিক হোয়েছে। রেখো গিয়ে একবারে মধুবাবুর বাড়ী গিয়ে থাম্‌বে, সে খানে আগেই সব উদ্যোগ করে দিয়ে এসেছি।

সহচর। কিন্তু ঘুমের দফা রফা!

প্রতিবেশী। এখানে থাকলেও যত ঘুম হোত সেখানে থাকলেও তত ঘুম হ'বে।

সহচর। আর ডাকাত বেশে কাজ নাই চল যাওয়া যাক।

প্রতিবেশী। এ ডাকাতের হাতে বামুনদের টাকা গুলো গেল না, কিন্তু শীঘ্রই দোসরা ডাকাতের হাতে যেতে হবে। বে করা টাকা কি আর থাকে?

সহচর। তোমার কিন্তু ভারি রাগ?

প্রতিবেশী। সাধে হয়।

সহচর। থোলে দুটো কার ঘরে থাকবে?

প্রতিবেশী। যে বুদ্ধি বলে লাভ কোল্লে। (থলিয়া গ্রহণ)

সহচর। সাধে বলে "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা"?

প্রতিবেশী। ইতি শ্রীবিবাহ পর্ব্বে অর্থ প্রাপ্তি কাণ্ডাভিনয় সমাপ্ত।

সহচর। এখন চলা হোগ; একটা মশারি নিয়ে এসে এঁদের টাঙ্গাইয়া দিতে বলি।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বোঁড়শে বেহালা, রাস্তার চৌমাথা।

পাড়ার বামা পিশি দণ্ডায়মানা।

বামা। যাই সইএর বাড়ী একবার বেড়ুয়ে আসি। (দূরে বরদা সুন্দরীকে আসিতে দেখিয়া) এই যে সই আস্‌চে তবে আর যাব না।

বরদাসুন্দরীর প্রবেশ।

বরদা। কি গো সই যে! কোথাও যাচ্ছ নাকি?

বামা। সই এখনো অনেক দিন বাঁচ্‌বি লো! এই তোর নাম কোরে পা'টী বাড়াচ্চি আর তুই এসে উপস্থিত!

বরদা। পাঁড় পড়ে গেছি বোন্! আর কি এখন মরণের সাধ্যি আছে যে এগোয়?

বামা। কোথায় যাওয়া হবে?

বরদা। এই রামেদের বাড়ী একবার যাচ্চি। আহা রামের বৌটী বড় ভাল! দেখা হোলেই খুড়ী খুড়ী করে সারা হয়ে যায়! রামের ত ঐ ৩০্টী টাকা মাইনে, তার

মধ্যেই সংসারটী কেমন গুছ্য়ে চালায়! ছেলে মেয়ে গুলি কেমন শান্ত সুবোধ! রাম ছেলেটীও যেমন নির্ব্বিরোধী, সংসারটীও তেমনি হোয়েছে! কিন্তু কি অভাগ্যি! সুশীলার বের ভাবনা ভেবে ভেবে ছুঁড়ী ছোঁড়া দুজনেই যেন শুক্‌য়ে যাচ্চে! বাবা কি ভয়ানক বের ব্যাপারই পোড়েছে?

বামা। তুই এক রাম রাম কোরে মরিস্! ছোঁড়ার বুদ্ধি সুদ্ধিই যদি থাক্‌বে তা হলে কি এত কষ্ট পায়? ছিষ্টির লোক ত আর মেয়ের বে দিচ্চে না? আমি কত সম্বন্ধ জোটালুম তা আর মনের মতন হয় না! মেয়েত কি বিদ্যাধরী, তাই ধনুকভাঙ্গা পণ করে বসেছেন! বুড়োকে দেব না, দোজবোরে কে দেব না, লেখাপড়া না জানিলে হবে না। দুঃখীর ঘরে দেব না। টাকা নেই, কড়ি নেই, তোর অত ফোঁস কেন বাপু? 'বিষ নেই কুলোপানা চক্র'! অসৈরণ সহা যায় না, যেন গা জ্বালা করে!

বরদা। তোমার সম্বন্ধ জোটান ত! আমি জানি। অমন সোণার হার বানরের গলায় দ্যায় কেমন করে?

বামা। দ্যাখ্ ও কথা বলিস্‌নি। ভাগ্যে থাকেত সেখানে বে হবে। পাঁচখানা পোর্‌বে, পাঁচরকম খাবে। বরাতে অত সুখ সইলে হয়!

বরদা। দেখ, গড়পারে রাজবল্লভ বাবুর ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্চে। যদি সেই খানেই ভবিতব্যি থাকে!

বামা। সে গুড়ে বালি! সে দিন তাদের বাড়ীর ঝি শশি

মুন্সুবের বাড়ী তত্ত্ব এনেছিল, তার মুখে সব শুনেছি। রাম মনে করে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্চি তবে মেয়ে এক বিবি হবে আর কি। বের আর ভাবনা থাক্‌বে না!

বারদা। বল কি গো রাজবল্লভ বাবু নিজে যে রামের কাছে স্বীকার করেছেন! আর মেয়ে দেখে তিনি কত আহ্লাদ কোর্‌লেন, কত সুখ্যেত কোর্‌লেন। আর সব কথা উল্টে যাবে?

বামা। হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে আর কাজ কি? মেয়েও ত দশ উৎরে এগারয় পড়ে! আর ত বে না দিয়ে থাক্‌বার যো নেই। দেখা যাক্ তোমার রাজবল্লভ বাবুর কথা।

বরদা। বেলা গেছে। এখন আমি একবার হয়ে আসি।

উভয়ের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য—রাজবল্লভ বাবুর বাটীর অন্তঃপুর। বাবু আহারে উপবিষ্ট।

দুগ্ধের বাটী লইয়া হরসুন্দরীর প্রবেশ।

হরসুন্দরী। (বাটী আহারের পাত্রের নিকট রাখিয়া) দেখে খেয়ো, বড় গরম নয় ত?

রাজবল্লভ। (বাটীতে ভাত তুলিতে তুলিতে) না বড় গরম নয়।

হরসুন্দরী। (উপবেশনান্তর) ও ঝি! আঁবের চেঙ্গারিটা নিয়ে আয়।

রাজবল্লভ। (দুগ্ধের বাটী হইতে একহস্ত প্রমাণ একটী চুল বাহির করিয়া) এখন বুড়ো গরুর জাবনা কিনা। এক রকম চলে গেলেই হোলো !

হরসুন্দরী। (ঈষৎ অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) আর পারি না, চাল্‌শে ধোরেচে। এখন বৌ এসে দেখ্‌বে শুন্‌বে। তা সুরেনের ত বে দেবে না।

রাজবল্লভ। আ ! মাগীর সাধ্‌ দেখ ! কি ছেলেই বিইয়েছ ! আবার বৌ দেখতে সাধ হয় !

হরসুন্দরী। তুমি যদি দু চক্ষে আমার সুরেনকে দেখ্‌তে পার ! সুরেন কি আমার মন্দ ছেলে ? তোমার বাড়ীতে ষাঁড় এনে হুল্লো হুল্লো কোচ্চে ? না মদ খেয়ে বাড়ীতে কখন মাতলাম কোচ্চে ? আহা বাছা আমার আসে, চোরের মতন দুটীখানি খেয়ে নিয়েই তোমার ভয়ে পালায় !

রাজবল্লভ। আমি কি বাঘ ?

হরসুন্দরী। তুমি দেখ্‌লেই তাকে বক্‌বে, ধম্‌কাবে। বাছার দোষ কিনা লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে নি। তা বড় মানুষের ছেলেরা কি সকলে লেখাপড়া শেখে ?

রাজবল্লভ। আর আধিক্যেতা কোরো না। তুমিই ত ছেলেটার মাথা খেলে ! আদর দিয়ে দিয়ে, আদর দিয়ে দিয়ে ছেলে ত নয় একটী বাঁদর বানাইয়াছ।

ঝি। (আমের চাঙ্গারি লইয়া প্রবেশ) এই গো মাঠাকরুণ, আঁব এনেছি। দাদা বাবুর বের কথা হোচ্চে নাকি গা ?

হরসুন্দরী। চাঙ্গারিটা এইখানে রাখ্। তোর দাদা বাবুর বের কথা পাড়্লেই কত্তা অমনি তেলে বেগুনে জ্বলে যান।

ঝি। তবে নাকি দাদাবাবুর বে বোঁড়্শে রাম বাবুদের বাড়ী হবে? মাগো! আমি গিয়ে দেখে এসেছি। ইট বেরোনা দেল! আরসোলা বিছেয় ভরে রয়েছে! মেজেতে ব্যাং থপ্থপ্ কচ্চে! বিছানা মাদুরে ছার-পোকা থুক্থুক্ কচ্চে! বাবারে! এমন দারিদ্দিরের ঘরে আবার ছেলের বে দেয়?

রাজবল্লভ। গুখেগোর বেটী! তোর ছোট মুখে এত বড় কথা কেন?

ঝি। আমার কথায় কাজ কি বাবু, আমার কথায় কাজ কি বাবু? (বলিতে বলিতে পা ঘষিয়া ঘষিয়া প্রস্থান)।

হরসুন্দরী। আহা ঝি আমার সুরেনকে ছেলে বেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। আর ও একটী কথা বল্তে পারে না?

রাজবল্লভ। তোমায় কি মাটীতেই যে গড়েছিল বিধি?

হরসুন্দরী। তা বোলে যে আমার সুরেনকে ডেঙ্গো ডোক্-লার ঘরে বে দেবে তা হবে না।

রাজবল্লভ। কাজ কি তোমার সুরেনের বেতে?

হরসুন্দরী। না আইবুড় কার্ত্তিক হোয়ে থাক্বে?

রাজবল্লভ। তবে আমি মনের মতন বৌ কোর্ব তাতে তোমরা কথা কোয়ো না।

হরসুন্দরী। কেন কম্বুলেটোলার বাঁড়ুয্যেদের মেয়ে কি খারাপ?

রাজবল্লভ। রাম বাবুর মেয়ে আর কম্বুলেটোলার মেয়ে বামুন শূদ্র তফাৎ।

হরসুন্দরী। আমরাই বা কি বিদ্যাধরী এসেছিলাম?

রাজবল্লভ। চিরটা কাল তেমনি সুখের সাগরেও ভাসালে! (আচমনার্থ বহির্গমন)।

হরসুন্দরী। কর্ত্তা ত বোঁড়সে বেহালার দিকেই চলেছেন দেখ্‌চি!

(ঝির পুনঃ প্রবেশ)।

ঝি। এখন মাঠাকরুণ তুমি না শক্ত হ'লে আর রক্ষে নেই!

হরসুন্দরী। আবার কি করে শক্ত হব বল্‌? এত করে বোল্‌চি। কর্ত্তার সঙ্গে দেখ্‌লি ত কত কোঁদল কোল্লুম। তাতেও যদি মত না ফেরে ত আর কি হবে? মেয়ে মানুষের শুধু হাউ চাউ করা।

ঝি। যার যেমন ভাগ্যি মাঠাকরুণ! মুখুয্যেদের মেজ বাবুর সে দিন বে হোলো, কত সামিগ্রী নিয়ে এলো। কেমন ভারি ভারি সব দানসামিগ্রী! কেমন খাট পালঙ্‌! কেমন হিরে বসান আঙ্‌টী, দেখ্‌লে চোক ঠিক্‌রে পড়ে! কেমন ঘড়ি, ঘড়ির চাঁই। আর কাপড় চোপড় জিনিষ পত্র যে কত তা আর কি বল্‌বো! ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল এক শ না দেড় শ লোক। কত নানন্‌ নিধি জিনিষ!

হরসুন্দরী। ওলো, ওরা এক বড় মানুষ আর আমরা এক !

ঝি। কেন মাঠাকরুণ ! কম্বুলেটোলার বাড়ুয্যেদের মেয়ের সঙ্গে যদি বে দাও ত যা চাইবে তাই তারা দেবে। ছেলের মার আবার ভাবনা ?

হরসুন্দরী। সে মেয়ে যে খারাপ।

ঝি। খারাপ কি, মুখুয্যেদের বউএর চেয়ে ভাল হবে। আর আমাদের বাড়ী এলে দুবেলা সাবান দিয়ে মেজে মেজে দেখ্‌বে কেমন রূপ বের কর্ব্বো।

হরসুন্দরী। তাই ত ঝি তবে কি করে কম্বুলেটোলার সম্বন্ধটা হয় বল্‌ দেখি ?

ঝি। তাই ত বল্‌ছিলুম তোমায় শক্ত হতে হবে ! আমার কথা সব শুন্‌তে পার্ব্বে ?

হরসুন্দরী। কেন পার্ব্ব না। তুই যা বল্‌বি তাই কোর্ব্বো। কত্তার রাগ ত তালপাতার আগুন ! ওকে পার আছে। কি কর্ত্তে হবে বল্‌।

ঝি। এখন না, যখন দরকার হবে বল্‌বো। কিন্তু বে হোয়ে গেলে আমাকে গরদ কিনে দিতে হবে (বলিয়া উচ্ছিষ্ট লইয়া ঝির অন্তর্ধান)।

হরসুন্দরী। যাক্‌ কথায় কথায় সেই অবধি এইখানেই দাঁড়াইয়া রয়েছি। কত্তা পান পেলেন কি কে জানে ?

হরসুন্দরীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য—রামশঙ্কর বাবুর বাটীর নিচেকার বৈটকখানা।

রামশঙ্করের পুত্র ধীরেণ ও জনৈক ইয়ার্।

ধীরেণ। কি বাবা! আমাদের একদিন পোঠ্‌লো না?

ইয়ার। কার্ পোঠেছে বাবা?

ধীরেণ। বাবা! সব খবর রাখি।

"শালী, শেলোজ, ডেয়ো, ঢাকনা
বলে গেছে রাম শর্ম্মা"

বাবা! আমরা কি কেউ নই র‍্যা?

ইয়ার। হুঁ! হিঁ!! বলে গেছে রাম শর্ম্মা! (ট্যাঁক্ বাজাইতে বাজাইতে) ভয় কি বন্ধু হাজার টাকা নগদ পেয়েছি, দুশ মজা করনা বাবা!

ধীরেণ। লুচি মণ্ডা চাইনা বাবা। মদ আর মেয়ে মানুষ!

ইয়ার। তোমার বন্ধু সম্বন্ধটার কি হ'লো?

ধীরেণ। তাইত টেঁকে আছি বাবা!

"তোর হাজারে আমার হাজার।
হবে অষ্ট প্রহর অন্ধকার।"

(অদ্ভুত নৃত্য)

ইয়ার। হুঁ! হিঁ!! 'চৌদ্দ' কেটে 'অষ্ট'।

(নবীন বাবুর প্রবেশ)

ধীরেণ। Good night ফ্রেন্ !! (বলিয়া নবীনের দুই হস্ত ধারণ)।

(ইয়ারের প্রতি) এই নাও বাবা যে কেটে যোড়া দেবে সে এসেছে।

নবীন। Nonsense, হাতটা ভেঙ্গে দেবে নাকি ?

ধীরেণ। your ফস্ ! ভারি বদ্ ইয়ার বাবা ! লেখা পড়া জানিলেই শুধু হয় না (হস্ত স্খলন)। বে করেছ এখন ইয়ার্কি শেখ।

ইয়ার। (নবীনকে) বসুন মশাই। আপনাকে এখানে নূতন দেখ্চি না ?

ধীরেণ। ওহে উঁনি তোমার আমার মত না ! (নবীনের দাড়ি ধরিয়া) "আমার পাশ করা ছেলে। B. A. দিয়ে বিয়ে করেছে তাইতে রাজ্যি নিলে।"

(পুনর্নৃত্য)

ইয়ার। বুঝেছি, তোমাদের ছোট জামাই ইনিই হোয়েছেন ?

ধীরেণ। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! হ্যাঁ !

ইয়ার। জামাই বাবুর কাছে খাওয়াটা বুঝি আমারই ফোক্‌লো !

ধীরেণ। একবার ধ'রে দেখনা ! ও বাবা, কাকের মাংস ! হাজার এক টাকা কন্ কনে পুঁটি মাছের মত গুণে নে গ্যাল আর আটটা টাকা প্রাণ ধরে খাওয়াতে পাল্লে না।

নবীন। শোর ভুজ্জিতে কি ফল বল ?

ধীরেণ। আমরা হোলুম শোর! আর রোপেয়া? শোরের বিষ্ঠা।

নবীন। Devil!

ধীরেণ। (দুই হাত ভুমিতে দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া) এই নাও বাবা, টেবিল ত মুসোবিদে কর 'I beg most respectfully'.

ইয়ার। হঁ! হিঁ!! বন্ধু Devil কথাটা বুঝ্‌তে পাল্লে না? টেবিল ঠাওরালে?

ধীরেণ। (কিছু অপ্রস্তুত ভাবে) একবার বাড়ীর ভেতর থেকে আসি। (প্রস্থান)

ইয়ার। (নবীন বাবুর প্রতি) মশাই বসুন তবে। আমিও অনেকক্ষণ এসেছি। আবার দেখা হবে। (প্রস্থান)

নবীন। (স্বগত) আবার দেখা না হলেই বাঁচি। Ah! what a Hellish party they must have formed!

(তামাক হস্তে) ঝির প্রবেশ।

ঝি। আহা! ধীর বাবুর এক কীর্ত্তি! আমায় যদি বলে জামাই বাবু এসেছে! তা নয়, বলা হলো 'ঝি, বৈঠক খানায় এক বাবু এসে তোকে খুঁজ্‌চে' আমি আবার তামাক সেজে মলুম! জামাই বাবু কতক্ষণ এসেছ গা!

নবীন। (স্বগত) সবই সমান জুটেছে! (প্রকাশ্যে) এই খানিক ক্ষণ।

ঝির প্রস্থান।

নবীন। (নিকটস্থ সংবাদ পত্রে দৃষ্টি নিশ্চল রাখিয়া, স্বগত)

কাঁজটা অন্যায়ই করা গেছে। It will never prove to be a happy combination. But no help! What is done is done. এখন wife টা মানুষের মত হয় তা হলেও নিজের Conscience কে এক রকম বোঝাতে পারি। কিন্তু এবার যে রকম চলাইয়াছে তাতে সে আশাও ত কম! Hopeless! No; there yet remains a ray of hope. বয়সটা এখনো কম।

(নেপথ্যে) জামাই বাবু বাড়ীর ভেতোর এসো।

নবীনের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য—রামশঙ্কর বাবুর বাটীর অন্দরমহল।

দিব্যাসনে নবীন আসীন। সম্মুখে মিষ্টদ্রব্য পূর্ণ থালা। কিয়দ্দূরে ঝি দণ্ডায়মানা।

নবীন। (স্বগতঃ) They have not a common Etiquette. (প্রকাশ্যে) ঝি তুইই এদের বাড়ীর গিন্নি বুঝি?

ঝি। অবাক্! আমি কেন গিন্নি হব! মাঠাকরুণ রয়েছেন! দিদিরা রয়েছে!

নবীন। না তোকে বল্‌ছিলুম মুড়ো গিন্নি।

ঝি। অমন অলুক্ষুণে কথা ক'য়োনা বাপু।

নবীন। আমি যতবার শ্বশুর বাড়ী এসেছি তুইত দেখি জল খাওয়ান, খাবার কাছে বসা, কেমন আছি জিগ্যেস করা, সব করিস্! তুই যেন আমার শ্বাশুড়ী।

ঝি। (সহাস্যে স্বগতঃ) হাজার হোক্ বিদ্যে আছে কি না? জামাই হবে ত এমনি! কেমন কথার গোছ! (প্রকাশ্যে) আমরা বাপু গেরস্তর মেয়ে।

নবীন। (স্বগতঃ) নবীন, ঝির সঙ্গে বেশ কথা কয়। আর ভাবনা কি?

ঝি। আপনি যে কিছুই খেলেন না।

নবীন। আবার কত খাব! এত মিষ্টি খেলে রক্ষে আছে!

ঝি। আপনার রাত্রে কি হবে?

নবীন। কদিন পেট্‌টা বড় ভাল নয়, ভাত হলেই ভাল হয়।

(পান লইয়া নবীনের প্রস্থান।)

নবীনের শ্বাশুড়ীর প্রবেশ।

শ্বাশুড়ী। হ্যাঁ লা ঝি! জামাইএর খাওয়া হোলো?

ঝি। হ্যাঁগা মা! সেই এলে বাছা! আর একটু আগে আস্‌তে পাল্লে না? জামাই কত দুঃখু কোল্লে।

শ্বাশুড়ী। তা আবার দুঃখু কি! যেমন এলেন অমনি খোল্‌চে পোরা খাবার এলো। রুটীটা কি হ'লো?

ঝি। হ্যাঁগা হাজার হোক তুমি শ্বাশুড়ী! পেটের ছেলের চেয়েও ত জামাইকে বেশী কোত্তে হয় গা!

শ্বাশুড়ী। তুই থাম্ থাম্! আ মর্ মাগী! আমায় আবার উনি জ্ঞান শিক্ষে দিতে এলেন!

ঝি। আমার কথায় কাজ কি বাবু! তোমারই জামাই খোঁটা দিয়ে গেল বলে বল্‌চি।

শ্বাশুড়ী। কিসের খোঁটা লা? ফর্দ্দের সব ত ধরে দিয়েচি!

ঝি। তো বলে জামাই বাবু এলে তোমাদের কাউকে আদর আহ্বান ক'ত্তে নেই!

শ্বাশুড়ী। তোর তাতে কি হোয়েছে! আ মর্ মাগী।

ঝি। আমাকে যে কথা সইতে হয়! এই বলে গেল 'ন্যাড়া ঘরের মুড়ো গিন্নি।' তোমরা সব উপস্থিত থাক্‌লে ত এ সব কথা হয় না বাপু।

শ্বাশুড়ী। ও মা! দিতে পারেনি ফর্দ্দের ভেতর লিখে 'জল খাবারের সময় শালীকে দাঁড়াতে হবে।' 'ভাত খাবার সময় শ্বাশুড়ীকে দাঁড়াতে হবে।' বে দেবার আগে এসব লেখাপড়া থাক্‌লে এখন বুঝ্‌তুম্।

(নবীনের বড় শালীর প্রবেশ)

ঝি। (স্বগতঃ) 'একে মন্‌সা তায় ধুনোর ধোঁ।'

শালী। মা! কিসের বকাবকি গা?

শ্বাশুড়ী। তোরা কেউ জলখাবারের সময় জামাইএর কাছে ছিলিনি বোলে জামাই রাগ করেছে।

শালী। বিদ্বান জামাই করা অম্‌নি নয় বাপু! অনেক বুঝে চল্‌তে হবে।

শ্বাশুড়ী। আ! বিদ্যে! বিদ্যের ত বাঁটা ধরে দিয়িচি।

শালী। তা বল্লে কি হয় বাপু। বাবা তোমার নতুন জামাই-এর কত সুখ্যেত করেন।

শ্বাশুড়ী। ওঁর কথা রেখে দাও। সোণার বাছার আমার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েচে।

ঝি। (স্বগতঃ) আহা কাল চুক্ চুকে খাঁটি সোণা! টাকার জোর ছিল তাই অমন সোণার চাঁদ জামাই মিলেচে।

শালী। এই দুইটীবার শ্বশুর বাড়ী গিয়েচে, এর মধ্যেই শ্বাশুড়ী বলে 'ঘর ঝাঁট দে' 'শল্‌তে পাকা' 'পিদিম্ যো কর্।' আমরা হোলে ত ফেটিং চোড়ে দে ছুট্।

শ্বাশুড়ী। আর সন্ধুপ লুনের কথা শুনিস্ নি?

শালী। না! সে আবার কি হোয়েছিল?

শ্বাশুড়ী। আহা বাছাকে আমার বোলেছে 'সন্ধুপ গুঁড়ো কর্'। মাগীর আবার লুন খাওয়া হয় না সন্ধুপ খাওয়া হয়।

শালী। তার পর? তার পর?

শ্বাশুড়ী। তার পর সন্ধুপের চাপে যেমন নোড়ার ঘা দিয়েছে অম্‌নি এক টুক্‌রো সন্ধুপ বাছার ভুরুতে ঠিগ্‌রে এল।

শালী। ভুরু ছেঁদা হোয়ে রক্ত পোড়্‌তে লাগ্‌লো?

শ্বাশুড়ী। না কিছু হয় নি যেন! বলি সেই টুক্‌রোটা যদি চোকে এসে লাগ্‌তো তবে কি হোতো! আমি ত বাছার মুখে শুনে মরি ভয়ে!

শালী। কোন্ দিন বিখোরে প্রাণটা যাবে আর কি!

ঝি। (স্বগতঃ) ঢের ঢের কল্লা দেখিছি কিন্তু এমন্‌টী কোথাও দেখিনি।

শাশুড়ী। আমি ত খরচ পাতি কোত্তে কম করিনি। তার পর যেমন বরাত্!

শালী।' (উৎকর্ণ হইয়া) ঐগো কাকা বাবু আস্‌চেন। গেটের মধ্যে না একখান্ গাড়ী ঢুক্‌লো! দেখি কে!

(প্রস্থান)।

শাশুড়ী। যাই ধীরু আমার কটা টাকা চাচ্ছিল বুঝি (প্রস্থান)।

ঝি। যাক্। কাকা বাবু এসেচেন। তবেই ত দেখ্‌চি জামাই বাবুর আজ বৈঠকখানায় আইবুড়ো শয্যে! আবার বামুন দিদি আসেন্ নি। তবে ত জামাই বাবুর ভাত জুটেছে! যার নাম বাজারের গরমাগরম ঝুনো লুচি!! আমি পোড়ারমুখী আবার 'কি খাবে গা' জিগ্যেস্ কত্তে গেলুম! যাই তবু একবার বলে দেখি গে (প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাত্রিকাল। গড়পার।

গোপাল বাবুর, কুটীরের দাওয়া।

গোপাল বাবু, গোপাল বাবুর মা ও সুরবালা।

মা। গোপাল, তোমাদের একজামিনের আর কত দিন রৈল ?

গোপাল। এটা হোল এই অগষ্ট মাস, আর ৭ মাস পরেই একজামিন। একজামিন ত এসে পড়্‌লো আর কি ?

মা। এইটা পাশ করিলেই ত ফুর্‌ইয়ে গেল ?

গোপাল। কেন ?

মা। তুমি যে বলেছ লেখাপড়া শিখে তার পর বে ক'র্ব্বে।

গোপাল। পাশ কোল্লেই বুঝি লেখাপড়া ফুরিয়ে গেল ?

মা। তা বলে বাপু আর বে না কোল্লে ভাল দেখায় না!

গোপাল। কেন মা এখন কি আমি তবে তোমার চোখে কদাকার হয়েছি ?

মা। বালাই! মা কি কখন ছেলেকে কদাকার দ্যাখে র‍্যা ?

গোপাল। তবে ভাল দেখায় না বোল্লে যে ?

মা। আর বাবা, আমি চিরকাল কি সংসারের কাজকর্ম্ম সব কর্ত্তে পারি ?

গোপাল। তা মা আমি ত কত দিন থেকে বোল্‌চি যে একটী চাকরাণী রাখি। সত্যিই ত এখন রান্নাবান্না করা আবার বাইরের পাটঝাট করা সব কি পেরে ওঠ ?

মা। হ্যাঁ! আবার তিন জন মানুষের পাটের জন্য একটা লোক রাখ্‌তে হবে! তার প্রতি, মাসে ৬।৭ টাকা পড়্‌বে না ?

গোপাল। তা পোড়্‌লোই বা। দুঃখের সংসার বটে কিন্তু যাহা হউক এক রকমে চোলে যাচ্চে ত! ও ৬।৭ টাকাও কোন রকমে জুটে যাবে। টাকা খরচ হবে বলে এত দুঃখ কষ্ট করবার দরকার কি মা ? এর পর খাট্‌তে পার্‌লেই টাকা হবে কিন্তু তোমার এ কষ্ট কি উঠে বোস্‌বে ?

মা। তুই আমার কষ্টই দেখিস্! তোরা দুই ভাই বোনে ভাল থাক্‌লে আমার অতুল সুখ!

গোপাল। তুমি ত ঐ রকম বোলে বোলেই নিজের শরীরের উপর দিয়া সব বহাচ্চ। অসুখ বিসুখ কোল্লেও ত তা গোপন কোরে সকল কাজ কর্ম্ম কোর্ব্বে। আমি ত মা তোমার বাবু-ছেলে নই যে অত কষ্ট কর ? যে দিন কোন রকম অসুখ হবে তখনি বোল্‌বে। আমরা দুই ভাই বোনে, সব কাজ কর্ম্ম কোরে নেবো। সুর পাট্‌ঝাট কোত্তে শিখ্‌চো ত ?

সুরবালা। দাদা আমি খেলা ঘরে সকল কর্ম্মই ত' করি! মা আমাকে কিছু কোর্‌তে দেন না তাই! না হোলে মাকে কাজ কত্তে হবে কেন?

গোপাল। (সহাস্যে) দিদি আমার খেলাঘর সাজাতে শিখেছেন ত [illegible] সব কাজ কর্ম্মই শেখা হয়ে গেল!

মা। সুর আমার অনেক পাট করে। ঘর ঝাঁট দোয়া, কুট্‌নো কোটা, বাসন মাজা সকল কাজেই এগোয়। এখন ত যে রকম দেখ্‌চি বেশ গোছাল হবে বোধ হয়।

গোপাল। তাই ত চাই। গেরস্ত ঘরের মেয়ে গোছাল না হলে চল্‌বে কেন?

মা। তা কাজকর্ম্মে ত ভাল দেখ্‌চি, এখন থেকেইত এক দণ্ড বোসে থাকৃতে ভালবাসে না। হয় খেলাঘরের পাট হচ্চে, নয় সংসারের কোন কাজ হচ্চে, নয় তুমি যে পড়া দে যাও তাই অভ্যাস করা হচ্চে। নয় সমবয়েসি-দের সঙ্গে মিসেঘুসে খেলা হচ্চে। তাদের আবার 'মিথ্যা কথা কইতে নেই' 'পরের কথায় থাকৃতে নেই', 'আল্‌সে কুড়ে হোতে নেই' এই সব শেখান হয়! বোসে-দের মেয়েকে আবার পড়া বোলে দোয়া হয়! ভাল হাতে পড়েন্ তবেই সব সার্থক! নয় ত এই সকল কথা এর পর মনে হবে আর জ্বালার উপর জ্বালা বাড়্‌বে! কপালে বিধাতাপুরুষ কি লিখেচেন তিনিই জানেন!

গোপাল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ মা! আমারও মাঝে

মাঝে ঐ ভাবনাটা বড় হয়। আমাদের যে অবস্থা আর ক্রমে যে বের কাণ্ড দাঁড়াচ্চে তাতে ২।৪ হাজার টাকার কমে যে পার পাওয়া যাবে তাত বুঝ্‌চি না।

সুর। হ্যাঁ মা এত টাকা কেন চাই গা?

মা। টাকা বেশী না হলে কি আজ কাল মা বে হবে?

সুর। তাই বুঝি দাদা বে করেন নি?

মা। তোর দাদা ত বে কোল্লে কত টাকা পায়!

সুর। তবে যে দাদা টাকার কথা বোলে ভাব্‌চেন?

মা। তোমার বে তে টাকা লাগ্‌বে সেই ভাব্‌না।

সুর। দাদার বেতে টাকা পাওয়া যাবে আর আমার বেতে টাকা লাগ্‌বে কেন মা?

মা। তুমি যে মেয়ে মানুষ!

সুর। মেয়ে মানুষ হোলে কি দোষ হয় মা?

মা। বেটা ছেলে না থাক্‌লে সংসার অন্ধকার! আর কথায় বলে 'মেয়ে ছেলেটা, মাটীর ঢেলাটা, টপ্‌ করে নে জলে ফেলাটা'।

সুর। মার এক কথা! বেটা ছেলে নাকি পিদিম্‌?

মা। আ! খ্যাপা মেয়ে! বেটা ছেলে সংসারের কত কাজে আসে?

সুর। হ্যাঁ মা ও বাড়ীর লক্ষ্মী কাকা সংসারের কি কাজে লাগে গা? দুপুর বেলা ত দেখি খেতে আসে তার পরেই ফুলুট হাতে করে বেরোয়। আবার শুনি সে

দিন অনেক রাত্রে এসে রাগ করে হাঁড়ীকুঁড়ী ভেঙ্গেচে। আর মেরে মেরে খুড়ীমার হাড় গুঁড়ো কোরে দিয়েচে।

মা। সে দিন মদ খেয়ে মোরে ছিল কিনা!

সুর। খুড়ীমাইত দেখি সংসার সংসার করে খেটে খেটে সারা হন্!

মা। তা কি কোর্ব্বে বল? অত বড় সংসার আর ঐ একটা বৌ। যে শ্বাশুড়ী, তিনি বুড়ো হয়েচেন আর কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে পারেন না। বড়'র যে বৌ তিনি বড় মানুষের মেয়ে বাপের বাড়ীই প্রায় বার মাস থাকেন। যখন আসেন তখনও ছোটর ঘাড় দে সব চালান!

সুর। জ্যাঠামশাই তবু কাজের লোক বাপু! হ্যাঁ গা জ্যাঠামশাই বে তে টাকা পেয়েছিলেন?

মা। হ্যাঁ!! টাকার লোভেতে বড় মানুষের মেয়ে বে কোল্লেন! এখন বলেন গেরস্তর মেয়ে বে কল্লে ভাল হোতো।

সুর। আর খুড়ী মা কত টাকা পেয়েছিলেন গা! যে অমন নিষ্কম্মার সঙ্গে বে কোরেচেন?

মা। পোড়া কপাল আর কি! তোর ঐ খুড়ীমার বে দিয়ে খুড়ীমার বাপেরা ধনে প্রাণে মোজেছে! বাড়ী বন্ধক, বাগান বন্ধক, সব দিয়ে অমন সোনার চাঁদ মেয়েকে একটা বানরের হাতে ফেলেচেন!

সুর। বের সময় লক্ষ্মীকাকা কাজের লোক ছিল?

মা। ওর চিরকালই ঐ দশা!

স্থর। ' তবে বুঝি তখন পড়া শুনা করিত ?

মা। পড়া শুনা আবার কবে কোরেছে ?

স্থর। তবে কেন টাকা পেয়েচে ?

মা। ব্যাটাছেলে বোলে !

স্থর! মার এক কথা! হ্যাঁ দাদা ? ব্যাটাছেলে হোলে মুখ্যুও ভাল, মাতালও ভাল, নিষ্কর্ম্মাও ভাল, হতচ্ছেড়েও ভাল! তা বুঝি আবার হয় ?

গোপাল। (স্বগতঃ) বালিকার এমন স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিতে কি সমাজ কখন ভেবেছে ? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ! দিদি, আমাদের দেশে অনেক সময়ে তাইই হয়!

স্থর। (সৌৎসুক্যে) আর মেয়ে মানুষ হাজার ভাল হোলেও তার ভাল হবে না ?

গোপাল। (স্বগতঃ) এই কথাটীর মীমাংসার জন্য কত যে ভাবি তা বালিকা তোমায় কি বুঝাইব। যখনি তোমাকে গৃহকর্ম্ম শিখিতে বলিয়াছি, যখনি তোমার রীতিনীতি ভাল হউক ইচ্ছা করিয়াছি, যখনি তোমাকে লেখাপড়া শিখিবার কথা বলিয়াছি, তখনি মনে হইয়াছে যে আমাদের দগ্ধ সমাজে সৎশিক্ষাবতী স্ত্রীর আদর নাই। বিবাহে বরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভ্রমেও একবার দেখিবেন না যে, যাহাকে গৃহে বধূটী করিয়া লইয়া যাইবে সে গৃহলক্ষ্মী, সংসারের শ্রী হইবার উপযুক্ত কি না। কেবল এক অর্থ তৃষ্ণাতেই সকলে অস্থির! এ পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের আর কতদিন বাকি ? সংসারের

সুখ ত লোকের প্রায় উঠিয়া আসিয়াছে। এখনো কি লোকের চক্ষু খুলিবে না? (প্রকাশ্যে) ভালর ভাল ঈশ্বরই করেন।

সুর। তবে খুড়ীমার অত কষ্ট হোচ্চে কেন?

গোপাল। আমরা কি দিদি সকল কথা বুঝিতে পারি। তোমার খুড়ীমার কি ভাল হবার আশা একেবারেই গেছে? তোমার খুড়ীমার ছেলেটী মানুষের মত হলে সকল কষ্ট যেতে পার্ব্বে আর লক্ষ্মীকাকাও যে চিরকাল ঐ রকম থাক্‌বে তাই বা আমরা কেমন কোরে জান্‌বো?

সুর। তা বটে!

গোপাল। (ব্যস্তভাবে) মা ভাত বাড় গো।

মা। যাই (প্রস্থান)।

গোপাল। সুর! ঘুমোও গে। আমি মাদুরটা তুলে ঘরে রাখি। (মাদুর গুটান হইলে সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য—রামবাবুর বাটীর বহির্দ্দেশ।

জনৈক ঘটকের প্রবেশ।

ঘটক। (উচ্চৈঃস্বরে) রামবাবু! রামবাবু! রামবাবু মুশয় কি বাড়ী?

রামবাবুর প্রবেশ।

রামবাবু। ঘটক মশাই যে, আস্তাজ্ঞা হয় (নমস্কার)।

ঘটক। (নমস্কার) আপনার কন্যার সম্বন্ধের বার্ত্তা ?

"অষ্ট বর্ষা ভবেদ্গৌরী নব বর্ষাতু রোহিণী।

দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা।"

আর রাখ্‌তে নারেন !

রামবাবু। আমাদের শাস্ত্রের বচন পাল্‌তে গিয়ে কার গলায় মেয়েটাকে বেঁধে দি বলুন ?

ঘটক। হাঁ ! পাত্রাপাত্র আছে বৈ কি ! সুপাত্রের জোগাড় করা চাই। তার জন্য দু পাঁচ দিন কালবিলম্বে কা হানি। শাস্ত্রে এত বল্‌চেন

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি

নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ"

রামবাবু। তবেই বলুন দেখি আপনার দুটী বচনেরি সামঞ্জস্য এখনকার কালে থাকে কৈ ?

ঘটক। আহা হা তুমি যে গোল কোচ্চ। শাস্ত্রার্থ ল'তে হবে। শাস্ত্রকারের মত হচ্চে কুলীন খুঁজে মেয়ের বিবাহ দিবেক।

রামবাবু। কুলীন খুঁজতে গেলেই ত 'বাঁশবনে ডোম কাণা !'

ঘটক। কুলীনের কথা বলেন ত কালই দু'শ কুলীন বর্ত্তমান না কর্ত্তে পারি ত ব্যবসায় পরিত্যাগ ! বশ্‌ ! ব্যবসায় পরিত্যাগ ! আর কি চান ? তবে যে বল্‌বেন "নবধা কুল লক্ষণং" তা চল্‌বে না। যুগধর্ম্ম, কালধর্ম্ম ত স্বীকার কর্ত্তেই হবে ! ব্রাহ্মণের উপনয়নের সময় কৃষ্ণশার্দ্দূল চর্ম্মের ব্যবস্থা। উহা এখন পাওয়া যায় না

ব'লে কি উপনয়ন হবে না? এক টুক্‌রো চর্ম্ম হোলেই হোলো! তবে দেখ্‌তে হবে সেটা শিয়াল কুকুরের চামড়া না হয়! "মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।" এমন ত বলেন নাই যে "মধু অভাবে নারিকেলং দদ্যাৎ"! মধু না থাকিলে মধু জাতীয় যে গুড় তাহাই দেয় হা! হা! হা!

রাম বাবু। আপনি বলেন কুলীনের ছেলে কুলীন এই কথা?

ঘটক। এত স্বতঃসিদ্ধ। বংশ মর্য্যাদা কি লোপ হবার যো আছে? দৈবানুগ্রহ না থাকিলে কি কুলীন সন্তান মেলে! বড় বড় সভায়, তা বড় তা বড় লোকে কুলীন সন্তানের মান রেখে গেছেন। একবার স্বয়ম্বর হয়েছিল, সভায় মহা সমারোহ, কত মহামহোপাধ্যায় কুলীন সভারূঢ় হয়েছেন, কন্যা মালা চন্দন লইয়া উপস্থিত। সভায় বিচার পড়ে গেলো কার কুল মর্য্যাদা অধিক। মহা বিচার! তুমুল সংগ্রাম! এমন সময়ে একজন কুলীন সন্তান উঠে বল্লেন "মালা চন্দন যদি দিতে হয় ত আমার গোদের বেঁজির উপর দিক।" সভা স্তম্ভিত! দেশ বিদেশের ঘটক একত্রিত। পুনর্বিচার। হাঁ সেই গোদের বেঁজিরই কুল বটে! গোখ্‌রোর জাত না হলে কি চক্র ধরে? কেশরীর জাত না হলে কি গর্জ্জন সম্ভবে? হা! হা! হা!!

রাম বাবু। মাপ্ কোর্‌বেন মশাই! অত কুলের মর্য্যাদায় কাজ নেই। কুল কুল করে কি মেয়েটার গলায় দড়ী কলসী বেঁধে ভাস্‌ইয়ে দিতে হবে নাকি?

ঘটক। ' কি কথা কন্! মেয়ের কপালে যা আছে তাই হবে। অদৃষ্ট মূলং হি সর্ব্বং। শাস্ত্র লিখ্‌চে।

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্যঃ।
অতো নশোচামি ন বিস্ময়োমে
ললাট-লেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥

ললাটে যা লেখা আছে তা ফিরাইবার সাধ্য কার? ললাট বড় জিনিষ! 'অতো ন শোচামি ন বিস্ময়োমে', শোক করিলেও চলিবেক না, বিস্ময় করিলেও হইবেক না। অদৃষ্ট পদার্থ এমনি! হা! হা! হা!!

রাম বাবু। আপনার বুঝি এই সব মতলোব! একটা কোথা থেকে বুঝি বাঁদর ধরে এনে গছাইয়া দেবার চেষ্টায় আছেন? শেষে বল্‌বেন, যেমন অদৃষ্ট তেমনি হয়েছে! আপনি শাস্ত্র নিয়ে শিকেয় তুলে রাখুন গে, আপনি আমার মেয়ের বের কথায় থাকবেন না।

(গমনোদ্যোগ)

ঘটক। (স্বগতঃ) বাগ্‌লোনা দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আহা হা যান্ কুথা! শাস্ত্রের উপর রাগেন? শাস্ত্রে এওত লিখ্‌চে!

বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্ম দোষঞ্চ নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

কিনা, নরঃ বিষমাং দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে। মানে কি? মানুষ বিষমা দশা কিনা দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইলে

দৈবের নিন্দা করে। আর অপণ্ডিত কিনা মূর্খ আত্মনঃ কর্ম্মদোষং নৈব জানাতি। মূর্খ আপনার কর্ম্মদোষ জানিতে পারে না। যে যার নিজের কর্ম্মের ফলভোগ করে। অদৃষ্ট অদৃষ্ট করে বেড়ালে চলিবে কেন। আপনি না হয় এই শাস্ত্রার্থই লবেন।

রাম বাবু। আপনাদের বেশ সব শাস্ত্র ত? এত জোগাড়ও রেখেচেন!

ঘটক। জোগাড় না রাখিলে কি আমাদের চলে? কথায় বলে ঘটকের ঘটকালি! লাখ্ কথা না হলে একটী বিভা হয় না, জানেন ত? আর আমাদের কত শত বিভা দিতে হচ্চে, কাজেই তর্কশাস্ত্র একটু একটু শিখিতে হয়। হা! হা! হা!!!

রাম বাবু। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনেশে ব্যবসায়ই যে শিখেছিলে। সমাজটাকে যেন ভ্যাড়া বানাইয়া রেখেচ! (প্রকাশ্যে) কোথায় কি যোগাড় করেচেন এখন বলুন।

ঘটক। বোন্ বিষ্ণুপুরে একটী কুলীন সন্তান আছেন, পাঁচ শত টাকা হলেই সেটীকে আনা যায়।

রাম বাবু। ছেলেটী কেমন?

ঘটক। দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়, বিষয় কর্ম্ম বেশ শিখেছে। জমীজারাত ও ঢের আছে। আর ভারি কুলীন!

রাম বাবু। তবে যে ৫০০৲ পাঁচ শ টাকায় রাজী হবে?

ঘটক। কি জানেন তার মা নেই। বাপের কিছু দেনা পত্র

হয়েছে। জমী গুলি বাঁধা। আর ছেলেটীও লেখা পড়া শিখে নাই।

রাম বাবু। রাঙামুলো! তবে যে বল্লেন "বিষয় কর্ম্ম বেশ শিখেছে।"

ঘটক। ও সব দেশের বিষয় কর্ম্ম।

রাম বাবু। কি?

ঘটক। ক্ষেত্র কর্ম্ম।

রাম বাবু। কর্ম্ম চাস! শিক্ষা শূন্য! মাতৃহীন! বাপের দেনার দায়ে জমী বিকৃয়ে রয়েছে! পাঁচ শ টাকা দিয়ে তার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হবে! কি ভুষণোর বাঙ্গাল্ পেয়েছেন নাকি?

ঘটক। আচ্ছা ওটা যাক্। বেশী দূরে যেতে চান্?

রাম বাবু। কত দূর?

ঘটক। বড় বেশী নয়, তিন চারি দিবসের রাস্তা। সেখানে যদি বিভা হয় ত খরচ খুব কম হয় আর ছেলেটীও ভাল হয়। তার মা বাপ সব বর্ত্তমান। আর কুলেরও গৌরব।

রাম বাবু। রাস্তা ঘাট কেমন?

ঘটক। বড় মন্দ নয়। রেল নাই, কতক যেতে হবে নৌকায়, কতক যেতে হবে গরুর গাড়ীতে। বড় বেশী হাঁটতে হবে না।

রাম বাবু। খরচ ত কিছু হবে?

ঘটক। দুইশত টাকা নগদ, আর বর যাত্রীদিগের পথ খরচা।

রাম বাবু। বিষয় আশয় কেমন ?

ঘটক। বিষয় আশয় থাক্‌লে, পাশকরা ছেলে ২০০৲ টাকায় আর রাজী হয় ?

রাম বাবু। কি পাশ করেছে ?

ঘটক। দুটো পাশ !

রাম বাবু। কি কি ?

ঘটক। একটা বাঙ্গালা আর একটা ইংরাজী।

রাম বাবু। ইংরাজী কি এণ্ট্রান্স ! কোন্ ডিভিজনে ?

ঘটক। কি কন্ ?

রাম বাবু। কোন্ শ্রেণীভুক্ত হয়েছে ?

ঘটক। তাদের স্কুল থেকে এবার ৫ জন ছেলে পরীক্ষা দিতে এসেছিল ঐ পাঁচ জনের ভিতর তিন জন তিন বৎসর করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে একজন চারি বৎসর পরীক্ষা দিয়াছে। আপনার যে জামতা হইবে সেটী মাত্র দুইবার পরীক্ষা দিয়াই পাশ ! তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেও গ্রামের সকলেই সুখ্যাতি করে। সকলেই বলে গোকুলচাঁদ গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেই গোকুল চাঁদকে আপনি জামতা করে কৃতার্থ হউন !

রাম বাবু। রক্ষা কর্ব্বেন !

ঘটক। (স্বগতঃ) আ সর্ব্বনাশ ! আমি মনে করিতেছিলাম এইবার গেঁথেছি। (প্রকাশ্যে) সেকি মশাই ? অমন লেখা

পড়া ওলা ছেলে, আর কুলীন সন্তান! খরচ ও খরচের মধ্যেই নয়। আর ইচ্ছা করেন জামাইকে ঘরে রাখিয়া বাকি যে কয়টা পাশ আছে সব কটা করাইয়া লউন! বয়স মাত্র ২১ বৎসর। আপনার মেয়ের সঙ্গে বেশ সাজন্ত হবে। অম্লতে অরুচি?

রাম বাবু। ছেলে পাড়াগেঁয়ে; ২১ বৎসর বয়সে একবার ফেল হয়ে দ্বিতীয়বারে থার্ড ডিভিসনে এন্ট্রান্স পাশ! তিনি লেখা পড়া শিখে কাজ কর্ম্ম করবেন, সংসারের দুঃখ ঘুচাইবেন আশা! তাঁকে পরামর্শ দিবেন আর পড়া শুনায় কাজ নাই এই সময় থেকে কর্ম্ম কাজ কোন রকম শিখে দু পয়সা আনবার চেষ্টা করেন। আর কিছু সংস্থান না করে যেন বিবাহ না করেন। পাড়াগাঁয়ে সুখ্যেতের ধ্বজা উঠেছে বলে যেন মনে না করা হয় যে শিক্ষাটা যথেষ্ট হয়েছে!

(স্বগত) এই ছেলেকে ২০০৲ টাকা নগদ আবার লেখা পড়া শেখান!

ঘটক। সে খবরে আপনার কাজ কি? কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার হবেন আর নির্দ্দোষীর ঘরের ছেলে পাবেন। বস! যথেষ্ট!

রাম বাবু। আপনার সম্বন্ধ আনিবার দরকার নাই। যেখানেই বিবাহ হউক আপনার পাওনা গণ্ডা আপনি ঘরে বসিয়া পাবেন। আমি রাজবল্লভ বাবুর বাড়ীই মেয়ের বে দেবো স্থির করেছি।

ঘটক। (কর্ণে হাত দিয়া) রাম! রাম! সে যে নিচু ঘর!

রাম বাবু। বোয়ে গেল! আমি একটা দেবীবরের ভ্যাড়া হইতে রাজী নই।

ঘটক। যদি নিচু ঘরেই দেবেন তবে ওখানেই ত একটী বেশ ছেলে রয়েছে। তাকেই দেখুন না?

রাম বাবু। কে?

ঘটক। গোপাল।

রাম বাবু। গোপাল বাবু যে এখন বে কোর্ব্বেন না। গোপালের সঙ্গে বে দিতে পাল্লেত মনের ক্ষোভ মিটে। আহা বেশ ছেলেটী, যেমন লেখা পড়া শিখেচেন, তেমনি স্বভাব চরিত্র। আর কেমন সংসারী! আমি তাঁর সঙ্গে কথা কোয়ে দেখেছি। লেখা পড়া শিখ্‌চেন বলে যে বে করে বড় মানুষ হতে হবে এভাব তিনি মনেও স্থান দেন না। তিনি বলেন যাকে বে করে আন্তে হবে সে সংসারের উপযুক্ত হওয়া চাই। গৃহস্থের মেয়ে হবে, শান্ত শিষ্ট হবে। গৃহ কর্ম্মে দক্ষ হবে, লেখা পড়া কিছু জানিবে, বুদ্ধিমতী হবে, গোছাল হবে, এমন বৌ যদি ঘরে আসে তবে সেই ত লক্ষ্মী। লোকে এমন ধারা বৌ ত ঘরে আনিবার চেষ্টা করে না। কেবল কে কত বেশী টাকা দিয়ে একটা ন্যাকা আজুলী গছাইয়া দিতে পারে এই খুঁজে খুঁজেই সকলে সারা হোলো! গোপাল বাবু আমাদের সকলি জানেন। তিনি আমার মেয়ের

কত সুখ্যাতি করেন। উহাঁদের অবস্থা একটু ভাল থাকিলে কি গোপাল হাত ছাড়া হয়।

ঘটক। (সাশ্চর্য্য বিস্ফারিত লোচনে) এ্যাঁ! আশ্চর্য্য কাল ধর্ম্ম! নিচু নিচু তস্য নিচু ঘর! তার সঙ্গে বিবাহ দিতে কোন আপত্তি নাই! তবে শ্রোত্রীয়, বংশজ, চৌধুরীদের ঘরের ছেলে আনিতে দোষ? কুল মর্য্যাদা লোপ পাইল দেখি!

রাম বাবু। আমি ত কোন দোষ দেখি না। তবে এখনও চল্‌তি হয় নাই। রাজবল্লভ বাবুর ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হয় ত তখন দেখা যাবে!

ঘটক। সে গুড়ে বালি! সে ছেলের অন্যত্র সম্বন্ধ হচ্চে। যে কুলীন হয়ে কুল মর্য্যাদা রাখে না সে ত অকূলীন! অকুলীনের কন্যার সহিত রাজবল্লভ বাবুর পুত্রের বিবাহ! একি সম্ভবে?

রাম বাবু। দেখুন ঠাকুর! 'কুলমর্য্যাদা' 'কুলমর্য্যাদা' কোরে বেশী হাঁপাবেন না। বড় বড় কুলীনের ঘরে বড় বড় গণ্ড মূর্খ জন্মাচ্ছে কেন বোল্‌তে পারেন? শুক্র শোণিতের নৈকট্য সম্বন্ধে যে বংশ একেবারে অধঃপতিত হয় সেটা আপনারা আমোলেই আনেন না! কেবল 'কুলীনের ব্যাটা কুলীন' বলিয়া একটা চীৎকার শিখিয়া কতকগুলা গর্ব্ভস্রাবের সৃষ্টি করাচ্ছেন!

ঘটক। ক্যান! শাস্ত্রে ত লিখ্‌চেন

"পঞ্চমে সপ্তমে বাপি যেষাম্ বৈবাহিকী ক্রিয়া,
তে চ সন্তানিনঃ সর্ব্বে পতিতাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।

রাম বাবু। তবে ওটা মানা হয় না কেন? পিণ্ড না বাঁধিলেই স্বজন দোষ ধর্ত্তব্য হইল না!

ঘটক। দেশাচার।

রাম বাবু। শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ দেশাচারকে মেনে চল্‌বার কি উপদেশ আছে নাকি?

ঘটক। তা কি করা যাবে? যুগধর্ম্ম ত একটা আছে।

রাম বাবু। আপনাদের নমস্কার! এখন এই পর্য্যন্তই থাক্! আমি চল্লুম বেলা হোয়েছে। (প্রস্থান)

ঘটক। অনেক দিনের বাঁধা ঘরটা হাত ছাড়া হোলো দেখি! এখন রাজবল্লভের ছেলেটাকে কম্বুলেটোলায় দিতে পাল্লে কিছু প্রাপ্তি হয়। দেখা যাক্।

(প্রস্থান)।

২য় দৃশ্য—রাম বাবুর অন্তঃপুর।

রাম বাবু ও বরদা পিশি।

বরদা। হ্যাঁ রাম! ঘটক ঠাকুর না এসেছিলেন?

রাম। হ্যাঁ!

বরদা। কি বলেন?

রাম। কুল মর্য্যাদা যে পরম পদার্থ তাই শেখান হোচ্ছিল! আর পুঁজি কতক সম্বন্ধ এনেছিলেন।

বরদা। কোথায়?

রাম।. একটী কোথা বোন্ বিষ্ণুপুরে—

বামা পিশি (নেপথ্যে) ('যেমন দশা', 'যেমন দশা !' করিতে করিতে প্রবেশ)

রাম। (বামা পিশিকে লক্ষ্য করিয়া) এসগো পিশি।

বামা। কিসের কথা র‍্যা রাম !

রাম। এই ঘটক ঠাকুর সম্বন্ধ নিয়ে'সেছিলেন তাই বোলচি।

বরদা। তারপর বোন্ বিষ্ণুপুরের ছেলেটী কেমন ?

রাম। ছেলেটী গবারাম, তার বাপের দেনায় চুল বিক্‌য়ে রোয়েচে। বড় কুলীন ! দর ৫০০৲ টাকা।

বরদা। অবাক্ ! মিন্সে কি গো ?

রাম। আর একটী সম্বন্ধ এনেছেন ২১ বৎসরের। নির্দ্দোষীর ছেলে দুবারের বার এণ্ট্রান্স পাশ হয়েছেন থার্ড ডিভিজনে। দর ২০০৲ টাকা নগদ, আর ছেলেকে লেখা পড়া শেখান। বরের বাড়ী যেতে গেলে ৪ দিন লাগে, কতক নৌকায়, কতক গরুর গাড়ী, কতক হেঁটে !

বরদা। সেখানেই বা দেবে কেমন করে ?

বামা। দেখ্ বরি, তুই আর বাতাস দিস্‌নি। ছোঁড়াকে তোরাই আরো পথে বসালি ! মেয়ের বে কি ছিষ্টির লোকে দিচ্চে না ? বুড়ো ঢেঁকি মেয়ে কোরে রেখেছে ঘরে ! আর, এর সঙ্গে বে দেওয়া হবে না, ওর মা নেই, তার বাপের পয়সা নেই, অমুক মুখ্যু, অমুকের বাড়ী দূরে, এত কেন ? এসব বুদ্ধি ত ভাল না ! লোকে কথায় বলে কন্যাদায়, যেমন কোরে পারিস্ দায় উদ্ধার

হ! বেঁচে যা। ধাঙ্গ্ড়ী মেয়ে এখনো পার হোলো না, পেটে ত ভাত জল যাচ্চে? ছি! ছি! ছি!!!

বরদা। তোর সই গিছে রাগ কেন? যার জ্বালা সেই জানে।

বামা। জানে? ছাই জানে! বড় যে সব ঠিক করে রেখে-ছিলি রাজবল্লভ বাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে! এখন আশায় ছাই পোড়েচে ত? এখন আর সেকাল নেই বাবা! অত বড় মানুষের বাড়ী কুটুম্বিতে করা বড় দু পাঁচ শোর কর্ম্ম নয়! আমি ত শুনেই বোলেছি যে ও সম্বন্ধ টেঁক্‌বে না। আজ ঘটকের মুখে প্রকাশ হোলো ত সে ছেলের আর কোথায় ভাগ্যিমানের বাড়ী কথা হোচ্চে?

রাম। (স্বগত) পাড়ায় এমন বামা পিশি আর দুই পাঁচটী থাকিলেই দেশ ছেড়ে পালাতে হয় আর কি।

(প্রকাশ্যে) ঘটক বল্‌ছিলো বটে। তা ছেলে থাক্‌-লেই কত সম্বন্ধ আসে। তা বলে রাজবল্লভ বাবু প্রবঞ্চনা কোর্ব্বেন নাকি?

বামা। এখনো মনে ঠিক দেওয়া হচ্চে? ধিক্! এ বামি বাম্‌নির কথা দেখিস্ তখন ফলে কি না। রাজবল্লভের ছেলে আন্‌তে পারিস্ ত আমার নামে থুড়ি থাক্! যেমন দশা!

(হাত নাড়িতে নাড়িতে প্রস্থান)

বরদা। ও মাগীর ঐ রকম কথার ছিরী! লোকের বিপদ পোড়্‌লে মাগীর যেন আমোদ হয়!

(বামার পুনঃ প্রবেশ)

বামা। দ্যাখ্ বরী! মাগী মাগী করিস্ নি বোল্‌চি। আ মর! বোসে বোসে ষোল কুড়ি পাটা দেওয়া হচ্চে। তবেই রাম তোর ছাতা দিয়ে মাথা রাখ্‌বে! আর আমাকে চাল কেটে তুলে দেবে আর কি। তোর মতন খোসামুদী আমায় পাস্‌নি, আমার কাছে পষ্টাপষ্টি কথা!

বরদা। কে তোমায় শুভ সমাচারটী নিয়ে আস্‌তে বলেছিল?

বামা। আন্‌বোনা? অত আশয় কেন? অসৈরণ যে সয় না!

রাম। হ্যাঁগা পিশি আমার ওপর তোমার কি রাগ বল দেখি?

বামা। আর কালামুখ নাড়্‌তে হবে না।

(পুনঃ প্রস্থান)

বরদা। ওর ঐ রকম স্বভাব!

রাম। আমার মেয়ের বে আমি সে বুঝ্‌বো। ও'র তা মাথা ব্যাথা কি?

বরদা। যাক্, ওর ঐ রকম! পাড়া গাঁয়ে গিন্নি বান্নিদের ভেতর দু একজন অমন থাকে।

রাম। হ্যাঁ! যেন কতকটা ঝাল্ ঝেড়ে যাওয়া হোলো।

বরদা। যা হোক্ তুমি একবার রাজবল্লভ বাবুর বাড়ী, এর মধ্যে যেও। নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নয়।

রাম। যাব বৈ কি!

বরদা। আমি বাবা এখন আসি। (প্রস্থান)

রাম। বরদা পিশি এক গিন্নি, আর বামা ঠাক্‌রুণ এক গিন্নি! বাবা! মেয়ের বাপ্ হওয়া বড় পাপই বটে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

সুরেণ বাবু ও ধীরেণের ইয়ার।

ইয়ার। কি হে সুরেণ বাবু যে?

সুরেণ। আজ মাণিক জোড় যে ছাড়াছাড়ি?

ইয়ার। ধীরেণ যে আজ শ্বশুর বাড়ী।

সুরেণ। সেদিন যে বে হোল! এখুনি শ্বশুর বাড়ী?

ইয়ার। সেখানে যে Garden party!

সুরেণ। এখানে Garden দেবার আগে সেখানে?

ইয়ার। তুমি তার কি বুঝবে বল? আইবুড়ো কার্ত্তিক, ময়ুর চড়ে বেড়াচ্চো!

সুরেন। কার্ত্তিক বড় নয়! রুক্মীণীর বিবাহ Play হবে দেখো তখন! দামু পালের ব্যাটা!

ইয়ার। ইঁ! হিঁ!! দামু পাল! দামু ঘোষের ব্যাটা, শিশুপাল বলো!

সুরেন। শিশুপাল বধ সমাপ্ত! বুঝেছো?

ইয়ার। কি ব্যাপার কি?

নবীন বাবুর প্রবেশ।

সুরেন। নবীন বাবু আস্‌চেন হে! এখন বাবা বেফাঁশ কথা হবে না।

ইয়ার। আরে নাও।

নবীন। কিহে সুরেন বাবু, রাম বাবুর মেয়ের সঙ্গে না তোমার বিবাহ হবে স্থির হয়েছে? তাই ঠিক আছে ত?

সুরেন। হাঁ, বাবার ত সম্পূর্ণ মত! তিনিও ত সব জানেন।

নবীন। কে আবার রাম বাবুকে খট্‌কা লাগ্‌ইয়েছে, তাই তিনি আমাকে জান্তে বলেছিলেন।

ইয়ার। তা একথা সুরেনের সঙ্গে কহা আপনার অন্যায়! সুরেণের বাপের কাছে জিগ্যেস কল্লেই ত সব টের পান!

নবীন। তাই কোত্তে হবে।

(প্রস্থান)

সুরেন। (ইয়ারের হাতে চপেটাঘাত করিয়া) ভায়া আমার কালীদাস! খুব তুড়েছ যা হোক্!

ইয়ার। হঁ! হিঁ!! কালীদাস! যা হোক্ এখন ভেঙ্গে চুরে বল দেখি! আমার কাছে ত আর লুকোচুরি চল্‌বে না?

সুরেন। আরে, বাবা বড় বদ্ ইয়ার্! এমন সম্বন্ধ জোটান হোচ্চে, পয়সার নাবে লবডঙ্কা।

ইয়ার। বল কি বাবা! তা হোতে পারে না! পকেট খর্‌চা কোত্থেকে আসে বাবা?

সুরেন। তাই ত মা বেটী আর এক জায়গায় জোগাড় কোচ্চে। দেখো এ কথা যেন কারুকে বোলো না!

ইয়ার। আমায় তেম্নি কাঁচা ছেলে পেয়েছো! কিন্তু দেখো ভায়া যেন Garden টা ভাল রকম হয়।

সুরেন। Garden কাল চাই! কালই কর না বাবা।

ইয়ার। বলো কি? হাত লেগেছে নাকি?

সুরেন। ভারি মজা হোয়েছে ভায়া!

ইয়ার। শুন্তে পাই?

সুরেন। মা সম্বন্ধ কোচ্চে বাবাকে লুকিয়ে। বুড়ো ময়না বেটীই মার জোগাড়ে।

ইয়ার। খুব ঝি হোয়েছিল বাবা!

সুরেন। বল কি? বুড়ো ময়না!

ইয়ার। তার পর?

সুরেন। টাকার দরকার হোলেই ময়নাকে বলি "টাকা দে নয় ত বাবাকে সব বোলে দেবো।" বেটী মার কাছ থেকে টাকা এনে হাজির করে। "চোরে কামারে দেখা নেই সিঁদ কাটী গড়া।" কেমন জোগাড়?

ইয়ার। খুব আছ এক হাত! "শাগ্‌কে শাগ্ পোঁদে মুলো।" এ যাত্রায় তোমারি জিৎ বাবা।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবল্লভ বাবুর অন্তঃপুর

হরসুন্দরী ও ঝি।

হর। দ্যাখ্ ঝি তুই যে আমার কি মাথা খাবি, কিছুই ত বুঝতে পাচ্চি না!

ঝি। সুরেন যখন হুড় হুড় করে টাকা ঢেলে দেবে আর চার ঘোঁড়ার গাড়ী করে বৌ বেটা এসে ফটকে লাগবে তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে মা ঠাক্‌রুণ!

হর। কর্ত্তা এমন রাগী মানুষ না!

ঝি। রাগী হয়ে কি কোর্ব্বেন? ঘরের বৌকেত আর বের করে দিতে পার্ব্বেন না!

হর। তোর পরামর্শ শুনে আমার একূল ওকূল দুকূল যাবে দেখ্‌চি।

ঝি। কাজ কি বাবু ছোট লোকের পরামর্শ শুনে? তোমার ছেলের বড় মানুষ শ্বশুর হবে তাতে আমায় কি রাজা কোর্ব্বে বলো? বলে—"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খড়্‌কের প্রাণ যায়"। তাই হোয়েছে আমার! বড় মানুষে, বড় মানুষে হবে কুটুম্বিতে আমি কেন মাঝে থেকে দুষী হই? কাজ নেই বাবু আমার কথায়! "চাচা আপনা বাঁচা!" আমি যেমন মানুষ তেম্‌নি থাক্‌বো। আমি কেন মরি লাপালাপি কোরে? তোমার ছেলের বে হবে ডেঙ্গো ডোক্‌লার ঘরে, আমার তা কি মাথা

ব্যাথা পোড়ে গেছে? আমার যেমন পোড়ার মুখ! আমি "মা ঠাক্রুণ" "মা ঠাক্রুণ" কোরে মরি মা ঠাকরুণের মন জুগ্ইয়ে। আর মা ঠাক্রুণ ত কেমন! আমাকেই কেবল ফাঁদে ফেল্‌বার চেষ্টা। আমাকেই কেবল মজান। এই দিব্বি রইলো। আমি যদি আর সুরো বাবুর বের কথায় থাকি ত আমার নামই না।

হর। আ! তুই রাগিস্‌ই কেন ছাই?

ঝি। আমার রাগ কি? আমি দাসী, বাঁদী! আমার আবার রাগ কি মাঠাক্রুণ? খাটি খুটি খাই দাই, আমার কাজ কি বাবু কিছুর মধ্যে থাকায়! বড় লোকের বড় কথা! ছোট লোকের ও সব কথায় দরকার?

হর। তুই রাগিস্‌ই কেন? আমি কি তোকে ঝির মত দেখি? তোকে ত গিন্নির মত কোরে রেখেছি! তবু তোর মন ওঠে না?

ঝি। (ক্রন্দিত স্বরে) ঐ করেই ত আমার মাথাটা খেয়েছো মাঠাক্রুণ! অত যত্ন আত্মি কর বোলেই ত তোমার এখান ছেড়ে আর কোথাও টেঁক্‌তে পারি না মাঠাক্রুণ! আর সুরো বাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ কোরেছি! (ক্রন্দন বৃদ্ধি) ওকে আমি কি পর মনে করি মাঠাক্রুণ? সুরো বাবু সুধু আমার পেটে জন্মায় নি এই তফাৎ (ভেউ ভেউ ক্রন্দন)।

হর। এমন ঝি কিন্তু বাবু আর হবে না! আহা 'সুরো বাবু' 'সুরো বাবু' কোরে সারা হয়!

ঝি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নইলে আমি কেন এত আটু পাটু কোরে মরি মাঠাকরুণ ?

হর। তা কি আর আমি জানি না র‍্যা ঝি ? সুরেণের ওপোর আমারও যতটা টান্ তোরও ততটা টান্ !

ঝি। আমার টান্ হওয়া মিথ্যে ! আমি পর বৈত নয় !

হর। রাম বাবু এসেছিলেন। কর্ত্তার সঙ্গে কি কি কথা হোলো ?

ঝি। মিন্‌ষে বাবু ছিনে জোঁক !

হর। কি বলে ?

ঝি। তাকে আর বলতে হবে কেন ? কত্তা একেবারে ভিজে রোয়েছেন !

হর। কেন ?

ঝি। কেন আবার জিগ্যেস কোচ্চো ! মিন্‌ষে এসে বোল্লে তাকে কে খবর দিয়েছে সুরো বাবুর আর কোথাও সম্বন্ধ হোয়েচে। কত্তা একেবারে অভয় দিয়ে বোল্লেন "তাও কি কখন হয় ? আমি আপনাকে কথা দিয়েছি আর কোথাও কি হোতে পারে" !

হর। তবেই ত কত্তা অভয় দিচ্চেন যখন তখন আমরা কি কোত্তে পারি বল্ ? আমরা ত বেয়ে চেয়ে দেখ্‌লুম। তারপর যেখানে ভবিতব্যি আছে সেইখানেই হবে।

ঝি। থামনা মাঠাকরুণ ! এমন ভেড়ো কলে ফেলিনি !

হর। কত্তা যখন জাস্তে পেরেচেন যে আর কোথাও সম্বন্ধ হোচ্চে তখন আর রোক্ষে নেই !

ঝি। আমাদের পেটের কথা আর কর্ত্তাকে পেতে হয় না! কেমন ঘটকঠাকুরকে মাঝে রেখেছি!

হর। ঘটক ঠাকুরও কি ওখানে ছিল নাকি?

ঝি। না আজ থাক্‌বে কেন? আজ থাক্‌বার দরকার?

হর। তবে তোর ঘটক আর কি কোল্লে?

ঝি। ও মা ও কথা বোলোনা! ঘটক যদি স্থরো বাবুর পাঁচ ছটা সম্বন্ধর কথা কর্ত্তার কাছে উপস্থিত না কোত্তো তাহলে কর্ত্তা ত আজই সব ধোরে ফেল্‌তো!

হর। তবে কম্বুলেটোলার কথা কর্ত্তা এখনো ঠাওরাতে পারেন নি?

ঝি। না! রামবাবুর কথায় কর্ত্তা মনে কল্লে ঘটক যে সব সম্বন্ধের কথা বোলেছিল সেই কথাই কেউ রাম বাবুকে বোলে থাক্‌বে!

হর। কি কোরে জান্‌লি?

ঝি। কথা শুন্‌লে আর বোঝা যায় না! এখন রাম বাবুর মেয়ের বের দিনটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির পোড়্‌লে বাঁচি!

হর। কেন?

ঝি। এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? যত শীগ্‌গির দিন পোড়্‌বে তত শীগ্‌গিরই ঝঞ্ঝাট মিট্‌বে।

হর। কি কোরে ঝঞ্ঝাট মেটাবি? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্চি না!

ঝি। তোমার আর বুঝে কাজ নেই বাছা! আমি যেমনটী বোল্‌বো তেম্‌নি কোরো। তাহোলেই হোলো।

হর। সে দিন যে ঘটক পাঠালি। তাকি হোলো?

ঝি। তা না হোলে আর ছিনে জোঁক বোল্‌বো কেন? ঘটক ফিরে এসে বল্লে "রাম বাবু কেবল রাজবল্লভ বাবুরই কথা কয়, আর কোন জায়গায় তার মত করাতে পাল্লুম না"।

হর। হাতে চাঁদ পেয়ে কে ছেড়ে দ্যায় বলো?

ঝি। পাওয়াব এখন! বামনের আবার চাঁদে হাত!

হর। আহা বামুন টানা পোড়েন কোরে সারা হোলো!

ঝি। বামুনের যেমন রকম?

হর। ঘটক ঠাকুর যদি ওঁর মেয়ের বে আর কোথাও দেয়াতে পারেন, তাহলেই ত কম্বুলেটোলার সম্বন্ধ টেঁক্‌বে।

ঝি। না হোলে কি কোত্তে হবে?

হর। নয় ত কত্তা কথা দিয়েচেন, বামুন আশা কোরে আছে, তাকে কি নৈরাশ করা যায়?

ঝি। অত যদি ভাল মানুষি! তবে আমায় নাচান কেন? লুকয়ে লুকয়ে পত্র করা হোলো!

হর। পত্র আবার কবে হোলো লো?

ঝি। আহা নেকি আর কি? সে দিন যে সুরো বাবু ২৫৲ টাকা চেয়েছিল, তুমি কি দিছ্‌লে?

হর। তুই যে বল্লি ঘটক ঠাকুর দিয়েছে!

ঝি। ঘটক তার বাবার টাকা দিলে নাকি? চুপি চুপি পত্র কোরে ঐ টাকা দিয়ে দিলে!

হর। পত্র হোলো কোথায়? আমরা কিছু টের পেলুম না?

ঝি। বাড়ীতে কি হবার যো আছে? কত্তা তাহলে টের পাবে না?

হর। মাথা খেয়েচিস্! পত্র হবার সময় আমায় একবার জিগ্যেস কোত্তে নেই?

ঝি। তোমাকে আবার জিগ্যেস কোর্ব্বো কি? তুমি ত আমায় বোলেছ তোমার মত আছে। ভাগ্যিধরের বাড়ী ছেলের বে দেবে চিরকাল বোলে আসচ। ঘটক ঠাকুরকে সে দিন বোল্লে যে কম্বুলেটোলায় বে টী হয় তাই তোমার মনের ইচ্ছে। আবার তোমায় জিগ্যেস কোর্ব্বো কি।

হর। হ্যাঁ লা! বড় মানুষ কুটুম হয় কার্ না ইচ্ছে? তা বোলে কি আমি বোলেছি চুপি চুপি পত্র কোরে আয়?

ঝি। আ! ভয়েই মোলেন! পত্র হোয়েচে তাতে কি হোলো? বৌঁড়শের বে টা ভেঙ্গে গেলেই কত্তাকে রাজি কোরে কম্বুলেটোলায় বে দোবো। তুমি দ্যাখো না!

হর। তুই ই জানিস কি মাথা খাবি! ঐ কত্তা আস্‌চেন বুঝি?

(রাজবল্লভ বাবুর প্রবেশ)।

রাজবল্লভ। কৈ জল গরম হোয়েচে?

হর। আজ কি তুমি নাইবে?

রাজ। ঝিকে দিয়ে যে বোলে পাঠালুম?

হর। হ্যাঁরা ঝি! কারুকে বোলেচিস্?

ঝি। না গো মাঠাকরুণ! তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভুলে গেছি! (প্রস্থান)

রাজ। গুখেগোর বেটীকে ত বিদেয়ও কোর্ব্বে না! বেটী সমস্ত দিন করে কি?

হর। আমি কি বিদেয় কর্ব্বার কত্তা?

রাজ। তোমার জন্যেই ত ওকে তাড়্য়ে দেওয়া হয় না? ওকে তাড়াতে গেলেই তুমি প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদ্‌তে বোস্‌বে!

হর। আমার মতেই ত সব কাজ হোচ্চে?

রাজ। কোন্ কাজটা তোমার অমতে হোলো?

হর। না সবই আমার মত নিয়ে হোচ্চে!

রাজ। তোমার মতে চোল্লে যেখানে লোস্‌কান্ নেই সেই খানেই চলা হয়।

হর। বোঁড়্শের সম্বন্ধটী রদ্ হোলে বুঝি গঙ্গামণ্ডল তালুক বিক্রী হোয়ে যেতো?

রাজ। যখন বৌ নিয়ে ঘর কোর্ব্বে তখন জাস্তে পার্ব্বে কেন ওখানে দিচ্চি।

হর। আমি জাস্তে চাই না!

রাজ। কেন?

হর। কেন জাননা নাকি?

রাজ। তোমার টাকার ভাবনায় দরকার কি? ছেলে বে কোরে এনে টাকা দেবে তবে তোমার দিন গুজরান্ হবে নাকি?

হর। তা কেন? তবু একটা লোক লৌকতা আছে!

রাজ। তা লোক লৌকতা হবে না নাকি?

হর। হবে না কেন?

রাজ। গেরস্তর ঘরে মানুষে যেমন করে তেম্নি হোলেই ত হোলো?

হর। তবে ত ধূম ধামের সীমে নেই?

রাজ। নিজেরা ধূম ধাম কর না?

হর। কেন, ব্যাচা কেনার ঘর নাকি?

রাজ। বে উপলক্ষে খরচ পত্র কোল্লেই কি কেনা ব্যাচার ঘর হোয়ে গ্যাল?

হর। তা নয় ত কি? কেনা ব্যাচার ঘরেই ত খরচ পাতি কোরে গয়না গেঁটে দিয়ে ডোক্লার ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে আসে?

রাজ। দ্যাখ, দেমাকের কথা গুলো আমার বরদাস্ত হয় না! তোমাদের চেয়ে কম্ পয়সা থাক্লেই বুঝি ডোক্লার ঘর হোয়ে পড়্লো? বিধাতা কখন কাকে পয়সা দ্যান্, কাকে গরিব করেন কিছু জান্‌বার যো আছে? তুচ্ছ পয়সা কম্ থাক্লেই কি মানুষের মনুষ্যত্ব গ্যাল?

হর। আমরা মুরুখ্যু মানুষ অত শত বুঝি না।

রাজ। তবে এত বার সতের কথার দরকার কি?

হর। আমার যে বোত্রীশ নাড়ী ছেঁড়া ধন!

রাজ। ধন ত বড়! গোবর ধন! যে ছেলে বিইয়েছ, চোদ্দ পুরুষের মুখ উজ্জ্বল কোরেছো!

হর। আমার স্বরেণের কথা পোড়্লেই তোমার বেন কাটা ঘায়ে নুন পড়ে !

রাজ। সাধে পড়ে ?

হর। বয়েস কালে কত লোকের ছেলে এই যে আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়ায় ?

রাজ। সে সব আর কি ছেলে ! বেঁড়ে বাঁদর !

হর। বাঁদর যদি তবে আর তোমার বোঁড়্শে থেকে মুক্তোর হার আন্‌বার দরকার ?

রাজ। সত্যিই ত ! এ বে যদি হয় বাঁদরের গলায় মুক্তার মালাই হবে !

হর। তবে তোমা হোতে এ কাজ হয় কেন ?

রাজ। আমি নিজে এ সম্বন্ধ কখনই উত্থাপন কর্ত্তুম না। ব্রাহ্মণ এসে নেহাত ধোল্লে তাই ঘাড় পেতেছি। দেখি যদি বৌ ভাল হোলে ছেলেটা সোধ্‌রায় ?

হর। তারাই বা ধোল্লে কি বোলে ?

রাজ। তারা কি আর তোমার ছেলেকে দেখে ধোল্লে ? তোমার ছেলে যে ধনুর্দ্ধর তা তারা বেশ জানে।

হর। তারা যাকে দেখে ধোরেচে তাকেই বে দিগ্‌গে যাক। শুভ কম্মটা হবে কবে ?

রাজ। আর কুড়ি দিন পরে দিন স্থির করে দিয়েছি।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। জল হোলো বোলে আপনি তেল মাখুন।

(রাজবল্লভ বাবুর প্রস্থান)

হর। কাজ রফা হোয়ে গেছে লো ঝি!

ঝি। কি রফা?

হর। এই আমার কতক গুলো টাকা গন্ড লোসকান্ আর কি?

ঝি। কেন?

হর। কত্তা পাঁজি টাঁজি দেখে ঠিক্ ঠাক্ কোরে দেছেন। আর কুড়ি দিন পরেই বের দিন হোয়েচে।

ঝি। নুকয়ে যে পত্র হোয়েচে তাত কত্তা জাস্তে পারেন নি?

হর। তা জান্‌লে কি আর আমায় এ বাড়ীতে থাক্‌তে হবে?

ঝি। তোমার এক ভয়! সাহস চাই মাঠাকরুণ।

হর। ভয় সাধকোরে হয়?

ঝি। তুমি বাছা আমার কথা গুলি শুনো দেখি, কেমন কত্তা দেখে নেবো!

হর। তোর বড়াইয়ে কাজ নেই!

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রামবাবুর অন্তঃপুর।

রামবাবু ও রামবাবুর স্ত্রী।

রাম। ব্যাপার বড় সোজা নয়! বাবা! এক মেয়ের বে তেই এই হায়রান্! গেছি আর কি!

স্ত্রী। তুমি যে বোল্‌তে "মেয়ে আর ছেলে তফাৎ কি!" এখন দেখ্‌চো ত?

রাম। তা ভাই আমি এখনো বলি। এত যে কষ্ট তা কেবল সমাজের দোষে দাঁড়্‌য়েছে বৈত নয়!

স্ত্রী। এখন তোমার জোর করে বলা! আগে আগে বোল্‌তে "মেয়েকে এমন করে তৈয়ার কোর্ব্বো যে কতলোকে যেচে বে দেবে"। আহা বাছাকে আমার ছেলেবেলা থেকে ছেলের মতন কোরে পালন করা হলো। সংসারের সব কাজ শেখান হোলো! কত শিল্পি কর্ম্ম শেখালে। লেখাপড়া শেখান হোলো। আহা মার আমার কেমন বুদ্ধি সুদ্ধি! ওর বয়সে কোন বেটাছেলে এত শিখ্‌তে পারে না। তারপর বের সময় এত ছেঁচা ছেঁচি!

রাম। তা আর কি কর্ব্বো বলো? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

স্ত্রী। বের সময় যখন টাকা নইলে চল্‌বে না তখন মেয়ের ওপোর ছেলে বেলার খরচ পাতি করবার দরকার কি?

রাম। সমাজে দুর্ ছাই করে বোলে কি আমরাও দুর্ ছাই কোর্ব্বো? তুমিই বল না? মেয়ে বোলে কি তোমার যত্ন কম হয়? আমরাও যদি অর্সদর্শ করি ত বাছাদের কোমল প্রাণে কত আঘাত লাগে তা কি বুঝ্‌তে পার না?

স্ত্রী। তা বুঝে কি কোর্ব্বো? আহা বাছা আমার সে দিন পর্য্যন্ত বেটাছেলে সেজে বেড়্‌য়েছে! ছেলে বেলায় কত দিন বোলেছে "মা আমার বের সময় কেমন বৌ আস্‌বে মা"? যেন মা আমার ব্যাটা!

রাম। এমন সোণার ছেলে বেলায় আমরা বাপ, মা হোয়ে, মেয়ে আর ছেলে ভিন্ন ভিন্ন রকম কোরে পালন কোর্ব্বো! সমাজ মেয়েদের যতই নীচে ফেলুক্, যতই দুঃখের ভারে ভারী করুক, বিধাতা তাদের কিশোর প্রাণে বাজ্ লাগ্তে দেবেন না। মেয়ে নামের সঙ্গে যে কি ঘৃণাই আমরা লাগ্য়ে রেখেছি তা যদি বালিকা বয়সে তারা জান্তে পার্ত্তো তা হোলে কি বাছাদের কচি মুখে হাসির আলো আমরা দেখ্তে পেতুম? শৈশবে ছেলে মেয়ে সকলে মিলে নেচে, কুঁদে, হেসে, খেলে যে সুখ পায় সে সুখে হন্তা হোলে কি পাপ নেই? ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় ছেলে বেলায় মেয়েরা বুঝ্তে পারে যে "মেয়েতে আর ছেলেতে ৫০০ বাড়ী তফাৎ"!

স্ত্রী। তা আর কৈ বুঝ্তে পারে? এক দিন বাছা আমার পণ্ডিত মশায়ের কাছে বোসে পোড়্চে। ও বাড়ীর চারু কাকার ছেলেও পোড়্ছিল। নরেণ বাবু এসে জিগ্যেস কোচ্ছিলেন কে কেমন পড়া শুনা কোচ্চে। পণ্ডিত মশায় বোল্লেন এই মেয়েটী সকলের চেয়েই পড়া শুনায় এগ্য়েছে। এমন সময় বামি পিশি যেন তাড়কা রাক্ষসীর মত এসে উপস্থিত!

রাম। আচ্ছা! বামি পিশি আমাদের উপর মাঝে মাঝে পড়ে কেন?

স্ত্রী। কে জানে? মাগী যেন আমাদের নামে মরে!

রাম। তারপর বামি পিশি সেখানে গিয়ে কি বোল্লে?

স্ত্রী। বোল্লে, কি কথা র‍্যা ? নরেণ বাবু বোল্লেন পণ্ডিত মশাই বলেন এই মেয়েটীর নাকি বুদ্ধি শুদ্ধি বড় ভাল ! মাগী ত তেলে বেগুনে জোলে উঠেছে !

রাম। কেন কি বোল্লে ?

স্ত্রী। বোল্লে মেয়ে মানুষের আবার সুখ্যেত ! ধিক্ ! বই বগলে কোরে আবার পোড়্‌তে আসা হোয়েছে ! সোণার চাঁদ ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসা হোয়েছে ! তার চেয়ে দড়ী কল্‌সী নিয়ে জলে গে ওলো না, বাপের পয়সা বেঁচে যাবে এখন !

রাম। আমার পয়সা বাঁচ্‌লো আর না বাঁচ্‌লো, ও বেটীর এত কি মাথা ব্যাথা পোড়ে গেছে ? মাগী মরেও না ত যে পাড়াটা জুড়্‌য়ে যায় !

স্ত্রী। বাছা ত আমার মুখ শুক্‌য়ে কাঁদ কাঁদ হোয়ে বাড়ী এলো ! এসে জিগ্যেস কোচ্চে "হ্যামা ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বোস্‌তে নেই" ?

রাম। বামি বেটীকে কেউ কিছু বোল্লে না ?

স্ত্রী। ওমা ! ওকে আবার চেনে না কে ! কেন কাঁচা গুয়ে ঢ্যালা মার্ত্তে যাবে ?

রাম। আমি এইবার দেখা হোলে বোল্‌চি রোসো !

স্ত্রী। এখন আর মাগীকে ঘাঁটায় ! আগে কন্যাদায় কাটুক !

রাম। আর কাটাকাটি কি ? দিন স্থির পর্য্যন্ত হোয়ে গেছে ! রাজবল্লভ বাবু নিজ মুখে আমাকে সব উয্যুগ কোত্তে বোলেচেন। এখনো তোমার বিশ্বাস হয় না ?

স্ত্রী। সে সঙ্কটে পড়া গিয়েছে তা থেকে সে কেটে উঠল এ ত মনে হয় না!

রাম। এ আর নড় চড় হয় না।

স্ত্রী। তা হোলেই ত বাঁচি! কিন্তু জামাইটী ভাল হোলো না। তবে মেয়েটা এক মুটো খেতে পোর্ত্তে পাবে।

রাম। তা আর কি করা যাবে। ঘোঁড়ার ডিমের কুল একেবারে জাহান্নবে দিতে পাল্লে তবে যদি মনের মত জামাই কোত্তে পাত্তুম।

স্ত্রী। তা দুই এক ঘর আরো নিচুও ত দেখেছিলে।

রাম। তার কর্ম্ম নয়। একেবারে থাক্ ছেড়ে দিতে হয়!

স্ত্রী। তা বুঝি আবার কখন কেউ করে?

রাম। তবে আক্ষেপ কেন?

স্ত্রী। আক্ষেপ আর কি! আপনাদের যেমন বরাত তেমনি ত হওয়া চাই। এখন কর্ম্মটী ভালয় ভালয় হোয়ে গেলে বাঁচি।

রাম। আর কি গোল বাঁধবে? বলা যায় না, সকলি ঈশ্বরের হাত।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

—o—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সন্ধ্যাকাল, বীডন গার্ডেন।

নবীন (আপনার মনে গান)।

আর আমি প্রেম চাহিনি চাহিনি
প্রেম পুতলি আমার হোয়েছে রে বাঘিনী
সুধা হাসি পিরীত রাশি কিছুতে কাজ নাই
এখন ভালয় ভালয় ছেড়ে দিলে প্রাণটারে জুড়াই
তা হবার তো যো নাই।
(তাই) ছাড়ান্ ছিড়েন্ নাইকো জেনে মরণেরি দিন গুনি ॥
সুখ হলোনা বয়ে গেল স্বস্তিও ত পেলুম না
সব রমণী সুখের খনি ভেবে কেন মলুম না
এমন জ্যান্তে মরণ আজীবন হবেরে তা জানিনি ॥

সুরেণের প্রবেশ।

নবীন। হ্যাঁ সুরেণ! আজ না তোমার বের দিনস্থির হোয়েছিল ?

সুরেণ। (স্বগত) এই রে গোল হোয়ে পড়্‌লো দেখ্‌তে

পাচ্চি। এ ব্যাটাও এখানে মোত্তে এয়েচে! (প্রকাশ্যে) না দিন বোদ্‌লে গেছে।

নবীন। এ মাসে আর কি দিন আছে?

সুরেণ। আছে বৈ কি! দু তিন্‌টে দিন, একটা কি!

নবীন। কোঁউই?

সুরেণ। কোঁউই টোঁউই জানিনা।

(গোপাল বাবুর প্রবেশ)।

সুরেণ। (স্বগতঃ) এই রে তেরস্পর্শ ঘটালে বাবা! আর এখানে থাকা নয়। (প্রকাশ্যে) নবীন বাবু মাফ্‌ কোর্ব্বেন বড় ব্যস্ত আছি। (বেগে প্রস্থান)।

নবীন। Good evening, গোপাল বাবু।

গোপাল। Good evening. কোন Private conversation হচ্ছিল কি? তাহোলে ত আমি এ দিকে এসে ভাল কোরি নি?

নবীন। না না। উনি যে আপনার neighbour! চিন্‌তে পাল্লেন না?

গোপাল। Neighbour! আমি না আস্‌তে আস্‌তেই তাড়া তাড়ি চোলে গেলেন! চিন্‌তে ত পারি নিই বটে!

নবীন। রাজবল্লভ বাবুর ছেলে সুরেন্দ্র।

গোপাল। সুরেণ এখন এখানে? তার যে আজ বে?

নবীন। এ্যাঁ!!! A regular rogue, a down right scoundrel! আরে আমায় বোল্লে বের দিন বদ্‌লে গেছে!

গোপাল। এ মাসে ত আর দিন নাই!

নবীন। বলেন কি ? বেজায় মিথ্যা কথা কয় তো ? আহা রাম বাবুর অমন মেয়ে কি বাঁদরের হাতেই পোড়্‌বে !

গোপাল। তা আর কি হবে বলুন। আপনি হাজার টাকার কমে বে কোর্ব্বেন না, আমি দু হাজার টাকার কমে রাজি হব না ! তা হলে আর মানুষে মেয়ের বে দ্যায় কেমন কোরে ? এখন ত আর মেয়ের গুণ অপ্‌গুণ কেউ দেখে না। কেবল এক দেখে টাকা ! আর লেখা পড়া শিখে চাক্‌রি বাক্‌রি ত বড় একটা মেলে না। পাশ করার লাভ চারিদিক হতেই কমে এলো ! কাজেই বে কোরে বড় মানুষ হবার লোভটা সাম্‌লাতেও পারে না।

নবীন। গোপাল বাবু আর লজ্জা দেবেন না। I have been convinced that it is rather the worthlessness of bridegrooms that is measured by the amount of money got at marriages.

গোপাল। কেন ?

নবীন। আমার সেই লক্ষ্মীছাড়া শালাটাকে জানেন ত ?

গোপাল। ধীরেণ ?

নবীন। হ্যাঁ ! সে ছোঁড়া বের সময় হাজার টাকা নগদ পেয়েছে। এ সওয়ায় ঘড়ী, আংটী, খাট, পালঙ্গ এ সব ত আছেই। আবার তার এক বাঁদুরে ইয়ার আসে তার বে তে নাকি আরও বেশী পেয়েছে ?

গোপাল। আপনি রাগ কোর্ব্বেন না ! আমাদের মত

লোকেদের বড় মানুষী বিবাহ খাটে না। টাকা কড়ি নোয়া দোয়া বড় মানুষদেরই পোষায়। আমরা গরিব গুরবো লোক। দুঃখের ভাত সুখ কোরে খেতে পার্ব্বো, সেই রকম চেষ্টাই ভাল। তা ত এখন আমরা কেউ ভাবি না। লেখাপড়া শিখে আমরা মনে করি যেন আর কার উপকার কোচ্চি, কার যেন মাথা কিন্‌চি। যিনি লেখা পড়া শিখ্‌লেন তাঁর পয়সা চাই। কাজেই চেষ্টা হোলো বড় মানুষের বাড়ীর গোবরের পুতুল বে কোরে নিয়ে আস্‌বেন। গেরস্ত ঘরের মেয়ে, যাদের হোতে সংসার সৌষ্টব হবে ; যত্ন, আত্মি পাওয়া যাবে ; তাদের বের সময় আর ভাল ছেলে কোথা থেকে মিল্‌বে ? যত সমাজের ওঁচা, রেজ্‌লা ছেলে তাদের ভাগ্যে পড়ে। এর ফল যে কি হবে তা বুঝতেই ত পাচ্চেন ?

নবীন। Unequal combination. Oh, shocking! Gopal Babu, I do now feel the full force of your argument! গোপাল বাবু আমি যে বে কোরে কত Repent কোচ্চি তা আর কি বোল্‌বো আপনাকে!

গোপাল। এইটীইত মজা! আপনি রাগ কোর্ব্বেন না। আপনার মত অনেককেই বে করা, টাকা নোয়া শেষ কোরে তার পর Repent কোত্তে শুনিছি। বে করবার আগে কিন্তু কোন বাবুকেই ও ভাবনাটী মনে স্থান দিতে দেখিনি। অথচ বাবুদের Public spirit কত!

Agitationএর বেগই বা কত ! বড় বড় Question সব moot করা হোচ্চে ! আর কথায় কথায় spirit of self sacrificeএর কথা কহা হয় ! তাই ত মাঝে মাঝে মনে হয় যে ভায়াদের Progress যে টুকু হোয়েছে তা সবই hollow আর heartless.

নবীন। আর গঞ্জনা দেবেন না। আমারও এককালে ঐ দলে নাম লেখান ছিল।

গোপাল। এখন কি তবে Public spirit একেবারে গেল নাকি ?

নবীন। না ! যাবে কেন ? তবে Modified হোয়েছে বটে ! এখন আর Lip deep policy ভাল লাগে না।

গোপাল। এখন থেকে তবে আপনি আন্তরিক চেষ্টা কোর্ব্বেন যাতে unequal combination না হোতে পায় ?

নবীন। নিশ্চয়ই চেষ্টা কোর্ব্বো ! কিন্তু আমার চেষ্টায় আর কোন ফল হয় না !

গোপাল। কেন ?

নবীন। আমি যদি এখন আমার কোন friendকে বলি যে "ভাই টাকার লোভে বড় মানুষের বাড়ী বে কোরোনা, গেরস্তর মেয়ে বে কোরো যে থাকবে ভাল। তা হোলে আমাকে হেসেই উড়িয়ে দেবে। বোল্‌বে 'নিজের বেতে বিলক্ষণ দু পয়সা লাভ কোরে শেষে Reformer হোয়ে দাঁড়ালেন" !

গোপাল। যাক্ ও কথায় আর কাজ নাই। আর আপনি কতক্ষণ এখানে থাকবেন?

নবীন। কেন! আপনি কি এখুনি ফিরবেন নাকি?

গোপাল। হ্যাঁ, একটু সকাল সকালই যাওয়া যাক্। সুরেশ যখন এতক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে ছিল ওদের হয় ত বিবাহে কোন বিভ্রাট উপস্থিত হোয়েছে। দেখিগে কি ব্যাপার হোলো!

নবীন। চোল্লেন তবে? আচ্ছা আসুন Good night.

গোপাল। Good night. (প্রস্থান)।

নবীন। (স্বগতঃ) দেখি গোপাল বাবু বের সময় কি করেন! আমরা ত তবু সকাল সকাল যে কোরেছি। উনি ত এখনো পাশ বাড়াচ্চেন! মুখে ত বেশ বলেন। কিন্তু টাকার লোভটা ছাড়া বড় শক্ত কথা! দেখা যাবে কাজে কত দূর দাঁড়ায়! এখন যাওয়া যাক্।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য—রাত্রিকাল রাজপথ।

গমন নিরত গোপাল বাবু।

গোপাল। রাজবল্লভ বাবু না এদিকে আস্‌চেন?

(রাজবল্লভ বাবুর প্রবেশ)।

রাজ। গোপাল! আমার দামড়াটাকে কোথাও দেখতে পেলে? কতদূর বেড়াতে গিছলে বাবা?

গোপাল। Beadon Garden পর্য্যন্ত গিছ্লুম।

রাজ। সুরো ব্যাটাকে কোথাও দেখ্তে পেলে না?

গোপাল। সন্ধ্যার সময় Beadon Gardenএই ত ছিল! আমাকে দেখেই কোথায় যে সরে পড়্লো তা বোল্তে পারি না।

রাজ। আ মোলো গুওর ব্যাটা আজ অদ্দূর গিয়ে মোরেচে কেন! ন'টা রাত্রের মধ্যে বে'র লগ্ন! এখনো মোচ্চেন ইয়ারকি দিয়ে!

গোপাল। আজ বে হওয়াই স্থির আছে ত?

রাজ। স্থির! ঠিক ঠিকানা। এখান থেকে দুপুর বেলা সম্বাদ পাঠাইয়াছি যে সন্ধ্যার আধ ঘণ্টা পরেই আমরা উপস্থিত হোচ্চি! ওখানে কন্যা উপোষী র'য়েছে! আর গুখেগোর ব্যাটা গুখেগো এখনো বেড়্ইয়ে বেড়াচ্চেন!

গোপাল। তবে যে নবীন বাবুর কাছে বোলেছে বের দিন বোদ্লে গেছে। আজ তার বে হবে না!

রাজ। (সাশ্চর্য্যে বিস্ফারিত চক্ষু) এঁ্যা!!! (ক্ষণেক মৌনাবলম্বনের পর পোঁদ চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে) সর্ব্বনাশ কোরেছে? যা ভয় কোরিছি তাই! গুখেগোর বেটীর এত সাহস! আজ রাত্রেই কাল সাপ বিদেয় কোরে তবে আর কাজ?

(বেগে প্রস্থান)।

গোপাল। (স্বগতঃ) ব্যাপার ত কিছুই বুঝ্তে পাল্লুম না! আবার গুখেগোর বেটীটা কে হোলো? (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবল্লভ বাবুর বাটীর অন্তঃপুর।

হরসুন্দরী ও ঝি।

হর। আজ কোথায় সুরেণকে বিদেয় কোরে দিলি ?

ঝি। (সহাস্যে) তাকে কি আজ্‌গের রাত্রে এ তল্লাটে কেউ খুঁজে পাবে ?

হর। বলিস্ কি ? সর্ব্বনাশ হোলো দেখ্‌চি ! ব্রহ্মশাপ হবে যে লো !

ঝি। আর বেম্মশাপের ভয় ! সব সাপের ভয় যাবে এখন মাঠাকরুণ ! যার বাড়া নেই বেয়লার সাপ ! তাই আজ্‌গে যাবে ! (হাস্য) কেমন মজাটা কোরেচি ! আজ্‌গের হ্যাঁপাটা কেটে গেলেই সব ফর্সা ! কর্ত্তার রাগ তাল পাতার আগুন ! একবার জোলেই নিবে যাবে এখন ! হি ! হি ! ! হি !!! মাঠাকরুণ বুদ্ধি থাক্‌লেই সব হয় মাঠাকরুণ !

(নেপথ্যে দ্বারাঘাত ও চীৎকার)—দোর খোল্ গুখেগোর বেটীরা, আজ সব এক গড় কোর্ব্বো।

হর। এখন এমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাচ্চিস কেন ? দোর খুলে দেনা ? (ঝির সন্তর্পণে দ্বারোদ্ঘাটন ও দূরে আগমন এবং রাজবল্লভ বাবুর ঝাঁটা হস্তে প্রবেশ)।

রাজবল্লভ। (ঝির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) গুখেগোর বেটী আয়ত আজ তোর বিষ ঝেড়ে দি (ঝাঁটা উত্তোলন)।

হর। ওকি ? মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্‌বে নাকি ? (হস্তধারণ)।

রাজ। মেয়ে মানুষ! না কাল সাপ্! ছেড়ে দাও বোল্‌চি, নয় ত তোমারও আজ উত্তম মধ্যম হবে। ঝি বড় অন্তরঙ্গ হোয়েচে! বটে?

হর। কেন? কি হোয়েচে বলোনা?

রাজ। কি হোয়েচে জাননা? ঝি অন্ত প্রাণ হোয়ে দাঁড়্-ইয়েছে! আর কিছু শোন নি?

(ঝির দিকে অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার প্রহারোদ্যম ও বাধা)

গুখেগোর বেটী আমায় না এই তখনো বোলেচিস্ শোর এই পাড়াতেই আছে? আর তলে তলে তাকে একে-বারে এ মুল্লুকের বার কোরে দিয়িচিস্! (পুনর্ব্বার প্রহারোদ্যম ও বাধা) যা গুখেগোর বেটী বেরো আমার বাড়ী থেকে। নচ্ছার, পাজি হারামজাদী। (হরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া) তুমিও দূর হও, আর আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে চাই না। তুমিও ঐ গুখেগোর বেটীর সঙ্গে মিশে আমার মুখ হেঁট কোত্তে বোসেচ! তুমি এখুনি আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

হর। (রাজবল্লভের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে)—তুমি বামুন মানুষ, তোমার পা ছুঁয়ে বোল্‌চি আমার দোষ এতে একটুও নেই। তুমি স্বামী মহাগুরু, তুমি কাট্‌তে ইচ্ছে হয় কাটো, মাত্তে ইচ্ছে হয় মারো, কিন্তু তুমি কি বিচার কোর্ব্বে না?

ঝি। না আমারই সকল দোষ?

হর। আমি তোকে বরাবর বলিনি যে ঝি, কত্তার অমতে কোন ষড়যন্ত্র কোরিস্ নি ?

ঝি। তুমি বলোনি যে তোমার সুরেণের বে গরিবের ঘরে দেবে না ?

হর। আমি তা বোলে কি তোকে বোলেচি যে নুকিয়ে নুকিয়ে সম্বন্ধ কোরে আয় ! ঘটক একটা জোগাড় কোরে পাঁচটা সম্বন্ধের কথা কর্ত্তাকে বল্, আর তলে তলে নিজের মতলবে বেড়া ? আজ্‌কে সুরোকে কোথায় পাঠ্‌য়েছিস্ আমি কি তা জানি ?

রাজ। এঁ্যা ! ! ! এর মধ্যে এত হোয়ে গেছে আমায় ঘূণা-ক্ষরে টের পেতে দাওনি ! (নেত্র বিস্ফারণ)।

হর। আমি কি ছাই সম্বন্ধ হবার আগে টের পেয়েছি ? তার পর ভয়ে ভয়েই মোচ্চি !

রাজ। তবে র‍্যা গুখেগোর বেটী বাঁদী ! ! (ঝির দিকে গমন) (ঝির বেগে প্রস্থান) দূর হ। দূর হ। আর যদি কখন এ বাড়ীর ভেতর তোকে মাথা গলাতে দেখি ত তোর মুখদে গু তুল্‌বো। (হর সুন্দরীর প্রতি) আর দ্যাখ গিন্নি আজ থেকে তোমার শোর ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফুরুলো। আজ থেকে সে আমার ছেলে নয়। আর তুমি যদি তাকে চাও ত তুমি আমার পরিবার নও। আর ঐ ঝি গুখেগোর বেটীর মুখ যদি কখন বাড়ীতে দেখি ত তোমারি একদিন কি আমারি একদিন ! এখন আমি চল্লুম, দেখি আমার প্রাণ দিলেও যদি ভদ্রলোকের মান রক্ষা হয় ত তাও আমায় কোত্তে হবে ! (প্রস্থান)।

৩য় দৃশ্য—রাজপথ।

রাম বাবু।

রাম। এম্‌নি কি পোড়া কপাল ছাই, যে কিছুই সুশৃঙ্খলে হবার যো নাই!

রাজবল্লভ বাবুর প্রবেশ।

রাজ। রাম বাবু আস্‌চেন? এই আমার পায়ের জুতা নিন্‌। পঞ্চাশ ঘা গুণে আমায় পিঠে মারুণ!

রাম। কেন হোয়েচে কি?

রাজ। কুলাঙ্গার ছেলে যার ঔরসে জন্মায় তার পঞ্চাশ কেন রোজ পাঁচ শ ঘা জুতা খাওয়া উচিত!

রাম। তা সকলেরই কি সুসন্তান হয়? এখন বর বেরোবার কত দেরী?

রাজ। তা না হোলে বোল্‌চি কেন? বর না শোর?

রাম। কি ভেঙ্গে চুরে বলুন না।

রাজ। আর ভেঙ্গে চুরে বোল্‌বো কি ছাই? শোর আজ কাদের গুখেতে গেছে কিছু ঠিক্ পাচ্চি না।

রাম। বাড়ী নেই!

রাজ। না!!!

রাম। বলেন কি? সর্ব্বনাশ কোল্লেন রাজবল্লভ বাবু! এত কষ্টে সৃষ্টে উদ্যোগ কল্লুম, সব মিথ্যে হোলো! ভগবান্ তুমিও এমনি কোল্লে! কত কষ্টে আয়োজন কোত্তে হোয়েছে তুমি ত সকলি জান? যে ডুব্‌চে তাকে আরও

ডুবুয়ে ধরো ; এই কি তোমার রাজ্যের নিয়ম ! মেয়েটা তোমার কি দোষ কোরেছে যে ছেলেবেলা থেকেই তার কপালে দুঃখ লিখ্‌তে বোসেচ ! যাক্‌ ব্যাটার রাজ্যে সবই সমান হোয়েচে !

(প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ)

রাজ। (রাম বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া) রাম বাবু আমি আপনার কাছে শত অপরাধী হোয়েছি। কিন্তু মনে কোর্ব্বেন না যে আমার কোন দুরভিসন্ধি থেকে এ সব কিছু ঘোটেছে !

রাম। আপনার দোষ কি ? আমারই অদৃষ্টের দোষ ! তা না হোলে আপনার এত দাস দাসী সত্ত্বে আপনিও আজ আপনার ছেলেকে আট্‌কে রাখ্‌তে পাল্লেন না ?

রাজ। রামবাবু ! আমার বাড়ীতে একটা কাল্‌ সাপ ছিল সেই আমাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত জান্তে দ্যায় নি যে শোর পাড়া ছেড়ে পাল্‌ইয়েছে ! এইমাত্র আমি সে পোড়ার মুখীকে ঝেঁটু'য়ে তাড়ুয়েছি।

রাম। আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়া আমার বরাবরই বিশ্বাস আছে এখনও সে বিশ্বাস রহিল। কিন্তু রাজবল্লভ বাবু আমার কি অদৃষ্ট ! আপনারো আন্তরিক চেষ্টা বিফল হইল ! এখন আমায় ছেড়ে দিন পোড়ার মুখ নিয়ে বাড়ী যাই। (ক্রন্দন)

রাজ। ফিরে গিয়ে কি কোর্ব্বেন ?

রাম। যা মনে যায় তাই কোর্ব্বো। জাত, কুলে জলাঞ্জলি

দেব। তাতেও কন্যা দায় না কাটে ত বাড়ী ঘর দোর বেচে অন্য দেশে গিয়ে থাক্‌বো।

রাজ। আপনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি একবার চেষ্টা কোরে দেখি। আপনাকে আমার এ উপরোধটী রক্ষা কোত্তেই হবে। আসুন আমার ওখানে বোস্‌বেন।

(রামবাবুর হস্তধারণ করিয়া প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১ম দৃশ্য—গোপাল বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

রাজবল্লভ বাবু।

রাজ। গোপাল বাড়ী আছ? গোপাল!

(গোপাল বাবুর বহিরাগমন)।

গোপাল। আপনি এখন এখানে! সুরেণ বাড়ী এসেচে ত?

রাজ। না বাবা, সে পাজির আর নাম কোরো না। সেই যে ঝি বেটী ছিল সেই বেটী, সে গুওর ব্যাটার সঙ্গে যোগ করেচে তাত আমি আগে টের পাই নি! তোমার মুখে নবীনের কথা শুনেই আমার সন্দেহ হোলো। কাজেও তাই ঘটেচে দেখ্‌লুম। সেই গুখেগোর বেটীই আমাকে জান্তে না দিয়ে ছেলেটাকে সরুইয়েছে।

গোপাল। এখন উপায়! আহা রাম বাবু ত তবে বড়ই ফাঁপরে পোড়্‌লেন! রাম বাবর মেয়েটী কেমন লক্ষ্মী!

এম্‌নি আমাদের সমাজ দাঁড়্যেচে যে মেয়েটী যত গুণের হবে তারি কপালে তত কষ্ট দেখ্‌তে পাই! অর্থ হীনের কন্যা হোলে তার কি বিপত্তিই দাঁড়ায়? অমন মেয়েটী তার পাত্র মেলা দায়!

রাজ। মেয়েটী ভাল বোলেই ত বাবা ঐটীকে বউ কোর্ব্বো বোলে সাধ হোয়েছিল। তা শোরের সঙ্গে যে না হোয়েচে ভালই হোয়েচে!

গোপাল। রাম বাবু এখনো খবর পান্‌ নাই?

রাজ। তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হোয়েচেন! বাবা তুমি যদি আমাকে ব্রহ্মশাপ হোতে বাঁচাও তবেই ত সকল দিক রক্ষা হয়!

গোপাল। আমার কি ক্ষমতা মশাই? আমা হোতে কিছু প্রতিকার হবার উপায় থাকে বলুন, আমি এখনি কোর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

রাজ। আমার অনুরোধ তুমি বাবা আজ রাম বাবুকে কন্যাদায় হোতে উদ্ধার কর। রাম বাবুর মেয়ে তোমার মত উপযুক্ত পাত্রের হস্তে পড়াই উচিত।

গোপাল। আমি ভাবি নাই যে আপনি এরূপ উপরোধ কোর্ব্বেন। আপনি ত জানেন আমাদের অবস্থা কিরূপ! আর দিন কতক পরে সুরবালা বড় হোলে আমাকেও এইরূপ দায়ে পোড়্‌তে হবে।

রাজ। ভাবনা কি বাবা, সুরবালার উপযুক্ত বরই মিল্‌বে! গুণের আদর কোর্ত্তে মানুষকে শিখ্‌তেই হবে।

গোপাল। সমাজের সে ভাব ত দেখ্‌তে পাই না। দিন্-কের দিন টাকার লোভই ত বাড়্‌চে দেখ্‌চি!

রাজ। তোমরা বাবা পথ না দেখালে হবে কেন? যেমন লেখা পড়া শিখেছ, তেমনি সমাজকে সৎ শিক্ষা দাও। এ সব কাজে শিক্ষা দেওয়া বাবা ঠোঁটের কথায় হয় না, নিজে কোরে দ্যাখান চাই!

গোপাল। তা সত্য, কিন্তু নিজেদের অবস্থাও ত দেখ্‌তে হবে?

রাজ। অবস্থা আর ক'দিন খারাপ থাক্‌বে বাবা? লেখা পড়া শেখা ত এক রকম শেষ কোরেচ। এখন বে কোল্লে কোন ক্ষতি নাই।

গোপাল। লেখা পড়া শেষ কোরেচি কি রকম?

রাজ। লেখা পড়ার কি শেষ আছে? সে কথা বোল্‌চি না। বলি এম্ এ টা পাশ কোরে এদিক কার চাপ্‌ড়াসি পড়াটা ত এক রকম শেষ কোরেচ?

গোপাল। চাপড়াসি পড়াই বটে!

রাজ। এর আগে হোলে তোমাকে বে কোত্তে বোল্‌তুম না। এখন তোমার বৈষয়িক কার্য্যে মন দোবার সময় হোয়েচে। আর যে বৌ হবে, সে তোমায় সহস্র দুঃখেও সুখী কোর্ব্বে! গুণবতী স্ত্রী, যে সংসারে কত উপকারী এর পর তা জান্তে পার্ব্বে।

গোপাল। আপনি একটু দাঁড়ান আমি মাকে জিগ্যেস করে আসি। (প্রস্থান)

রাজ। (স্বগতঃ) গোপাল! তোমার মা কি পুণ্যবতী! আর আমি কি পাপই কোরে ছিলুম!

২য় দৃশ্য—গোপাল বাবুর অন্তঃপুর।

গোপাল বাবু ও গোপাল বাবুর মা।

মা। কি র‍্যা গোপাল?

গোপাল। একজন ভদ্র লোক বড় বিপদে পোড়েচেন, তিনি আমার সাহায্য চান!

মা। তা এতে আর অনুমতির অপেক্ষা রেখেচ কেন বাবা। লোকের বিপদের সময় বুক্‌দে করাই ত মানুষের কাজ!

গোপাল। এতে মা তোমার অনুমতি না হোলে আমার এগোবার যো নাই।

মা। কেউ যদি যথার্থ বিপদে পোড়ে থাকে ত এখুনি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্ব্বার চেষ্টা করোগে। এতে আমি মন খুলে অনুমতি দিচ্চি।

গোপাল। বোঁড়শের রাম বাবুকে চেন? তাঁহার মেয়েটী বড় সুবোধ! সেইটীর সম্বন্ধ কোরেছিলেন রাজবল্লভ বাবুর ছেলে সুরেশের সঙ্গে।

মা। আহা কি জামাইই হোচ্ছিল!

গোপাল। তা কি কোর্ব্বেন বল? মেয়ের বে দোবার যে নিগ্রহ দাঁড়্‌ইয়েছে, তাতে সুপাত্র যোগাড় করা কি সকলের হোয়ে ওঠে? রাম বাবু তবু মনকে প্রবোধ দিয়ে ছিলেন যে মেয়েটী একমুঠো খেতে পোর্ত্তে পাবে।

মা। তা বটে! তার পর কবে বের দিন কোরেচেন?

গোপাল। আজ রাত্রে বের লগ্ন ছিল। রাম বাবু সব আয়োজন কোরেচেন। রাজবল্লভ বাবুও প্রস্তুত; এমন সময় বে ভেঙ্গে যাচ্চে!

মা। কেন?

গোপাল। সুরেণ কোথায় পাল্‌ইয়েচে, তার ঠিকানা পাওয়া যাচ্চে না। এদিকে রাম বাবু অনেক দেরী দেখে এখানে এসে উপস্থিত হোয়েচেন! তাঁর যে কি মনোকষ্ট!

মা। মনোকষ্ট নয়! আহা সব ঠিক ঠিকানা, তার পর এই গোল! এমন বিপদে যেন শত্রুও না পড়ে!

গোপাল। রাজবল্লভ বাবুও সারা হোয়ে যাচ্চেন। বলেন তাঁহার সংসারে ব্রহ্মশাপ হবে।

মা। তা হবেই ত! ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে এই বিপদে ফেল্লে ব্রহ্মশাপ হবারই ত কথা।

গোপাল। এ বিপদে যদি আমা দ্বারা কোন উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে, তাতে কি তোমার অমত হয়?

মা। তোমা হতে কি উপকার হবে বাবা? তুমি কি সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার সন্ধান কোত্তে পার্ব্বে?

গোপাল। তাকে এখন সন্ধান কোরে বের করা মিথ্যা।

মা। তবে আর কি কোর্ব্বে?

গোপাল। তোমার যদি মত হয় ত আমিই বে কোত্তে যাই।

মা। তা বুঝি আবার হয়?

গোপাল। কেন? না হবার কারণ কি?

মা। পত্র হোলো না, গায়ে হলুদ হোলো না, একেবারেই কি বে হয়?

গোপাল। ওসব না হোলে আর কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? ওতে আর কন্যাদানের পক্ষে কোন গোল পোঁছায় না। আরো বিশেষ তোমার যদি মা অনুমতি হয় ত তার চেয়ে শাস্ত্র আর কি আছে?

মা। বলিস্ কিরে গোপাল? আমার ত আর দু পাঁচটা ছেলে নেই বাবা! আমার যা সাধ আহ্লাদ সব তোমার বেতেই কোর্ব্বো মনে ছিলো। তা কি কিছুই কোত্তে দিবি নি?

গোপাল। হ্যাঁ মা তোমার সাধ আহ্লাদটাই কি বেশী হোলো? দু জন ব্রাহ্মণকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার কোরে তোমার মনে কি অশেষ সুখ হবে না? তোমা হোতে যদি এই মহৎ কার্য্য ঘটে ত তাতে কি মা তোমার পুণ্য হবে না?

মা। তা সত্যি! কিন্তু বাবা তোমার ছেলে হোলে তুমি তার বেলা এমন চুপি চুপি বে হোতে দিতে না!

গোপাল। কেন দেব না মা! যদি তুমি পথ দেখাও তা হলে তোমার ছেলে হোয়ে আর এই সামান্য লোভটা সম্বরণ কোর্ত্তে পার্ব্বো না?

মা। টাকা কড়ি কত দেবে?

গোপাল। উটী মা তোমার অন্যায় জিজ্ঞাসা হোলো!

কুটুম্বুর ধনে কে কোথায় মা বড় মানুষ হয়েচে? লোকে বে কোর্ত্তে যায় কি টাকা আন্‌তে, না বৌ আন্‌তে?

মা। তোমার সব ছিষ্টি ছাড়া কথা! নিজে বের সময় টাকা নেবে না। আর সুরোর বের সময় টাকা গুন্তে হবে না?

গোপাল। হ্যাঁ মা! এত আর পরিবর্ত্ত কোরে বে হোচ্চে না? কার পাপে কাকে ভোগাবে মা? সুরোর শ্বশুররা যদি টাকার কামড় করে, তবে তার উপর রাগ কোরে আমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা আদায় কোরে নেবে?

মা। এইত ছিষ্টির লোকে কোচ্চে, না আমি একা কোর্ব্বো?

গোপাল। এই কোরেই ত মা সমাজটা ক্রমে বুড়ে যাচ্চে! যার একটী ছেলে, আর পাঁচটী মেয়ে; সেও মনে করে পাঁচ মেয়ের বের খরচ এক ছেলের বেতে তুলে নেবে! এই রকমেই ত বেতে ছেলে বেচার কারখানা দাঁড়ইয়েছে!

মা। দাঁড়াল ত বোয়ে গেল। আমি তা বোলে ঠক্‌বো কেন?

গোপাল। এই রকমে কেউ যদি ঠক্‌তে না চায়, তবে আমারই মেয়ের বের সময় কি কাণ্ড দাঁড়াবে ভাব দেখি!

মা। অত আখের উমোর ভেবে চেল্‌তে গেলে চলে না।

গোপাল। ভবিষ্যৎ ভাবা কি দোষ মা?

মা। দোষ কেন বাবা। সকলে এমন কোরে ভাবে ত ভাল, নয় ত কেবল ঠকা!

গোপাল। ঠকা ত ভারি! শ্বশুরের ধনে বড় মানুষ হোতে হোলো না! একি দুঃখ, না সুখ?

মা। যা ভাল বোঝ বাবা তাই কর। আশীর্ব্বাদ করি নিজে উপার্জ্জন কোরেই বড় মানুষ হও, কাজ কি পরের পয়সায়? যাতে তোমার মন প্রসন্ন হয় তাতেই আমার আহ্লাদ আছে। ভগবান করুন পরের উপকারে চিরকালই তোমার ইচ্ছা থাক্। আর পাঁচ জনের উপকারে আস্তে পার ভগবান তোমার এমন অবস্থা করিয়া দিন।

গোপাল। (প্রণাম ও পদধুলি গ্রহণ করিয়া) হঁ্যা মা সংসারে বাপ মাই ত সাক্ষাৎ দেবতা! তোমার প্রসন্নতা থাকিলে আমার উন্নতি হবে ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। তবে মা অনুমতি দাও রাম বাবুর সঙ্গে দেখা করি।

মা। যাও বাবা ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার কর। এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। ঈশ্বর তোমার এ সৎ ইচ্ছার নিশ্চয়ই পুরস্কার দেবেন! এস তবে ঠাকুর ঘরে ঠাকুরকে নমস্কার করো। পুর্ণ ঘট্‌কে নমস্কার করো। আমি সুরোকে জাগাই। তার দাদার বে, সে আমোদ কোত্তে পাবে না?

(উভয়ের প্রস্থান)।

৩য় দৃশ্য—রাজবল্লভ বাবুর বৈঠকখানা।

রাম বাবু আসীন।

রাম। (স্বগতঃ) কেন আর এখানে মিথ্যা অপেক্ষা করা? রাজবল্লভ বাবু স্তোক বাক্যে খানিক ক্ষণ বসাইয়া রাখিবার চেষ্টা কোচ্চেন কেন? ভাব্‌চেন্ হয় ত এই রকম কোল্লেই ঠাণ্ডা হোয়ে যাব! কি দুরাশা! কন্যাদায় হোতে মুক্ত না হোলে কি আর এ পোড়া প্রাণ ঠাণ্ডা হবে? আর এক উপায় আছে মরণ! সে মরণ না এই মরণ? সংসারে সুখ কত! এই সুখের সংসার পাত্‌বার জন্য মানুষের আটু পাটু কত! সংসারে কত যে গুঁতো! তা একবারও তার চক্ষে আসে না! কি ধাঁদা! এত যন্ত্রণায় পোড়্‌তে হবে আগে জানুলে কি বে কর্ত্তুম? ২০ টাকা মাইনের চাকুরি হ'লো ত চাক্‌রে ছেলে ধেই ধেই করে বে কোত্তে চল্লুম! যেন কোন গতিকে দুমুঠো পেটের ভাত সংস্থান কোত্তে পাল্লেই সংসারে চল্‌বার ক্ষমতা হোলো!

রোগ শোক পরিতাপঃ বন্ধন ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ বৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

এখন পরিতাপ না কোল্লে চল্‌বে কেন?

(রাজবল্লভ বাবু ও গোপাল বাবুর প্রবেশ)।

রাজ। দেখুন দেখি রাম বাব আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র মিলেছে কি না?

রাম। (সসম্ভ্রম উত্থান) কৈ!

গোপাল। (রাম বাবুকে প্রণাম)।

রাম। (গোপালকে আলিঙ্গন) তুমি বাবা এতদিন মত কোল্লেই ত হোতো! রাজবল্লভ বাবু আপনিই যথার্থ কন্যা কর্ত্তার মত কাজ কোরেচেন! আমি সুশীলার বাপ্ বটে কিন্তু আমা হোতে তার এমন সুযোগ্য পাত্র স্থির হোতো না!

রাজ। রাম বাবু আমার গুণপনা এতে কিছুই নাই। আমায় বড় কিছু বোল্‌তে হয় নি। গোপাল আপনার কষ্টের কথা আর এই বিবাহ ভঙ্গের কথা শুনে অস্থির হোলো। গোপালের বড় ইচ্ছা ছিল না যে এখনি বিবাহ করে। কিন্তু আপনার সুশীলাকে বড় ভাল মেয়ে বলে জান্তো। পাছে তার মনোবেদনা হয়, পাছে তাকে কুপাত্রে পোড়্‌তে হয়, সেই ভেবেই গোপাল সম্মত হোয়েছে।

রাম। ওঁর মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহা ত চাই!

রাজ। হাঁ একটা দেনা পাওনার কথা দরকার বৈ কি!

গোপাল। বিবাহে আবার দেনা পাওনার কথা কি মশাই? দেনা পাওনার কথা থাকিলেই বিবাহটা যেন কেনা বেচার মধ্যে পড়ে যায়! কোন কথা থাক আর নাই থাক অবস্থোচিত খরচ পত্র কেনা করে?

রাজ। এ কথা সকলে বুঝ্‌লে ত সুখের হোতো! তা ত হবে না; বের কথা উঠ্‌লেই বেরুলেন ফর্দ্দ! ব্যাটার দেশে আবার সব নেমক্‌কম্মটী চাই! যদি ফর্দ্দর বিচারই

হবে তবে আবার মেয়ে দ্যাখা, ছেলে দ্যাখা কেন রে বাপু? আর যদি মেয়ে দেখে মনের মত হোলো তবে আর ফর্দ্দ কেন? ফর্দ্দ ভাঙ্গ্‌লো ত আর মনের মত বৌ করা হোলো না! কি ব্যবস্থাই দাঁড়্‌ইয়েছে!

গোপাল। তাই ত!

রাম। গোপাল তোমার মার মত আছে কি না জেনেছ?

গোপাল। তাঁর মত না হোলে কি আমি কোন কাজে এগুতে পারি?

রাম। তবু আমার উচিত একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা। রাজবল্লভ বাবুকে সঙ্গে যেতে হবে!

রাজ। আমি কি এখুনি সঙ্গ ছাড়্‌চি। আমার ছেলের সঙ্গেই বে হোলো না। তা বোলে আমায় বর কর্ত্তা হোতে না দ্যায় কে?

রাম। (স্বগতঃ) রাজবল্লভ বাবু কি সদাশয় লোক!

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাসর ঘর।

সুশীলা ও প্রিয় বয়স্যা।

বয়স্যা। কেমন ভাই! মনের মত বর হোয়েছে ত?

সুশীলা। (সহাস্যে) তোর ভাই এক ঠাট্টা!

বয়স্যা। মনের মতন না হোয়ে থাকে ত বল্‌না ভাই; আমি একবার গোপাল বাবুকে গিয়ে বোলে দেখি।

সুশীলা। কি বোল্‌বি ?

বয়স্যা। কেন ? বোল্‌বো, আপনি অকস্মাৎ এসে শিশু-পাল্‌কে সরাইয়া ফেলেচেন এ দুঃখ আমার রুক্মিণীর সয়না।

সুশীলা। (সহাস্যে) তোর এক গড়ন !

বয়স্যা। (স্বগত) আহা সইএর আমার সম্বন্ধ হোয়ে অবধি হাসি খুসি লোপ পেয়ে ছিল। আর যে ও মুখে এমন ফুটন্ত হাসি দেখ্‌বো এ আশা ছিল না। (প্রকাশ্যে) আমার গড়ন কি ভাই আর তোর চোখে ভাল লাগ্‌বে ? যার গড়ন ভাল তাকে পাঠ্‌য়ে দিচ্চি। (প্রস্থানোদ্যোগ)।

সুশীলা। (সাগ্রহে বয়স্যার অঞ্চল ধারণ) ছি ভাই তোকে কি আমি রাগের কথা কিছু বোলেছি ? আমার পোড়া কপালে ভাই সকলই উল্টো হয়। তুইও শেষে আমার কথার ছল ধরে রাগ কোর্ব্বি ?

বয়স্যা। (স্বগত) সইএর আমার মনের আবেগ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। বিধির রাজ্যে এমন দুই একটী মিলন দেখ্‌লে তবু ভর্শা হয়।

(প্রকাশ্যে) আমার রাগ কোথায় দেখ্‌লি ভাই ? আজ যেন তোরি রাগের দিন ! তা হোক্। তা বোলে আমরাই কি ছাড়্‌তে পারি ?

সুশীলা। আমার আবার রাগ !

বয়স্যা। না কিছু জানিস্ না ?

সুশীলা। কার ওপর রাগ কোরিছি ?

বয়স্যা। গোপাল বাবুর ওপর পূর্ব্বরাগটুকু ত সবই ঝাড়্‌চো দেখ্‌চি!

সুশীলা। আমার এমন রাগ টাগ নেই।

বয়স্যা। একটুও না! এখন ছাড়্!

সুশীলা। বোস্‌না ভাই একটু।

বয়স্যা। আমি ত আর বাসর ঘরের ক'ণে নই যে ছুঁচো গেলা হোয়ে থাক্‌তে হবে! আমার আজ সইএর বিয়ে আমি কি ভাই চুপ্ কোরে বোসে থাক্‌তে পারি?

সুশীলা। বোস্‌বি না ত কি কোত্তে চাস্?

বয়স্যা। আমি নাচ্‌বো! (ক্ষণেক নৃত্য)।

এখন ভাই আমি আসি, চোর শালাকে না ধোরে নিয়ে এলে হবে না। (প্রস্থান)।

(বরদাসুন্দরীর প্রবেশ)।

বরদা। "নাত্নী তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে।
নাৎজামাই আস্‌বে কত দিনে॥" (নৃত্য)

সুশীলা। ঠান্‌দি যেন সং!

বরদা। এখন আমায় সং বোলে উড়্‌য়ে দিলে চোল্‌বে না! সে কথাটা মনে আছে ত?

সুশীলা। কি কথা?

বরদা। ভাগাভাগির কথা! সতীনকে নিয়ে ঘর কোত্তে হবে দিদি, যেন পেছ্‌য়ো না।

সুশীলা। (স্বগত) বরদা ঠান্‌দি কি আমুদে মানুষ!

বরদা। জবাব দিলে না যে? তবে তোমার গোপালকে বুড়ি আঁচলে গের দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বে!

(বামাসুন্দরীর প্রবেশ)।

বামা। কি লো সই কি হোচ্চে?

বরদা। এই সুশীলার সঙ্গে বোঝাপড়া কোচ্চি।

বামা। কিসের বোঝাপড়া?

বরদা। গোপালের ভাগ দেবে কি না।

বামা। আহা সুশীলার নাকি বড় সুখের বে হোলো তাই তুই রঙ্গ কোত্তে এসেছিস্! কেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দোয়া?

বরদা। এর চেয়ে আবার সুখের মিলন কোথায় দেখেছিস্? (সুশীলার চিবুক ধরিয়া) 'আমার যেমন গৌরী তেমনি গঙ্গাধর'! ওমাগীর কথা শুনে আমার গৌরীর টান যেন কমে না!

বামা। দেখ্ বরি, তুই যে মাগি মাগি কোচ্চিস্?

বরদা। তোমার গুণে! কেন আমাদের আহ্লাদের দিনে হোন্যে কুকুর হোয়ে এলে?

বামা। ভারি আহ্লাদের দিন! নাক্ কাটা, বোঁচা, বেহায়া, ছুঁচো মাগী! অমন ভাগ্যিমন্ত ঘরের বে ভেঙ্গে গিয়ে একটা অখদ্যের ঘরে বে হোলো আর ওঁর আমোদ ধরে না! আমরা হোলে কারুকে মুখ দেখাই? ছি লো ছি! তুই বেহায়ী, ন্যাকার খাগী, তাই মুখ নেড়ে কথা কোচ্চিস্।

বরদা। এইবার মরণ কামড় কাম্‌ড়াতে এসেছিস্ বুঝি? ডাইনির গায়ে শর্ষে পড়া পোড়েছে?

বামা। দেখ্ বরি মুখ সাম্‌লে কথা কোস্!

(রাম বাবুর প্রবেশ)।

রাম। (গললগ্নীকৃতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) বামা পিশি আজ্‌কের রাত্‌টে আমাকে মাপ কর। তোমার মতন গিন্নির তাড়না আমাকে কেন, আমার মত সকলকেই চিরকাল সহ্য কর্ত্তে হবে! তা হোক্ অবাধে মুখ বুজে সোয়ে যাব, কিন্তু আজ্‌কের মত, নিজ গুণে ক্ষমা কর; গরিব অনেক কষ্টে কন্যাদায় হোতে মুক্ত হোয়েছে। তোমার হাতে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা অনেক খেয়েচে। অনেক কষ্টের পর ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চেয়েছেন তবে তুমিও একটী রাত্ত রেহাই দাও! আজ আর কোঁদলের সজ্জায় পাঁচ জন ভদ্রলোকের মেয়েছেলেকে এ অধমের বাড়ী থেকে খেদ্'য়ো না। দোহাই তোমার! যত গালাগাল তোমার দাঁতে ধরে সব এই রামা ছোঁড়ার ওপর পাড়। আর কারুকে কিছু বোলো না। তোমার মতন গিন্নি বুদ্ধি যদি কেউ না পেয়ে থাকে ত তাকে আজ্‌কের রাত্তিরটার মত এড়াতে দাও। পিশিগো তোমার মতন আপনার লোক আর কেউ নেই গো! আজ্‌কে কৃপা করে পরের মতন থাক তোমার পায়ে পড়ি!

বামা। কে তোর্ বাড়ী আসে ? নেমন্তন্যো কোরিচিস্ তাই এয়িচি। না হয় নাই আস্‌বো (তেজে প্রস্থান)।

বরদা। আ! আপদ গেল! কিন্তু রাম, বাবা বামি হয়ত কিছু মনে কোল্লে ?

রাম। তা আমি কি কোর্ব্বো পিশি ? মানুষের শরীর ত! কত আর সয় ? আজ আমার সুশীলাকে গোপালের হাতে সমর্পণ কোত্তে পেলুম। এই অভাবনীয় ঘটনায় সকলেই আহ্লাদ কোচ্চে ; আর ও মাগী এলো কোঁদল কোত্তে ? আমার গোপালের নিন্দে কোত্তে বোস্‌লো ? কত আর সই বল ?

বরদা। তাই বটে! ও মাগীর ঐ দশা!

রাম। কোঁদলের শব্দ শুনেই আমি ঠাউরিচি যে বামী পিশি এসেছে। তাই ছুটে এলুম। এখন যাই দেখিগে খেতে দেতে কে বাকি আছে।

(প্রস্থান)।

(গোপাল ও সুশীলার বয়স্যার প্রবেশ)।

বয়স্যা। হাঁকা হাঁকি কিসের গা ?

বরদা। হাঁকা হাঁকি আমরা কোচ্ছিলুম্।

বয়স্যা। কেন ?

বরদা। আমাদের কে এসে বোল্লে সুশীলার সই গোপালকে চুরি কোরে নিয়ে পাল্‌য়েছে। তাই হাঁকা হাঁকি পোড়ে গেল!

বয়স্যা। তার পর ? থাম্‌লো যে ?

বরদা। কথা রাজার কাণে উঠ্‌ল। রাজা বোল্লেন তাঁর দেশে বাটপাড় নেই।

বয়স্যা। দেখ্‌চ ভাই বর, তোমার সঙ্গে থেকে আমার অবধি চোর অপবাদ হোলো।

গোপাল। তাতে আর আমার অপরাধটা কি হোলো?

বরদা। অপরাধ আছে কি না আছে বোঝা যাবে। আমাদের রাই রাজার কাছে আগে বিচার হোগ তবে ঠাওর হবে।

(সকলের উপবেশন)।

(আরো কতকগুলি ভদ্র মহিলার আগমন ও উপবেশন)

বয়স্যা। বর ভাই তোমাকে গান গাইতে হয় জানতো?

গোপাল। না তাত জামিনি।

বয়স্যা। এ আর জানবে কেমন কোরে! এত আর লেখা পড়ার মধ্যে নেই! তোমরা যে বই পোড়ে তবে ভাত খেতে শিখেছ!

গোপাল। কালে কালে তাও ঘটবে!

বরদা। (বয়স্যার দিকে লক্ষ্য করিয়া) গোপালকে আর তোর শেখাতে হবে না।

বয়স্যা। তবে তুমি কাণে আঙ্গুল দিয়ে বোসো; বেশ গান শুনবে এখন!

বরদা। তুইই কেন একটা গা না? গোপাল শুনুক।

বয়স্যা। আমি অমন শুধু শুধু গাই না। কেউ নাচ্‌তে পারে ত গাই।

বরদা। আচ্ছা আমি নাচ্চি তুই গা।

বয়স্যা। (গীতারম্ভ)।

তু শ্যাম রাধারি রাধা তোঁহারি
কি অপরূপ মিলন আহা মরি।
সুষমা বাঁধা শ্যাম রাধা
শ্যাম রাধা, যে দিকে নেহারি।
শ্যাম রবি কোলে, রাধা শতদলে
শ্যাম শশিধারা রাধা কুমুদী মরি।
শ্যাম-রাধা শুক-সারি রাধা-শ্যাম হিম-গিরি
রাধা শ্যামেরি শ্যাম রাধারি॥

(গীত শেষ)

বরদা। গোপাল এবার ভাই তোমাকে একটা গাইতে হোয়েচে।

গোপাল। আমি ত ভাল গাইতে জানি না।

বয়স্যা। জানিনা বোল্লে শুন্‌বে কে ভাই? যা জান একটা গাও।

গোপাল। (গীতারম্ভ)।

তোমায় কি দিয়ে ফুল করিব যতন
আমি ভেবে পাইনা নিরূপণ।
বাগানটী আমোদ করা মধুর সুরভি ভরা
সোণার ফুলটী তুমি ঢালিতেছ সুধাধারা।
আমার এমন আছে বা কি, আদর কোরে তোমাকে দি
যেন আমার ভালবাসার নিদর্শন।

রামবাবু। (নেপথ্যে) রাত্তির আর বেশী নেই গো! বর কণে যেন একটু ঘুমুতে পায়। নয় ত অসুখ হবে।

বরদা। আহা রাম যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। বাছার মুখে কদ্দিন হাসি দেখি নি। আজ আহ্লাদে আট্‌খানা!

(সকলকে সম্বোধন করিয়া) আয় গো তবে আয়। আজ এই পর্য্যন্তই ভাল।

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

———o———

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—গোপাল বাবুর কুটীর।

গোপাল বাবুর মা, গোপাল বাবু ও নবীন বাবু।

মা। নবীন! তোমার বৌ এখন কোথা গো? বাপের বাড়ী না তোমাদের বাড়ী?

নবীন। দিন পাঁচেক হোলো এসেছে।

মা। আহা তোমার মা একাটী খেটে খেটে সারা হোতো। এখন যা হোক বৌটী পাঁচ খানা কম্ম করে। বেঁচেছে বাপু!

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

গোপাল। মা, নবীন বাবুকে বৌএর কথা জিজ্ঞাসা কোরো না গো। ওঁর কষ্ট হয়।

মা। (সহাস্যে) হ্যাগা নবীন?

নবীন। কষ্টের মধ্যে "নবীনের বৌ" নামটাই তার প্রধান হোচ্চে!

গোপাল। আপনার ইচ্ছে কি নাম হয়?

নবীন। সকলে যদি "ধীরের বোন্" বোলে ডাকে ত কান্টা জুড়ায়!

মা। ক্যান গা?

নবীন। আমি বাবু বে কোরে বৌ আনিনি; একটী গোবরের ঝুড়ি এনেছি!

মা। অমন অলুক্ষুণে কথা বোলো না!

নবীন। ঠিক বলা হয়নি বটে; গোবরও না! পচা গোবোর! কাছে থাকলে তিষ্ঠনা ভার!

মা। এমন কি কুচ্ছিৎ বাপু?

নবীন। ভেতরটী আঙ্গার মাটীতেই ভরা!

মা। কাজ কর্ম্ম বড় একটা আসে না বুঝি? তা বাবু ভাগ্যিমন্তের বাড়ীর মেয়ে। ওরা কি বাপের বাড়ী পাট ঝাট কিছু শেখে!

নবীন। শেখেনি। কস্মিন্ কালে শিখ্‌বেও নাকি? কাজ নেই আর পাট শিখে! শিকের ওপোর থেকে নাকটা নাব্‌লে বাঁচি! মা যতই আত্মি যত্ন করুন না, মনে আর ধরে না! একদিন সকালে যদি দুটী জুড়োন ভাত খেলেন ত অমনি গুমো রাগ হোলো! রাত্রে বোলে পাঠালেন, ক্ষিদে নেই। তাই যদি রান্না হবার আগে বলে ত চাল গুলো বেঁচে যায়! কড়ার কুটী ত নাড়্‌বে না! তার ওপর আবার মাঝে মাঝে প্যান্ প্যানানি! আর বালুসে ত আছেনই! হাড়ে নাড়ে পুড়্‌য়েছে বাবু! মাকে বলি যে আর বৌ নিয়ে ঘর কোরে কাজ নেই, ওকে বাপের

বাড়ী থেকে এনো মা। তা তিনি শুন্‌বেন্‌ না। আন্‌বেন আর জ্বোল্‌বেন!

মা। ভাগ্যি আমার অমন বৌ হয় নি!

নবীন। গোপাল বাবু ত আর টাকা দেখে বে করেন নি। মেয়ে দেখে বে কোরেচেন! আমরা পোড়ারমুখোরা যে বড় মানুষ কুটুম করবার আহ্লাদেই মোরেছি। তখন মনে কোল্লুম বড় মানুষের বাড়ী বে হোচ্চে, না জানি কি সুখেই ভাস্‌বো! বেশ হোয়েচে! যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল!

মা। তা বাবু সব দিক কি হয়? আমার বৌটী বেশ হোয়েছে বটে কিন্তু গোপালের শ্বশুরদের তেমন টাকা কড়ি নেই, একটা দায় অদায় হোলে যে সাহায্য হবে তার আশা নেই। ছেলে পুলে হোলে যে দু পাঁচটা ঝঞ্ঝাট্‌ পোহাবে তা হবে না।

গোপাল। আমার হবে ছেলে পুলে আর, আর একজন ঝঞ্ঝাট পোহাতে গেল কেন?

মা। তাকি এমন করে না। কত লোকে যে দৌত্রীর বে দিয়ে দিচ্চে!

গোপাল। বাবা! অমন আশীর্ব্বাদে কাজ নেই।

নবীন। হ্যাঁ! মুখ উজ্জ্বল ত কেমন!

মা। বালাই। তোমরা বাবা যেন সব নিজের ভার নিজেই নিতে পার। পরের গলগ্রহ হওয়া কি সাধ!

গোপাল। তবে যে বোল্‌ছিলে?

মা। তা যদি এখন কুটুম্বুরা আহ্লাদ কোরে দ্যায় ত নেবো না কেন ? সে ত লাভ !

নবীন। লাভ যা তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি ! আহ্লাদ কোরে দেওয়া বড় মানুষ কুটুম্বের নেই। বরং গরিবদের আছে। তাদের একটা আন্তরিক টান্ হয়।

মা। তা বটে ! আমার গোপালের শ্বশুর যে গোপালকে ভাল বাসে অমন ধারা ত প্রায় দেখা যায় না ! বৌমা হেথায় থাকুন আর নাই থাকুন ব্রাহ্মণ প্রায়ই এসে জিগ্যেস বাদ কোরে যান। গোপালের অসুখ শুন্‌লে বামুনের আর ঘুম হয় না। টানা পোড়েন কোরে সারা হোয়ে যান ! আপনার লোকেও কেউ এমন ধারা করে না। লোক-দেখানে টান্ আলাদা, আর মনের টান আলাদা ! মনের টান্ না থাকিলে কি আর গাছের একটী ফল পাক্‌লে, পুকুরের একটী মাচ ধোল্লে, বামুন কাপড়ের ভেতর কোরে নুক্‌য়ে এনে দে যান !

নবীন। টাকা ! এমন স্নেহের কাছে কি টাকা লাগে !

মা। ঠিক্ বোলেছ বাবা। কাজ কি আমার টাকায় ? সমানে সমানে কুটুম্বিতে হওয়াই ভাল। এতে মনে আর "কিন্তু" হবার যো থাকে না। তোমার যে বৌ হোয়েছে বোল্লে ! ভাগ্যে গোপালের আমার অমন ঘরে বে দিই নি ! তা হোলেই এক ব্যান্যোন্ নুনে পোড়া হোতো আমার ! গোপাল যখন বে কোত্তে গেল তখন মুখে আহ্লাদ কোল্লুম বটে কিন্তু মনে মনে হোতে

লাগ্‌লো গোপাল আমার এত গুলো পাশ কোল্লে। তা কপাল গুণে পাশের টাকা উঠ্‌লো না !

গোপাল। পাশের টাকা উঠানই হোয়েছে বটে।

মা। সকাল বেলা বৌ বেটাকে ঘরে তুলে টাকার কথা ভুল্‌লুম ! তখন মনে হোলো 'ঘোড়ার ডিমের টাকা ! ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলেছি আর আমার টাকায় কাজ কি র্‌্যা ?' মা আমার লক্ষ্মীই বটে। যে দিন থেকে ঘরে এসেছেন সেই দিন অবধি যেন সংসারে স্বস্তি পেয়েছি ! কেমন বোধ সোধ ! বের কণে এসে অবধি সকলের উপর আত্মি যত্ন ! যেন কত দিন ঘর কোরে গেছেন ! এমন কাজ কম্মের গোছ্‌ দ্যাখনি ! আমাদের অত আসে না ! আগে আগে ত আমাদের বাড়ী আস্‌তে ? বাড়ী ঘর দোর কি এত পোক্কের থাক্‌তো ? কোথায় একটী ঝুল বেঁধেচে ! কোথায় ঘরের কোণে দুটী জঞ্জাল লুকোন রয়েচে ! কোথায় তক্তপোষের নীচে ইঁদুরে মাটী তুলেছে ! আমরা ত বাবু অত ঠাওর রাখ্‌তে পারি না ! বৌ মা এখানে থাক্‌লে সে সব হবার যো নেই ! ময়লা কিছু থাক্‌বে না। সব পোক্কের কোত্তে হবে ! অগোছ কিছু থাকবে না, সব সাজাতে হবে ! এই খুটিনাটি হোচ্চেই ! এ সওয়ায়, বাহিরের পাট ঝাট ত আছেই ! সুর ত 'বৌ দিদি, বৌ দিদি' কোরে খুন হয় ! গোপাল আগে আগে সুরকে পড়া টড়া বোলে দিতেন্। বৌ মা এসে অবধি উনি হাত ধুয়েছেন। এখন সে বৌমার

কাছেই শেখে। মার আমার সকল সময়েই হাস্য বদন!

গোপাল। (সহাস্যে) নবীন বাবু এখন গল্প ভাঙ্গুন, চলুন বেড়াতে যাই।

নবীন। (বিমর্ষভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস) (স্বগতঃ) আমি কি Bargainই কোরেছি! (প্রকাশ্যে) চলুন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—প্রাতঃকাল বেলা ৯টা। নবীনের শয়ন গৃহ।

শয্যাশায়িনী নবীনের স্ত্রী।

(নবীনের দিদির প্রবেশ।)

দিদি। বৌ আজ একটু সকাল কোরে ওঠ। মার আজ মাথা ধোরেচে, পাট্‌ ঝাট্‌ চুকে গেলে একটু শুতে পান্‌!

বৌ। উঠি। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন)

দিদি। আমি তবে যাই গোয়াল ঘরটা পোস্কের করি গে। আর ভাই ঘুম্‌য়োনা। বেলাও নটা বাজে!

(দিদির প্রস্থান।)

(বৌএর নাসিকাধ্বনি করত পুনর্নিদ্রা।)

(কিয়ৎক্ষণ পরে নবীনের প্রবেশ।)

নবীন। আরে খেলে আবার দুপুর রাত্রি কোরেছে যে! (খাট্‌ ধরিয়া সবেগে টান্‌)

বৌ। (অর্দ্ধ ক্রন্দিত ও অর্দ্ধ চীৎকার স্বরে) মা গো! গেলুম গো ওমা! আমায় ধরো!

নবীন। (বৌএর চিবুক ধরিয়া গীতস্বরে) "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"!

বৌ। (ঘোম্‌টা টানিয়া) তুমি?

নবীন। তুমি কি মনে কোরে ছিলে?

বৌ। আমি বলি ঝড়! যে স্বপন্ দেখ্‌ছিলুম! বাবা রে!! ইডং গার্ডেনএর সুমুখে যে বড় বড় পাল্‌ওলা ভয়ান্যক্ জাহাজ আছে সেইখানে যেন একটা বজরা কোরে আমরা বেড়াচ্চি। আর একটা ঝড় এসে বজরা খানা একেবারে উড়্‌য়ে নে গ্যাল! বাবা রে গায়ে কাঁটা দিচ্চে! (কুণ্ঠিত ভাব প্রদর্শন) আমি কেবিনের ভেতর থেকে যেন ঠিগ্‌রে পোড়ে চেঁচ্‌য়ে উঠিচি!

নবীন। বজরা বিলাসিণী রাই আমার রে! স্বপ্নেও বজরা দেখ্‌ছিলে? এখন বজরা ছেড়ে ওঠ। অধীনের কুটীর-তল খানিক পবিত্র কর।

বৌ। দেখ তুমি আমাকে বড় জ্বালাতন কোত্তে আরম্ভ কোরেচ! কেন আমি কি করিচি?

নবীন। তাই যদি ছাই তুমি বুঝ্‌বে, তা হোলে আর ভাবনা কি? সেই বের দিন থেকে বোঝাচ্চি যে 'দেখ মার বড় সাধের বৌ হোয়েছ তুমি, এমন ভাবে চোলো, যেন তাঁকে দুঃখ কোত্তে হয় না'। তুমি তাঁকে এক দিনের জন্যে মনের সুখ দিলে না। আগে আগে ভাব্‌তুম

একটু বয়েস হোলে সব বুঝ্‌বে। আমার পোড়া কপালে তা হোলো না!

বৌ। কেন আমি তাঁর বুকে কি ভাতের হাঁড়ী উল্‌য়েছি?

নবীন। (বৌএর গাল টিপিয়া) মুখের লাগাম একেবারে হারিয়েছ?

(নেপথ্যে) 'বৌ উঠেছ?'

নবীন। (গাল ছাড়িয়া দিয়া স্বগতঃ) দেখ নবীন তুমি টাকার লোভে বড় মানুষের ঘরের আদরিণীকে বে করেছ তাই তোমাকে এক চড় (নিজের গালে চপেটাঘাত)। তুমি রাঁড়া তালগাছে নারিকেল ফলাইতে চাহিয়াছিলে তাই তোমাকে আর এক চড় (অপর গালে চপেটাঘাত)। তুমি বিশ্বাস কোরে ছিলে যে তোমার উপদেশের জোরে জন্মগত ও আশৈশব অভ্যাসগত স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে এই অন্ধ বিশ্বাসে পণ্ডিতমুর্খ হইয়াছ অতএব তোমার পক্ষে বিধি চড়ানাম্ তৃতীয়ঃ (বক্ষে চপেটাঘাত)।

(নবীনের প্রস্থান)

বৌ। (স্বগতঃ) গালে বুকে চড়ান কেন আবার? খেপ্‌লেন নাকি? তা হোলেও বাঁচি। তাহলে আর আমাকে হাঁকরা, দাঁত বেরোনা ঘরে এসে পুড়ে জোলে মোত্তে হয় না। বাড়ী গিয়ে মাকে সব বোলে দেবো। কি এমন শক্ত কথা বোলিচি যে আমার গাল টিপে দিতে আসা হোলো? আমি বাপের বাড়ী গিয়ে যখনি মার কাছে

বলি যে এরা আমায় দেখ্‌তে পারে না তখনি ত মাও ঐ কথা বলেন! ঢের ঢের ভাতার দেখেছি এমন যেন কারু সাত জম্মে হয় না। মেজ্‌দির ভাতারকে মেজ্‌দি কি না বলে? সে ত এক দিনের তরে মুখটী বাঁকায়ও না! মেজ্‌দিকে ঘড়িক্‌ ঘড়িক্‌ শশুর বাড়ীও ত যেতে হয় না। 'বিষ নেই কুলো পানা চক্কোর!' তবু যদি বড়্‌দির ভাতারের মতন পয়সা থাক্‌তো! আর তার মতন পাঁচটা রাঁড় রাখ্‌তে পাত্তো! ভাতার হবে ত অম্‌নি! বড়্‌দিকে কত নানান্‌ নিধি জিনিষ পত্র দিয়েচে। যে দিন আসে অম্‌নি ফেটিংএ চোড়ে এলো! বড়্‌দিকে নিয়ে চৌরুঙ্গীতে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এলো! পারশী থিয়েটার দেখ্‌তে গেলো! রাত্রি দুটোর সময় বাড়ী ফিরুয়ে রেখে গেলো! এমন ভাতার পেয়েছেন! বড়্‌দির তবু আবার মাঝে মাঝে কান্না হয়! বড়্‌দি তোর অমন ভাতারে যদি চোখে জল আসে তবে আমার মতন ভাতার পেলে তুই যে ডাক্‌ ছেড়ে কাঁদ্‌তিস্‌ লো! বাবা গো আমায় হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছ গো (মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)।

(নবীনের মা ও দিদির প্রবেশ।)

মা। বৌমা কাঁদ্‌চো নাকি গা? নবীন বকে টকে নি ত?

দিদি। নবীনকে বক্‌তে হবে কেন? বাছা কাঁচা ঘুমে উঠে খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ কোচ্চে।

মা। তুই বাপু আর জ্বালাসনি! বৌমা ওঠ। যাও, কাপড় কেচে এসে একটু জল খাও।

দিদি। আহা এতটা বেলা ঘুমুয়ে ঘুমুয়ে গলাটা কাট্ হোয়ে গেছে!

মা। বৌ মা ও তামাসা কোচ্চে। ওর কথায় বোকা মেয়ের মতন রেগোনা গো!

বৌ। (স্বগতঃ) যাই! ছাই ভস্ম দুটো খেতেও ত হবে। আহা কি ব্যান্ন্যোনই রাঁধা হয়! ওয়াক্ (গমনোদ্যোগ)

দিদি। বৌ বিছানাটা না তোলো, মশারিটাও নিদেন তুলে রেখে যাও। ঘামে ভেজা গুলো বাতাসে শুকুয়ে যাক্।

মা। বড় মানুষের মেয়েরা কি কাজ কম্ম শেখে?

দিদি। শিখ্‌লে যে আদর কমে যাবে! তা যাহোগ্, আমার ত বিছানা ছোঁবার যো নেই, আমি এই আঁস্তাকুড়টা ঝাঁট দিয়ে আস্‌চি। বৌ, ভাই তামাসা কোচ্চি না। লক্ষ্মীটী মশারিটা তুলে এসো দুজনে কাপড় কাচ্‌তে যাই।

বৌ। আমি যদি এখন নাই পারি!

(প্রস্থান)

দিদি। ওমা, বৌ অবাক্ কোল্লে যে গো! আমাদের ত মা তোমার সংসারে যা থাকা হবে তা বুঝ্‌তেই পাচ্চি। এই বৌ দিন কতক পরে গিন্নি হবে ত?

মা। কপাল গুণে মা সব হয়! মনে কল্লুম লক্ষ্মীমন্তর বাড়ীর মেয়ে নিয়ে এলুম সংসারে লক্ষ্মীশ্রী হবে। তা

এ সব পোড়া কপালে হবে কেন বল ? আমিই বিছানাটা তুলে যাচ্ছি। তুমি যাও আর দেরী কোরো না।

(দিদির প্রস্থান)।

(নবীনের পুনঃ প্রবেশ)

নবীন। মা এখনো এখানে কি কোচ্চো গা ? তোমার যে মাথা ধোরেচে শুনলুম ? শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আহ্নিক পূজো সেরে নাও গে না।

মা। যাই বাবা এই বিছানাটা গুড়ুয়ে রেখে যাই।

(মশারি তুলিবার উদ্যোগ)

নবীন। না ! না ! ! ঘোড়ার ডিমের মশারি !

(মশারির বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূরে প্রক্ষেপ)।

(মার প্রস্থান)

নবীন। (স্বগতঃ) গোপাল তুমি কি ভাগ্যধর ! কি মনো-সুখেই আছ! আমার এ যন্ত্রণার মত এক দিন ভুগিতে হয় না।

জনৈক বালক। (নেপথ্যে অপরের প্রতি) ওরে ! তোর্ সে ছড়াটা মুখস্ত হয়েছে ?

দ্বিতীয় বালক। (নেপথ্যে) হ্যাঁ ! ! শুন্‌বি ?

পাঁঠী বেচা পেলে পরে, দলপতি তারে ধরে।
পাঁটা বেচে আগুণ দরে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে ফেরে ঘরে ॥
পাঁটা বেচে পাঁঠী দান, দলপতির ভারী মান।
বোকা পাঁটার বাড়্‌লো দাম্, কেট্ কেট্ কেট্ গড়াম্ ॥

প্রথম বালক। (নেপথ্যে) দলপতির ছেলে বে কোরে এলে বল্‌তে পার্ব্বি ত?

দ্বিতীয় বালক। (নেপথ্যে) পারি কিনা দেখিস্ তখন।

নবীন। (স্বগতঃ) ছোঁড়া ব্যাটারা ঠিক ধ'রেছে ত! দলপতির মান এইবার গড়ায়!!

(নবীনের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।